মাসের শেষের দিকে অনুরূপা আজকাল এই কথা বলিতে সুরু করিয়াছে। কথাটা বিমলের কাণে যায়, কিন্তু মনে লাগে না। লাগিলেও লাভ নাই। উপার্জ্জনের পথ পাইলে তো সে উপার্জ্জন করিবে? আকাশে টাকা নাই, হাত বাড়াইলে দুই হাতের অঙ্গুলি টাকায় ভরিয়া যায় না। পাঁচটা টাকার জন্য সারাটা বিকাল ঘুরিয়া বেড়াইলেও একটা টাকার যোগাড় হইয়া উঠে না। সে করিবে কি?

বিমল যখন বাড়ী ফিরিল, প্রমীলা আর শান্তা রোয়াকে বসিয়া গল্প করিতেছে। শান্তা চওড়া লালপাড় সাড়ী পরিয়াছে। এ যেন তার প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা।

'কোথায় টো-টো কোম্পানী করে এলেন?' প্রমীলা বলিল 'সম্পাদকদের বাড়ীতে বোধ হয়?'

শান্তা হাসিয়া বলিল 'ওমা, সেকি? এখনো সম্পাদকেরা আপনার বাড়ীতে এসে ধর্ণা দেয় না? অতগুলি কবিতা ছাপলেন!'

বিমল নীরসকণ্ঠে বলিল 'কতগুলি কবিতা ছাপলাম?'

'সতরটা।'

বিমল বিস্মিত হইয়া বলিল 'আমি কতগুলি কবিতা ছাপলাম তার হিসাব রাখার জন্য আপনি খাতা খুলেছেন নাকি?'

'না, যে কবিতা পড়তে প্রাণ বেরিয়ে যায় তার কটা পড়লাম তা এমনি হিসাব থাকে।'

'আমি কাউকে আমার কবিতা পড়তে মাথার দিব্যি দিইনি।'

'কিন্তু জীবন দিয়েছেন। কবিতা লেখার জন্য নিজের ভবিষ্যৎটা মাটী করলেন, সে বুঝি মাথার দিব্যি দেওয়ার চেয়ে কম?'

এ নিন্দা না প্রশংসা বোঝা দায়। সোজাসুজি নিন্দা করিলে বিমলের ভাল লাগিত।

'যাই হো'ক, আপনার ঠিক হয়নি। আমি কুড়িটা কবিতা ছেপেছি।'

বিমল পকেট হইতে দুটী মাসিকপত্র বাহির করিল। এতখানি আগ্রহের সঙ্গে শান্তা সে দুটী আয়ত্ত করিয়া নিল যে বিমলের মনে হইল যতকাল বাঁচিবে রাতদুপুরে বিনিদ্র বেদনা ও অসহ্য আবেগের পীড়ন সহিয়াও সে প্রত্যহ কবিতা লিখিবে। শান্তার সিঁথির সিঁদুরের মত উদ্ধত কল্পনা নয়, শান্তার হাসিটীর মত ম্লান স্তিমিত ভাবসম্পদ আজ হইতে তার কবিতায় যেন প্রাণবন্ত হয়।

'আজ আপনার দু'বার প্রাণ বেরোবে।'

প্রমীলা বলিল 'দু'বার কারো প্রাণ বেরোয় ?'

শান্তা বলিল 'কারো কারো বেরোয় ভাই, দু'বার ছেড়ে দশবার বেরোয়। বলে, পলকে পলকে কত লোকের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে !'

বিমল বলিল 'যেমন আমার।'

শান্তার কথা শেষ হইতেই প্রমীলা ডালের অবস্থা দেখিতে রান্নাঘরে গিয়াছিল, নহিলে একথা বলিবার সাহস বিমলের হইত না।

শান্তা নির্ব্বিবাদে বলিল 'আপনি যে দুঃখবাদী কবি, আপনার কবিতা পড়লেই সেটা বোঝা যায়। সারাদিন ছিলেন কোথায় ?'

'সারাদিন মানে যদি তিনটে থেকে হয়, টাকার খোঁজে পথে পথে ঘুরছিলাম।'

'আর আমি আজ সারাদিন টাকার বোঝা বয়ে ঘুরছি।' শান্তা আঁচল খুলিয়া দেখাইল। অনেকগুলি নোট।—'ধার নেবেন ?'

'ধার কেন, দান করুন না ?'

নেওয়া যায়না, নিতে নাই, কিন্তু নিতে সে অনায়াসে পারে। ও টাকা শান্তার স্বামী উপার্জ্জন করিয়াছে, তবু নেওয়া যায়। শান্তা খুসী হইবে। শান্তা পরিহাসের মত করিয়া ধার দিতে চাহিল, সে পরিহাসের মত করিয়া

নিতে অস্বীকার করিল, কিন্তু শান্তার দেওয়ার আগ্রহ ও তার নেওয়ার প্রয়োজন কোলাকুলি করিল নেপথ্যে।

শান্তা বলিল 'আপনি কবি নন। কবি হলে নিতেন। টাকা কারো নয়, যার দরকার হয় তার। আপনার খিদে পেলে আমি খেতে দেব, আপনি খাবেন। তাতে দোষ নেই। টাকার দরকার হ'লে আমি দেব, কিন্তু আপনি নেবেন না। এটা ঠিক নয়। দরকারের হিসাবে খাবারও যা টাকাও তাই।'

বিমল বলিল 'ওটা থিয়েটারী। ওগুলি স্বীকার করা যায়, পালন করা যায় না। আপনি সেদিন স্বীকার করলেন পাপ-পুণ্য বলে কিছু নাই। কিন্তু তাই বলে পাপ করতে পারেন?

'খুব পারি। আমি ঢের পাপ করেছি।'

বিমল বলিল 'পাপ কাকে বলে আপনি তা জানেন না।'

'তবে আমার খুব সুবিধা। না জেনে যত খুসী পাপ করব—পাপ হবে না।'

প্রমীলা ফিরিয়া আসিয়াছিল। তার সামনে শান্তা এ কথাটা না বলিলেই বিমল খুসী হইত।

প্রমীলা বলিল 'আমার উনুনে একবার না জেনে হাত দেবে চল, দেখবে হাতটা ঠিক পুড়ে যাবে।'

শান্তা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল 'তা যাবেনা? যাবেই তো!'

জানালা-প্রেমটা' সাধারণতঃ বাজে প্রেমের পর্য্যায়ে পড়ে। ও যেন পাশাপাশি দুটী বাড়ীর বিশেষ অবস্থানে সুযোগ নিয়া দু'পক্ষেরই পরস্পরের সঙ্গে একটু তামাসা করা। কিন্তু কতগুলি কারণে বিমলের প্রেমটা বাজে হইয়া যায় নাই। সবচেয়ে বড় কারণটা অবশ্য তাহার হৃদয়, কিন্তু তেইশ বছরের একটা অপদার্থ ছেলের হৃদয়ের কথাটা সোজাসুজি বলিয়া ফেলিলে

সংসারের অভিজ্ঞ লোকেরা সসন্দেহে মাথা নাড়িবে। অর্থাৎ, নাহে বাপু লেখক, ওটা হৃদয় নয়, ফাজলামি।

ছোট কারণগুলির মধ্যে একটা হইল এই যে শান্তাকে ভালবাসার চেয়ে ঢের সহজে ও সুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে অন্য কাহাকেও ভালবাসার সুযোগ বিমলের ছিল। এমন কি, বি-এ পাশ অত্যন্ত আধুনিক একটী মেয়েকে ভালবাসিয়া সে অনায়াসে নিজের জীবনে খুব একটা রোমান্টিক বিবাহ ঘটাইয়া ফেলিতে পারিত। আত্মীয়স্বজনের বিস্ময় ও ত্রাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কপর্দ্দকহীন কবি-স্বামীকে নিয়া খেলার ঘরের উপন্যাস সৃষ্টি করিতে লাবণ্য আজও রাজী আছে এবং বিমল তাহা জানে। তবু শান্তাই তাহাকে জয় করিয়াছে;—রয়েল রীডার পড়া পরের বৌ গেঁয়ো মেয়ে শান্তা। জীবন একটা অদ্ভুত কাব্য!

আর একটা কারণ বৈচিত্র্য। ঠিক যে বৈচিত্র্য তাহা নয়, কারণ যত বিচিত্রই হোক ছয়মাস ধরিয়া ব্যাপারটা একভাবে দিনের পর দিন একটানা ঘটিয়া চলিয়াছিল।

প্রথম আরম্ভ হয় বর্ষাকালের এক মেঘাচ্ছন্ন দুপুরে। সারা সকাল শান্তার জানালা বন্ধ ছিল। বন্ধ জানালার ওদিকে বেলা দশটার সময় বিমল পুরুষকণ্ঠে খুব তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিয়াছিল। তারপর সব চুপচাপ হইয়া যায়। শান্তা কখন জানালা খুলিয়াছিল বিমল ছাথে নাই, দেখিলে তাড়াতাড়ি গেঞ্জি গায়ে দিত। একটা স্বপ্নবিভোর ঘুম দিয়া উঠিয়া বাস্তব স্বপ্নের মত শান্তাকে সে আবিষ্কার করে।

পিঠে এলানো চুল, গায়ে সাদা সেমিজ আর পরণে নীলাম্বরি—আকাশের মেঘের গাঢ়তর প্রতিবিম্বের মত। চোখ তুলিয়া শান্তা একবার চাহিয়া দেখিল, তারপর চোখ নামাইয়া বসিয়া রহিল, সরিয়া গেল না। বিমল আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সেই যে তাহাদের নির্ব্বাক পরিচয় সুরু হইল ছয় মাসের মধ্যে তাহা না নিল রূপান্তর না গেল থামিয়া। সকালে শান্তার জানালা বন্ধ থাকে। সাড়ে দশটায় অধর আপিসে গেলে জানালা খুলিয়া শান্তা আধঘণ্টাখানেক চুপচাপ জানালায় বসিয়া থাকে, তারপর স্নান করিয়া খাইয়া বিমলের দৃষ্টির অন্তরালে খাটে শুইয়া ঘুমায়। আবার জানালায় আসে বৈকালে রোদের তেজ যখন কমিয়া আসিয়াছে, পশ্চিমে বড়ালদের চারতলা বাড়ীর সুদীর্ঘ ছায়াটা যখন গড়াইয়া গড়াইয়া শান্তার জানালার গোড়ায় আসিয়া পড়িয়াছে।

বিমলের দিকে সে কথনো তাকায় না। দিনের পর দিন বিমলের সাহস যে বাড়িতেছে, ক্রমে ক্রমে সে যে একেবারে নিজের জানালার কাছে চেয়ার সরাইয়া আনিয়া প্রকাশ্যভাবে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এ বিষয়ে সে যেন সচেতন নয়। পাছে সচেতন না হইয়া আর উপায় থাকে না, এই জন্যই সে যেন বিমলের দিকে তাকায় না।

মাঝে মাঝে শান্তা প্রমীলার কাছে আসে, কিন্তু বিমলকে দেখিলে ঘোমটা টানিয়া দেয়। বিমলকে মুখ দেখাইতে তার যেন লজ্জা করে। তার মুখ সে যেন চিরকালের জন্য বিমলের দৃষ্টির আড়ালে রাখিতে চায়।

ভাবিয়া ভাবিয়া বিমলের মাথা ঘুরিয়া যায়। একি ব্যাপার? শান্তা যদি পাগল না হয় তবে এর কি সঙ্গত ব্যাখ্যা করা চলে? প্রমীলার কাছ হইতে সে তার কবিতার খাতা নিয়া ফেরত দিতে চায় না, প্রমীলার মুখে তার কথা শুনিতে সে ভালবাসে, তারই জন্য সে প্রত্যহ জানালায় আসিয়া বসে, তবু তাহাকে দেখিয়া সে ঘোমটা দেয় কি হিসাবে? একবার চোখো-চোখির সুযোগ দেয় না কেন? কথা বলিবার সাহস যাহাতে তাহার হয়, তার সামান্য একটু প্রেরণা দিতেও ওর এতখানি কার্পণ্য কেন? মারাটা

জীবন তার চোখের সামনে ওইভাবে জানালায় বসিয়া কাটাইয়া দিতে চায় নাকি? অত কাছে আসিয়াও সুদূর গ্রহবাসিনীর মত এই অবিশ্বাসী দূরত্ব ও কি কোনদিন কমিতে দিবে না?

শেষে একদিন বিমল কথা বলিল।

'আপনাকে এত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন?'

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সকল অবস্থাতেই নির্দোষ।

শান্তার মুখ বিশেষ শুক্‌নো দেখাইতেছিল না, বিমলের প্রশ্নেই বরং তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

'কই, না?' বলিয়া সে জানালা ছাড়িয়া সরিয়া গেল।

বিমল সভয়ে একবার বলিল বটে, 'রাগ করলেন?' কিন্তু তার কোন জবাব আসিল না।

তারপর কয়েকদিন শান্তার আর দেখা নাই। প্রথমটা বিমলের ভারি অনুশোচনা হইল, শেষে সে রাগ করিয়া ভাবিল 'ভালই হয়েছে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেল। কাল থেকে দু'বেলা লাবণ্যদের বাড়ী যাওয়া যাবে।'

কিন্তু সেইদিন বিকালে প্রমীলার কাছে বেড়াইতে আসিয়া শান্তা বিমলের সঙ্গে একেবারে আলাপ করিয়া গেল। ক'দিন ভাবিয়া শান্তা বুঝিতে পারিয়াছিল, যার চোখের ভাষা স্বীকার করিতে হয় তার মুখের কথাকে ঠেকাইবার উপায় নাই। ঠেকানো ন্যায়সঙ্গতও নয়। কবিতার বই কিনিতে যেমন কিছু পয়সা লাগে, জীবনে কাব্যের আমদানী করিতেও কিছু মূল্য দিতে হয়।

অর্থাৎ যুক্তি ও সমর্থন আবিষ্কার করামাত্র শান্তা নিশ্চিন্তমনে কাম্য অবস্থাটী বরণ করিয়া নিল। এর মধ্যে কোন জটিলতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করিল না। মনে মনে বলিল, 'বাঃ, আমাকেও তো বাঁচতে হবে?'

তারপর শান্তা বলিল 'কি মজা হয়েছিল শোন ভাই।'

প্রমীলা বলিল 'আমার ডাল পুড়ে যাবে।'

'কত লোকের কপাল পুড়ছে, তোমার না হয় একটু ডাল পুড়ল।'

'কথায় কথায় কত লোকের কত কি হচ্ছে। তুমি লোকটা যেন কি রকম ভাই।'

'স্পষ্ট বলনা কেন, পাগল!' শান্তা একটু হাসিল।

'আমি বলি আর না বলি, দাদা মাঝে মাছে বলে। তবে স্পষ্ট করে বলে না, দারুণ সন্দেহে আমায় জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁরে মিলি, তোর বন্ধু পাগল নাকি?'

তখন প্রমীলার দাদাকে নিয়া তাহারা খানিকক্ষণ আলোচনা করিল। সে আর কি বলে? সে আর কি করে? এক একদিন অত রাত্রে বাড়ী ফেরে কেন? সেদিন শান্তা খাতাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছিল বলিয়া রাগ করিয়াছে নাকি?

আলোচনা থামিল হঠাৎ। প্রমীলা ডাল নামাইতে গেল এবং শান্তার লজ্জা করিতে লাগিল। পরের দাদাকে নিয়া কি অত আলোচনা চলে? প্রমীলা ফিরিয়া আসিলে সে আবার বলিল 'কি মজা হয়েছিল শুনলে না?'

প্রমীলা বলিল 'বল।'

শান্তা বলিল 'বিয়ের আগে মামার বাড়ীতে ছিলাম, সে তো তুমি জানো, তোমায় বলেছি। একদিন আমার খুব জ্বর হ'ল। খাইনা-দাইনা চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকি, মাঝে মাঝে অজ্ঞানও হয়ে যাই। সকালের ওষুধ কেউ দুপুরে খাইয়ে যায়, দুপুরের বার্লি কেউ সন্ধ্যার সময় এনে বলে খালো বার্লি খা।' 'এখন তেষ্টা পেলে জল পাই একঘণ্টা পরে।—'

প্রমীলা মনে মনে হাসিয়া ভাবিল 'কি বাড়িয়েই বলতে পারে, বাবা!'

—'এদিকে, ঠিক সেই সময় মামীমার টিয়াপাখীটারও কি যেন অসুখ

খায়দায় না ঘাড় গুঁজে আমার মত ঝিমোয়। একদিন শুনি মামীমা বারান্দায় কাঁদ-কাঁদ গলায় বলছে 'হে ভগবান, ওকে [illegible]র ভাল করে দাও, আমি সওয়া-পাঁচ-আনার হরিলুট দেব।' শুনে আমি ত চমকে উঠলাম। মামীমার মনে এত দরদ! আস্তে আস্তে মামীমাকে ডাকলাম। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম 'কেঁদোনা মামীমা আমি ভাল হয়ে যাব।'

প্রমীলা হাসিয়া বলিল 'মামী কি বললে?'

"মামীর কথা আর নাইবা বললাম!' শান্তা [illegible]সিল না। অতীতের এমন একটা হাস্যকর স্মৃতি মনে আসিলেও তার হাসি পায় না।

বিমল যখন নীচে নামিয়া আসিল, শান্তা বিদায় নিতেছে। বিমলের মনে হইল, শান্তা কেবলই বিদায় নেয়। সে যে কখন আসে জানিবার উপায় নাই। শুধু যাওয়াটাই চোখে পড়ে।

তার আঁচলের এক কোণে চাবি বাঁধা, অন্য কোণটা খালি।

বিমল সহজভাবে বলিল 'টাকা ফেলে যাচ্ছেন।'

'ওমা!'

শান্তা নোটগুলি কুড়াইয়া নিল। একটু হাসিয়া বলিল 'নিজে রোজগার করিনা কিনা, টাকায় দরদ নেই।'

বিমল ভাবিল, একথাটা ও না বলিলেই ভাল করিত। আজ তার টাকার এত দরকার, টাকা সম্বন্ধে এতখানি উদারতার অভিনয় আজ কি ওর করা উচিত? সে তো অনায়াসে নিজেকে অ[illegible]মানিত মনে করিতে পারে!

শান্তা চলিয়া গেলে প্রমীলা ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল 'বগলদাবা করে ওটা কি নিয়ে যাচ্ছ দাদা?

'তা দিয়ে তোর দরকার?'

'আমার কিছু নয়ত?'

'দিন দিন তুই বড় বেয়াদব হচ্ছিস মিলি।'

প্রমীলা চাপা ব্যাঙ্গের সুরে বলিল 'কি করব বল, না হয়ে উপায় নেই। মাকড়িটা যাওয়ার পর থেকে নিজের জিনিষ পত্র সম্বন্ধে আমাকে একটু সাবধান থাকতে হয়।'

ক্ষণকালের জন্য মনে হইল ছেলেবেলার মত বিমল হয়ত আজ এত বড় বোনকে মারিয়া বসিবে। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিল।

'কাল তোর মাকড়ি এনে দেব।'

'মাকড়ির জন্য আমার ঘুম আসছে না।' বলিয়া প্রমীলা রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রমীলার মাকড়ি সে চুরি করে নাই, ধার নিয়াছিল। বা বলিয়াই নিয়াছিল অবশ্য, কিন্তু কয়েকদিনের জন্য বোনের মাকড়ি না বলিয়া নিলে কি চুরি করা হয়? এমনি সম্পর্ক ভাই বোনের? বিমলের ইচ্ছা হইল কথাটা পরিষ্কার করিয়া নেয়। রান্নাঘরের দরজায় গিয়া জিজ্ঞাসা করে 'তুই কি সত্যি আমাকে চোর মনে করলি মিলি?'

কিন্তু প্রমীলাকে কিছু না বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

মোড়ের মুদীদোকানে খবরের কাগজের বাণ্ডিলটা বিক্রী করিয়া পাঁচটা পয়সা পাওয়া গেল। বিমল একপয়সায় একটা সিগারেট কিনিল। চার পয়সা ট্রামে লাগিবে।

ট্রামে পয়সা লাগিল না। কণ্ডাক্টর টিকিট চাহিলে সে গম্ভীর গলায় বলিল 'পাশ।' সবদিন এ ফিকির খাটে না কিন্তু আজ খাটিল। কণ্ডাক্টর নীরবে নিজের স্থানে ফিরিয়া গেল।

এতক্ষণে বিমলের মনে হইল সে সত্য সত্যই চারটা পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছে।

নগেনের বাড়ীটা প্রকাণ্ড। সামনে বাগান আছে। বাগানের আকৃতিতে সামঞ্জস্য নাই বলিয়া ভারি চমৎকার দেখায়। বাড়ীর ডানদিক ঘেঁসিয়া অন্তলোকের বাড়ী, বাঁ দিকে পিছনের দেওয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃত কয়েক হাত চওড়া গোলাপের ফুলশয্যা। বৎসরের কোন কোন সময় দোতলায় নগেনের ঘরে গোলাপের গন্ধ উঠিয়া আসে।

দমদমের কাকীমা আসায় নগেন আজ ক্লাবে যাইতে পারে নাই। দমদমের কাকীমা অত্যন্ত অভিমানিনী।

যেমন অভিমানিনী তেমনি রূপসী। তিনি যেন একটী হ্রস্ব দীপ শিখা। দেখিলে মনে হয় তিনি যে তিলোত্তমা নন সে শুধু বেঁটে বলিয়া। গয়না পরিতে খুব ভালবাসেন। ছোট মেয়েটির মত দেখাইত বলিয়া গয়না পরিলে তাহাকে মানায়ও।

প্রথম হইতেই সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন, নগেনকে একান্তে পাইয়া বলিলেন 'তোমার কাকা বড় দুঃখ করেন, নগেন।'

'কেন কাকীমা ?'

'তুমি যাওনা ব'লে। বলেন, 'নগেন আমাদের পর ক'রে দি য়েছে— আমার অসুখ হ'লেও দেখতে আসে না।'

নগেন লজ্জিত হইয়া বলিল 'যাব যাব' করি কাকীমা, সময় হয়ে ওঠে না।'

কাকীমা গলার স্বর এমন করিয়া ফেলিলেন যেন অনুপস্থিত স্বামীর চেয়ে নগেনই তাহার বেশী আপনার।

'কি জান বাবা এমন দুর্ব্বল প্রকৃতি ওর, কেউ না গেলে মনে করেন মিশুক স্বভাব নয় বলে ওকে অবহেলা করা হচ্ছে। ওকে নিয়ে আর পারি না। সারাদিন মন খারাপ, উঠতে বসতে সোয়াস্তি নেই, কেবলি হাই তুলছেন কেবলি শরীর খারাপ হচ্ছে —'

কাকীমা থামিলেন। কথা শুনিবার সময় নগেন এমন নির্বোধের মত মুখের ভাব করিয়া থাকে বলিয়া ইহাকে কিছু বলিতে কি রকম যেন ভয় করে। মনে হয় কথা যেন ও শুনিতেছে না, কথার পিছনে মনটাকে দেখিতেছে।

নগেন বলিল 'এবার থেকে হরদম কাকার সঙ্গে দেখা করতে যাব কাকীমা।'

শেষ হওয়া কথার রেশ ধরিয়া এমন অবান্তর কথা বলে বলিয়া নগেনকে কিছু বলিতে আরও ভয় হয়। কাকীমা হাসিবার ভাণ করিয়া বলিলেন, 'আর গিয়েছ ? কাল বাদে পরশু তো তুমি চললে লক্ষ্ণৌ।'

'কালকেই যাব কাকীমা।'

কাকীমা চমকাইয়া বলিলেন 'কালকেই চলে যাবে ?'

'লক্ষ্ণৌ যাবার কথা বলছি না। কাল কাকার সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'যেও' বলিয়া কাকীমা একরকম জোর করিয়া স্বামীর স্বাস্থ্যের কথাটা আবার টানিয়া আনিলেন। বলিলেন 'ওঁর শরীরের অবস্থা দেখে বড় ভাবনায় পড়েছি বাবা।'

নগেন গম্ভীর হইয়া বলিল 'কাকা পরিশ্রম বড় কম করেন।'

মানে, সে বলিতে চায় তার সঙ্গে লক্ষ্ণৌএ হাওয়া বদল করিতে যাওয়ার দরকার নাই, এখানে থাকিয়া একটু পরিশ্রম করিলেই সজনীর শরীর ভাল হইয়া যাইবে। কিন্তু কাকীমা কথাটা বুঝিবার নমুনা দেখাইলেন না। বলিলেন 'কম কি, একেবারেই করেন না। বেড়াতে যেতে পর্যান্ত ওর আলস্য। দিনের মধ্যে অমন পঞ্চাশবার বলি, ওগো, অমন চুপচাপ বসে থেকোনা, একটু কিছু পরিশ্রম কর, নইলে শরীর টিঁকবে কেন ? তা বলেন উৎসাহ নেই। কেন তা থাকবে না বলত ? আমার চেয়ে উনি

পাঁচ বছরের বড়, ওঁর বয়স এই তেত্রিশ। এই বয়সে মানুষ অমন মনমরা নিরুৎসাহ হয়ে যাবে? সারাদিন হয় নভেল পড়ছেন, নয় কড়িকাঠের দিকে হাঁ করে চেয়ে মাথামুণ্ডু ভাবছেন, আর নয়ত আমার সঙ্গে করছেন ঝগড়া। আর নয়ত মুখের ভাব এমন করে বসে আছেন যেন আজকেই ওর বৌ মরে গেছে।···তুমিই বল, এ কারোও সহ্য হয়?'

নগেন মৃদুস্বরে বলিল 'আমি জানি কাকীমা, কাকা বড় sensitive'।

কাকীমা মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেলেন:

'তুমি কিছুই জাননা বাবা। আমার যে কি দুরদৃষ্ট! সেদিন পশ্চিমে যাওয়ার সব ঠিক করলেন, এক বছর দেড়বছর ঘুরবেন। অতদিনের জন্য ওই মানুষকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারি? বললাম, দু'এক মাসের জন্যে হয়ত একাই যাও, নইলে আমি সঙ্গে যাব। এই নিয়ে ঝগড়া হ'ল তিন দিন। তারপর পশ্চিমে যাওয়াই বন্ধ করে দিলেন তবু আমায় নিতে রাজী হলেন না। কিন্তু একবার হাওয়া বদলানো ওর বড় দরকার বাবা। কি যে করি আমি, বিষই খাই না গলাতে দড়ি দিই—'

বুঝিবে বলিয়াই বলা, যে সামান্য ইঙ্গিতটুকু দেওরা হইল তার সাহায্যে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার বুঝিয়া নিতে যদি কেউ পারে নগেনই পারিবে কাকীমার এই বিশ্বাস এবং আশা। সত্য কথা বলিতে কি, নগেনের বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। সেটা অনুমান করিয়া কাকীমার গাল আপেলের মত লাল হইয়া উঠিল।

সমস্যা তাহার সহজ নয়। এক কথায় জবাব দেওয়া যায় না। অথচ এখনই কিছু বলা দরকার। কারণ আজ অন্ততঃ কাকীমার সমস্যার কি সমাধান সম্ভব সে বিষয়ে আলোচনার একটু সূত্রপাত করিয়া না রাখিলে ভবিষ্যতে কাকীমাও আর একথা তুলিতে পারিবেন না, সে পারিবে না।

নগেন চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। এ রকম চিন্তা করা তার

অভ্যাস আছে। নিজের জীবনে তাহার বৈচিত্র্য আছে, সমস্যা নাই। কারণ নিজের হৃদয় সম্বন্ধে এই সুদর্শন যুবকটী অত্যন্ত নিষ্ঠুর।

নগেন ভাবিয়া দেখিল, কাকীমার ইচ্ছাটী বিশেষ জটিল নয়। তিনি কিছুদিনের জন্য স্বামী-বিরহ প্রার্থনা করেন এবং সেই অবসরে স্বামীর স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে এই ইচ্ছা রাখেন। অর্থাৎ সজনী নগেনের সঙ্গে চলিয়া যাক হাওয়া পরিবর্ত্তনে এবং শিখিয়া আসুক যার সঙ্গে সে অমন ঝগড়া করিত সে স্ত্রীর কতখানি দাম।

এই শেষ ইচ্ছাটাই কাকীমার সকল লজ্জার উৎস। আজ পনের বৎসর তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে একদিনের জন্য তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল কিনা স্মরণ করা যায় না। কাকীমার বাপের বাড়ী নাই। ভালবাসা কোনপক্ষেরই কম নয়, কিন্তু দীর্ঘ মিলনটা আর তাহাদের সহ্য হইতেছে না,—বিশেষ করিয়া সজনীর। দুপক্ষেরই পাওয়া এত জমিয়া গিয়াছে যে চাওয়ার আর কিছু অবশিষ্ট নাই, সে সাহসও হয় না। এবং কাকীমার চেয়ে সজনীই সর্ব্বাংশে বেশী ভীরু।

কাকীমাকে লজ্জা না দিয়া নগেনকে একঢিলে দুই পাখী মারার কৌশলটা এখনই খানিক প্রকাশ করিতে হইবে। কিন্তু যাই সে বলুক, লজ্জা কাকীমা পাইবেনই। বিষয়টা যে লজ্জার। নগেন ভাবিয়া দেখিল কাকীমার লজ্জা নিবারণ করা যায় না কিন্তু তাহার অনুপস্থিতে একা একা লজ্জা পাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

কাকীমাকে দেখাইয়া সে ঘড়ির দিকে চাহিল। ব্যস্ত হইয়া বলিল 'আমায় একবার বাইরে যেতে হবে কাকীমা, দেরী হয়ে গেল। কাল দমদমায় গিয়ে এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে আসব।'

কাকীমা ক্ষুন্ন হইয়া বলিলেন 'আচ্ছা'।

নগেন বলিল 'আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ গেলে কাকার

শরীর ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু পরশু যদি আমরা যাই আপনি যাওয়ার ব্যবস্থা করে উঠতে পারবেন না। যাওয়ার হাঙ্গামা তো কম নয়। কাকাকে তাহ'লে একাই যেতে হবে। যাই হো'ক, কাল পরামর্শ ক'রে একটা কিছু ঠিক করা যাবে কাকীমা।'

নগেন আর দাঁড়াইল না।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিবেন না কাঁদিবেন, কাকীমা ভাবিয়া পাইলেন না! শেষে একটা ঢোক গিলিয়া তিনি সিঁড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, জুতা বদলাইয়া নগেন যখন বাহিরে যাইবে তখন তাহাকে দমদমায় ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে বলিবেন। এত রাত্রে একগা গয়না নিয়া শুধু দারোয়ানের সঙ্গে বাড়ীর গাড়ীতেও বাড়ী ফিরিবার সাহস কাকীমার নাই। নগেনের মা ওদিকের ঘরে জ্বর হইয়া শুইয়া আছেন, ওঘরেও কাকীমা আর ঢুকিতে চান না।

নগেনকে বিমল আবিষ্কার করিল তাহার ঘরে।

'কাকীমা সিঁড়ির গোড়ায় পাহারা দিচ্ছেন কেন?'

'আমি পালাতে গেলে আটকাবেন।'

'কাকীমার কাছে তুমি আবার কি অপরাধ করলে নগেন-দা'?'

'কত লোকের কাছে কত অপরাধ করেছি তার কি ঠিক আছে? বোধ হয় দমদমা পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।'

'অন্যায়' বলিয়া বিমল হাসিল; তারপর নগেনকে বিশেষ অনুগ্রহ করিবার মত করিয়া বলিল 'আমি পৌঁছে দিয়ে আসবখ'ন নগেনদা'।'

'তুমি যাবে? বাঁচালে ভাই। শরীরটা এত খারাপ লাগছে'!

শরীর খারাপ না লাগিলে নগেন বিমলকে কষ্ট দিত না।

তারপর দুজনে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিল। বিমলকে আজ নগেনের কয়েকটা কথা বলিবার আছে। পরশু যদি সে চলিয়া যায়,

প্রমীলাকে একটা খবর দেওয়া দরকার। সে খবর পাঠাইয়াছে এভাবে নয়, আপনা হইতে খবর পৌঁছিয়াছে এইভাবে।

'জানিস মিলি, নগেনদা' পরশু লক্ষ্ণৌ যাবে।'

'পরশু ?'

'হ্যাঁ। পরশু কমলবাবুরা যাবেন, ওদের সঙ্গে।'

'কমলবাবুরা কে কে যা'ব দাদা ?'

'সবাই যাবে।'

'লাবণ্য ?'

'লাবণ্যও যাবে। আমার কি মনে হয় জানিস ? লাবণ্যর জন্যেই নগেনদা' বলা নেই কওয়া নেই লক্ষ্ণৌ ছুটছে তিনদিনের নোটিশে। নগেনদা'র মত লোক ওরকম ফাজিল মেয়ের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে, এটা ভারি আশ্চর্য্য না ?'

'হ্যাঁ।'

'তোর কি হ'ল বলত ?'

'কি আবার হবে ?······আচ্ছা দাদা, নগেনবাবু আপনা থেকে এসব বললে ?'

'কি সব বললে ?'

'এই লক্ষ্ণৌ যাওয়ার কথা-টথা ? লাবণ্যদের সঙ্গে ?'

'তাই আবার কেউ বলে নাকি ? আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে সব কথা বার করে নিলাম—নইলে নগেনদা' কিছুই বলত না।'

ভাই-বোনের মধ্যে এমনি একটা কথোপকথন আজ অথবা কাল হওয়া চাই। প্রমীলার মুখখানা নগেন কল্পনা করিতে পারে। কিন্তু কোন কল্পনার উপরেই তাহার শ্রদ্ধা নাই।

জানালার বাহিরে একটী পাম গাছ ভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে, দিনের আলোয় ওর সবুজ পাতাগুলি দেখিলে হাত বাড়াইয়া ছুঁইতে ইচ্ছা হয়। এখন যদি আকাশ হইতে একটা বজ্র খসিয়া পড়ে আর সে বজ্রের আঘাতে ওই তরুটী নিঃশব্দে জ্বলিতে থাকে নগেন তাহা কল্পনা করিতে পারিবে কিন্তু সে কল্পনার উপরেও তার কোন শ্রদ্ধা থাকিবে না। তার কল্পনা যেন নিজস্ব কিছু নয়।

গাছটার দিকে নগেন তাকাইল না পর্য্যন্ত, 'চাকরী টাকরীতে তোমার বোধ হয় লোভ নেই বিমল?'

'আমার সম্বন্ধে তোমার এমন খারাপ ধারণা হ'ল কি করে?'

'লোভ থাকলে লোভের জন্ম মানুষ চেষ্টা করে। সে সব লক্ষণ তোমার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।'

বিমল জানে নগেন তাহাকে বকিবে না, সমালোচনাও করিবে না। তবু সে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

বলিল 'কি যে বলো নগেনদা'! চাকরীর চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে মুখে রক্ত উঠে গেল। দিনরাত ওই তো ধ্যান করি।'

নগেন হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল 'বিশ্বাস হয় না। তাহ'লে হেড-উডের চিঠির জন্ম আমায় তাগিদ দিতে।'

বিমল বোকা নয়। সুপারিশ পত্রের জন্ম নগেনকে তাগিদ দিতে সে ভুলিয়া যায় নাই। ম্যাকনিলের আপিসের চাকরীটা এত ভাল চাকরী, যে সেটী পাইবার ভরসা সে রাখে না। এই জন্মই সে চুপচাপ ছিল। কিন্তু নগেনের কাছে এ কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। তার সুপারিশে ফল হইবার ভরসা সে রাখে না এ কথা শুনিলে নগেন একেবারেই খুসী হইবে না।

লজ্জার ভাণ করিয়া সে বলিল 'ভুলে গিয়েছিলাম নগেনদা'।'

'কবি আর কাকে বলে!' টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া নগেন একখানা খামে মোড়া পত্র বাহির করিল। বিমলের হাতে দিয়া বলিল 'শুধু চিঠিতে ফল হবে কিনা কে জানে! নিজে গিয়ে বলে আসতে পারলে সব চেয়ে সুবিধা হ'ত। কিন্তু সেই যে বুধবার এসেই চলে গেলে তারপর সাতদিন আর তোমার টিকিটী দেখতে পেলাম না, আজ সকালে এলেও হ'ত, দুপুরে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম।'

'কাল দুপুরে?'

'পরশু চলে যাব, কাল আমার সময় কোথায়? কোর্টে কাল তিনটে মোকদ্দমা ঝুলছে।'

শেষ কথাটা মিথ্যা নয়, ভুল। কোর্টে মোকদ্দমা কাল একটী মাত্র আছে এবং সেজন্য নগেনের কোর্টে যাওয়ার দরকার হইবে না। নগেন মিথ্যাবাদী নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে সে এরকম ভুল কথা বলে।

বিমল শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

'পরশু চলে যাবে মানে? সাতাশে তোমার যাওয়ার কথা ছিল।'

নগেন জানালার কাছে সরিয়া যাইতে যাইতে বলিল 'সে প্ল্যান বদলে গেছে।'

তখন বিমল প্রশ্ন সুরু করিল। নগেন অর্দ্ধ-অনিচ্ছার সঙ্গে তার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিল। পরশু যাওয়াই সুবিধা? কিসে?...একা যাইতে হইবে না? একা যাইতে হইবে না মানে? সঙ্গী আবার জুটিল কে? সজনী বাবু? সজনী বাবু ভারি সঙ্গী! বোবার যদিবা শত্রু থাকে সজনী বাবুর নাই, ওর সঙ্গে যাওয়াটা সুবিধা নয়, শাস্তি।...কমল বাবু? কমল বাবু এখন লক্ষ্ণৌ যাইবেন কেন? লক্ষ্ণৌতে তার কি দরকার?...সপরিবারে? তার মানে, লাবণ্যও যাইবে নাকি? ওঃ!

বিমল হাসিল।

'ওই জন্ম প্ল্যান বদলালো? মিলি শুনলে হাসবে।'

'ওকে না বললে হাসবে না!' বলিয়া নগেন তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিল। বলিল 'এখানে খেয়ে নেবে?'

বিমল বলিল 'কাকীমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে যে। অত রাত্রে আর এখানে আসব না নগেনদা', বাড়ী চলে যাব।'

'বাসের পয়সা এনেছ তো? বিশ্বাস নেই তোমাকে, যে ভুলো মন!'

বিমল সহজভাবেই বলিল 'পকেটে চারটা পয়সা আছে। আমায় পাঁচটা টাকা ধার দিতে হবে নগেনদা'।'

নগেন আবার ড্রয়ার খুলিল। দশটাকার একটা নোট বাহির করিয়া বিমলের হাতে দিয়া বলিল 'পাঁচটাকা নেই। দশ টাকাই নাও; চাকরী হ'লে শোধ দিও।'

নগেনের অগোচরে বিমল একবার সন্তর্পণে নোটের প্রান্ত ঘামে ভেজা আঙুল দিয়া ঘষিয়া দেখিল। নগেন একবার ভুল করিয়া তাহাকে একখানার বদলে দু'খানা নোট দিয়া ফেলিয়াছিল।

জীবনে নগেন যে ইচ্ছা করিয়া ছোট বড় অনেক ভুল করে সেটুকু অনুমান করার সাহস বিমলের কোনদিন ছিল না। নগেনকে সে বোঝেনা, সে তার কাছে অনেকটা রহস্যময়। নগেন কথা কয়, হাসে, শিস দেয়, পরিহাস করে এবং পরিহাস বোঝে, নিজের বিশেষ পছন্দ অপছন্দের সংস্কার রাখে। মানুষটা সাধারণ। নাটকীয় নয়। তবু সে কি যেন অতিরিক্ত কিছু এবং করে না, যার জন্য তার সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত দুর্ব্বোধ ধারণা জন্মিয়া যায়।

*

সমস্ত পথ কাকীমার বকুনির কামাই নাই। তিনিও কবিতা লেখেন।

'সত্যি লেখেন কাকীমা?'

কাকীমা বিনয় করিয়া বলিলেন 'ভাল কি আর লিখতে পারি বাবা? আমরা হলাম সেকেলে ধরণের লোক। কবিতা লিখতে ছেলেবেলা থেকে কে আর শেখালে বল?'

কবিতা লেখা যে লেখাপড়া শেখার মত ছেলেবেলা হইতে কেহ শিখাইতে পারে বিমলের সে জ্ঞান ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লেখাপড়ার বদলে কবিতা লিখিতে শিখিতেন। বোধ করি সেইজন্যই তিনি আজ অত বড় কবি। ছেলেবেলা কবিতা লেখা না শিখিয়া তার ভবিষ্যৎটা মাটি হইয়া গিয়াছে।

'আপনার কবিতা পড়তে দেবেন তো কাকীমা?'

কাকীমা সলজ্জে বলিলেন 'না না, সে পড়বার মত কবিতা নয় বাবা। যা মনে আসে লিখে যাই, হিজিবিজি—'

যা মনে আসে তাই লিখিয়া ফেলিলে যে কবিতা হয় না, এ জ্ঞান কাকীমার আছে। বস্তুতঃ এই জ্ঞানটাই কবিতা লেখার সব চেয়ে বড় মূলধন। যত অঙ্ক কষা শিখিলে ডি, এসসি পাশ করা যায় তার চেয়ে ঢের বেশী খাটিয়া কবিতা লিখিতে না শিখিলে কবিতা লেখা যায় না। আজ দুই বছর এই নিয়া বিমলের মন খারাপ হইয়া আছে। মনে যার কবিতা আছে সে কবি নয়, একি ট্রাজেডি জীবনে! ও চূণ সুরকির স্তূপ থাকা না থাকা সমান—ওর নাম বাড়ী নয়, পরের মন ওতে বাস করিবে না।

বয়স কি ছাই এমনি করিয়া বাড়ে!

এমনিভাবে তাহারা দমদমায় পৌঁছিল। কাকীমাকে বাড়ী পৌঁছিয়া দেওয়ার মধ্যে যে এতখানি নাটক দেখার সুযোগ ছিল বিমল তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই।

'বেড়ানো হ'ল?'

সজনীর মুখ ভার।

'তোমার হিংসা হচ্ছে নাকি ?'

কাকীমা হাসি মুখখানি ভার করিলেন।

'আমার আবার হিংসা কিসের ! তোমার বেড়া[illegible] হ'ল কিনা তাই বল।'

'কারো অসুখ করলে দেখতে যাওয়াকে বেড়ানো বলে না।'

'আমার অসুখ করলে ক'জন দেখতে আসে।'

'তোমার অসুখ তো লেগেই আছে বার মাস, তার আবার দেখতে আসবে কি !'

সজনী খানিক ক্ষণের জন্য চুপ করিল। তারপর কহিল 'আমি আজ খাব না।'

বিমল সাশ্চর্য্যে কহিল 'কাকা খাবারের ওপরে[illegible] করেন নাকি ?'

কাকীমা বলিলেন 'করেন। খাবারের ওপরেও [illegible] রাগটা একটু বেশী। খাবে কি ? ক্ষমতা থাকলে তো খাবে ? যাবার সময় দেখে গেছি ওই ইজিচেয়ারে পড়ে আছে চিৎ হয়ে, এখনো দেখছি তাই। হাতে পায়ে ঝিঁঝিঁও ধরে না ভগবান !'

বাড়ী ফেরার পথে বিমল বারকয়েক মাথা চুলকাইল। কাকীমা আর সজনীর সম্বন্ধে তার অন্য রকম ধারণা ছিল। কাকীমা ভালমানুষ, সজনী নার্ভাস। ওরা আবার ঝগড়া করিতে পারে নাকি ?

ট্রামে অধরের সঙ্গে দেখা। সেই যে শান্তা, বা[illegible]ন পথে বিমল যাকে ভাল বাসিয়াছে, অধর তার স্বামী।

লোকটার প্রকৃতি ভয়ানক গম্ভীর। হাসিলে তাহাকে ভারি সুন্দর দেখায়, কিন্তু হাসিবার প্রক্রিয়াটা সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই বলিয়াই অনেকে সন্দেহ করে। মাঝে মাঝে সে মদ খায় কিন্তু নেশা হয় না, এমনি সে কঠিন লোক।

বিমল ইহাকে ভয় করে। স্বল্প পরিমাণ শক্তি নিয়া সে জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, এখনো তাহার মধ্যে এতখানি শৈশব আছে যে তাহা আজও তাহার চরিত্রকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে, সে স্নেহ করে, স্নেহ চায়, আজও তার দারুণ অভিমান। কিন্তু অধর যেন জীবন-যুদ্ধের জন্ত বিশেষ করিয়া সৃষ্টি-করা যোদ্ধা। আঘাত সহিবার বর্ম্ম আছে, আঘাত করিবার অস্ত্র আছে, এবং ফাঁকতালে বিজয়লক্ষ্মীকে টানিয়া তুলিবার সাহসও আছে। লোকটা যে বড় লোক হয় নাই কেন, ভাবিয়া বিমল অবাক হইয়া যায়।

বিমলের অভিজ্ঞতায় অধর আজ প্রথম রসিকতা করিল: 'এত সকাল সকাল বাড়ী ফিরছেন ?'

অধর ইচ্ছা করিয়াই বিমলকে তুমি বলে না। এবং সেটা বিমল বুঝিতে পারে। বিমল বলিল 'আপনার মত আমিও একদিন একটা নতুনত্ব করছি এই আর কি !'

অধরের হাসিহীন মুখ গম্ভীর হইল।

'আমার অনুকরণ করছেন কবে থেকে ?'

'আজই প্রথম।'

এযে রীতিমত সংগ্রাম! সজনী ও কাকীমার কলহের চেয়ে সূক্ষ্ম হইলেও ঢের বেশী রূঢ়, ঢের বেশী তীব্র! বিমল আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আপনা হইতে এমন ব্যাপারও যে ঘটিয়া যায় তাহার এ ধারণা ছিল না।

অধর আর কিছু বলিল না। ভাঁজ করা খবরের কাগজখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। মুখে তাহার ভাবপরিবর্ত্তনের ইঙ্গিতও নাই। বিমল বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। একটা আলো ঝলমল দোকানের নাম পড়িয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, অধর হয়ত ওই দোকানটারই বিজ্ঞাপন পড়িতে তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

খানিক পরে ভিতরে চোখ আনিতেই সে দেখিল অধর একাগ্র দৃষ্টিতে

তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। অধর চকিতে খবরের কাগজে দৃষ্টি নামাইয়া নিল। এমন ভাবে নিল যে বিমলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। প্রথম দিন শান্তাকে চুরি করিয়া দেখিতে দেখিতে চোখোচোখি হওয়া মাত্র এমনি চকিতে সে দৃষ্টি সরাইয়া নিয়াছিল।

বিমলের মনে হইল, শান্তার স্বামীর সর্ব্বাপেক্ষা গোপন একটা পরিচয় সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। ওর মধ্যে একটা দুর্ব্বলতা আছে, একটা অসামঞ্জস্য আছে। আজ অতর্কিতে ধরা পড়িয়া গেল। বর্ম্ম ভেদ করিয়া নেপথ্যের এই দুর্ব্বোধ অসংযমকে জীবনে হয়ত আর আবিষ্কার করা যাইবে না কিন্তু ইহার অস্তিত্বে কখনো সন্দেহ করাও আর চলিবে না। কাল হোক পরশু হোক আবার যখন ইহার সঙ্গে দেখা হইবে, মনে পড়িয়া যাইবে যে এ লোকটা খাঁটি লোহা দিয়া তৈরী নয়।

অনেক মাথা ঘামাইয়া বিমল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল 'আপনাদের ঠাকুর পালিয়েছিল, ঠাকুর পেয়েছেন?'

জীবনে যেন এই প্রথম বিমলের মুখের দিকে চাহিল এমনি নির্ব্বিকার দৃষ্টি চোখে আনিয়া অধর বলিল 'ঠাকুর পালিয়েছিল দশ বারো দিন আগে, এত দিনেও একটা ঠাকুর পাবনা?' অর্থাৎ, তুমি একটা গাধার মত প্রশ্ন করিয়াছ।

বিমল আহত লজ্জার অভিনয় করিয়া নার্ভাস হইয়া বলিল 'না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

খবরের কাগজে চোখ নামাইয়া অধর বলিল 'হ্যাঁ, ঠাকুর পেয়েছি। একদিনের বেশী শান্তাকে কষ্ট করে রাঁধতে হয়নি।'

এবার আর বিমলকে নার্ভাস হওয়ার অভিনয় করিতে হইল না। অধরের যে দুর্ব্বলতার পরিচয়ই সে আবিষ্কার করিয়া থাক, অধর ভিন্ন একথা আর কেউ বলিতে পারিত না। এ কথার জবাব আছে, কিন্তু

অধরের চেয়ে ভয়ানক লোক না হইলে সে কথা অধরের সামনে মুখ দিয়া বাহির করার ক্ষমতা আর কাহারো নাই।

বিমল মনে মনে বলিতে লাগিল, 'আপনার স্ত্রী চমৎকার রান্না করেন। সেদিনের নেমন্তন্নের কথা অনেক কাল মনে থাকবে। মাংস যা হয়েছিল, অমৃত!'

বিমলের দিকে চাহিয়া অধর বলিল 'ঠাট্টা করছেন?'

মনে মনেও বিমল এবার আর কিছু বলিতে পারিল না।

অথচ প্রমীলা অধরকে গ্রাহ্য করে না, বিমলের চেয়ে সে তো আরও কত বেশী ভীরু। বরং প্রমীলা উপস্থিত থাকিলে অধরের দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসে। মনে হয়, গাঢ় অন্ধকার হইতে সদ্য বাহির হইয়া আসিয়া আলো তার চোখে সহিতেছে না।

প্রমীলা বলে 'অধরবাবু, আপনার মুখে একটা মিষ্টি কথা আজ পর্য্যন্ত শুনলাম না। কথা বললেই মনে হয় ধম্‌কাচ্ছেন। আপনার ধমক গ্রাহ্য করে কে?'

কথাটা সে পরিহাস করিয়াই বলে, শান্তার সঙ্গে পাতানো সম্পর্কের হিসাবে অধরকে ঠাট্টা করিবার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু বিমলের মনে হয় সুস্পষ্ট পরিহাসটীর মধ্যে এমন একটী প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে যাহা তীক্ষ্ণ ও উদ্ধত। অধর যেন সেটুকু বুঝিতে পারে কিন্তু বুঝিতে পারার কোন লক্ষণ দেখায় না, এই মাত্র।

প্রমীলা আরও অনেক কিছু বলে। বলে 'ওসব আপনি বুঝবেন না, সব লোকে যদি সব জিনিষ বুঝতে পারত তবে আর ভাবনা ছিল না।'

এমন করিয়া সে কেন বলে কে জানে, অধরের উপর তার রাগের কারণটা দুর্জ্জ্ঞেয়। বোধ হয় শান্তা তাহাকে কিছু বলিয়াছে। কিন্তু স্বামীর বিরুদ্ধে পরের কাছে কিছু বলিবার মেয়ে শান্তা নয়। তবে হয়ত

প্রমীলা নিজেই কিছু অনুমান করিয়াছে। কিন্তু ও বিষয়ে বিমলের জ্ঞান খুব কম। জ্ঞান সঞ্চয়ের ইচ্ছাও তার নাই। যাকে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভয় করে প্রমীলা তাকে ও ভাবে তুচ্ছ করিয়া দেয় কি করিয়া বুঝিতে চাওয়ার মধ্যেই যেন নিজের বেশী রকম দুর্ব্বলতা আছে, এমনি ভাবে বিমল কৌতূহলটা চাপিয়া রাখে।

অধরের পিচের লাঠিটা নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। সেটি তুলিয়া অধরের দুই হাঁটুর ফাঁকে ঠেস দিয়া রাখিয়া বিমল আবার বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শান্তার কাছে অধর বিমলের খুব প্রশংসা করে। বলে 'ছেলেটী ভাল। একটু উদ্ধত, কিন্তু এ বয়সে মিন্‌মিনে হওয়ার চে[illegible] একটু তেজ থাকা মন্দ নয়।'

শান্তা এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করে না।

অধর আরও বলে :

'ওর সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে। অনেক ধারণা বদলে দেয়। আমি হেন লোক, ওর সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করে আমার পর্য্যন্ত মনে হয় কবিতা লেখাটা নেহাৎ বাজে কাজ নয়।'

বলিয়া সে জোর করিয়া হাসে। এমন উৎকট হা[illegible] সে হাসে যে মনে হয় বিমল যে কবি আর সে যে কবি নয় এই কথাটা শুধু নিজের হাসি দিয়াই সে প্রমাণ করিতে চায়; কথা-প্রসঙ্গে যে—বিমল শান্তার মনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তার সঙ্গে শান্তা তাহার তুলনা করুক এ ইচ্ছা সে যেন রাখে। বিমলের শান্ত হাসিটী অধরের মনে আছে। ও হাসির সঙ্গে শান্তার পরিচয় যে আরও ঘনিষ্ট এও সে জানে।

আজ সন্ধ্য সন্ধ্য ট্রামে বিমলের সঙ্গে কলহ করিয়া আসিয়া সে একান্ত নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল। মুখে তাহার বিরক্তির রেখাটী নাই। শোবার ঘরে ঢুকিয়া শান্তার চমকও সে নির্ব্বিকারভাবেই চাহিয়া দেখিল।

শান্তা খাতায় নিবিষ্টচিত্তে লিখিতেছিল।

'কি লিখছ? কবিতা?'

'না।'

'ধোপার হিসাব?'

'না। এমনি হিজিবিজি কাটছি।'

'ওটা কবিতা লেখার প্রথম অবস্থা। হিজিবিজি কাটা দেখতে চাই না, কবিতা লিখতে আরম্ভ করলে দেখাইও। দেখাবে তো? জামা খুলিয়া সে দেয়ালে বসানো কাঠের আঙ্গুলে ঝুলাইয়া দিল। লোমশ বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল 'কথা বলছ না যে? বোবা হয়ে গেলে নাকি? না, ভাব লেগেছে?'

'কি বলব?'

'কবিতা লিখলে আমায় দেখাবে?'

'কবিতা লিখব কেন?'

'লিখবে না?' অধর আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তারপর হাসিয়া বলিল 'সেই ভাল। লিখো না। ও রোগের চিকিৎসা নেই।'

শান্তার পাশেই সে বসিল। ডান পা টী নাচাইতে আরম্ভ করিয়া বলিল 'তার চেয়ে বরং নতুন নতুন রান্না শিখো, বেনামী খাবার কোরো, সুনাম হ'বে। আজ একজনের কাছে তোমার যা প্রশংসা করে এলাম!'

অধর নিজে নিজেই খুসী হইয়া উঠিল। থপ্ করিয়া শান্তার একটী হাত টানিয়া নিয়া উন্টাইয়া পান্টাইয়া দেখিয়া বলিল 'অমৃত তৈরী করার

মতই হাত বটে। তোমার সর্ব্বাঙ্গ যদি তোমার হাত দুটীর মত হ'ত শান্তা তোমাকে পাহারা দিতেই আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত !'

অধর মাঝে মাঝে অল্প পরিমাণে মদ খায়। কিন্তু শান্তা জানে তাহাতে অধরের দেহ মনের জড়তাই শুধু কাটিয়া যায়, কখনো নেশা হয় না। অধরের আজ এমন চপলতা কেন? সঙ্গত নয়, তবু শান্তার ভয় করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ সে কথা বলে নাই। ক'নে বৌও সে নয় যে চুপ করিয়া স্বামীর আদর ভোগ করিবে।

একটু হাসিয়া এবার শান্তাকে বলিতে হইল 'আজ যে তুমি এত কথা বলছ?'

'কখন বললাম?'

'এইতো বললে। এত কথা বলছ কেন জিজ্ঞেস করলে অন্যদিন তুমি জবাবই দিতে না।'

অধর সহসা কথা বলিল না। প্রথমে হাসি এবং তারপর পা নাচানো বন্ধ করিল। তারপর শান্তার কাঁধে হাত রাখিল। তার মুখখানা বিষণ্ণ হইয়াছে।

কিসের ভূমিকা? শান্তা বিবর্ণ হইয়া গেল।

'কথার জবাব না দিলে তোমার রাগ হয় নাকি?'

কয়েকমুহূর্ত্তেই শান্তা অভিভূতা হইয়া গিয়াছিল। এই লোকটীর উগ্র ব্যক্তিত্ব যখন এমন মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া এত নিকটস্থ হয় তখন মাথা ঠিক রাখা শক্ত। মনে হয়, পৃথিবীর আর সব মানুষ এর আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। কোনমতে ঘাড় নাড়িয়া শান্তা বলিল 'না। রাগ কেন হবে?'

অধর আহত হইয়া বলিল 'রাগ হয় না? আমি কথার জবাব না দিলে তোমার রাগ হয় না?'

শান্তা তাড়াতাড়ি বলিল 'রাগ হয় না—দুঃখ হয়।'

অধর তাহাকে কাছে টানিয়া নিল। শান্তার কাছে এখনই সে যেন তার সমস্ত অনাদর অবহেলার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতে গিয়া ভগ্নকণ্ঠে চুপ করিয়া যাইবে। তার মুখ দেখিয়া শান্তার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

যদি সত্যই দুঃখ প্রকাশ করে, ক্ষমা চায়? যদি বলে, 'তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি, আমি কি শাস্তা? আর আমি অমন করব না। আমায় তুমি ক্ষমা কর।' সে তখন কি করিবে? অনুতপ্ত স্বামীকে কি বলিবে?

অধর হঠাৎ কিছু বলিল না। অনেক কিছু বলিবার ইচ্ছা তাহার ছিল কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য তাহার অভিনয় মাথা ছাড়িয়া হৃদয়ে স্থানান্তরিত হইয়া যাওয়ায় সে মুখ খুলিতে পারিল না।

এ ভয় অধরের ছিল। হঠাৎ একদিন হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়া কাছে টানিতে গেলে মানুষ আরও দূরে পালায় বটে অন্য আকর্ষণটার আরও কাছে সরিয়া যায় বটে, কিন্তু অবস্থা বিশেষে ওভাবে টানিতে যাওয়াটা মাঝে মাঝে বিপজ্জনক হইয়াও দাঁড়ায়। শান্তা এত ভীরু, এত ক্ষীণ তাহার গ্রহণ করিবার সামর্থ্য যে ওর কাছাকাছি আসিয়া ওকে ভয় দেখানো যেমন কঠিন, হঠাৎ বন্যার মত মমতা ঢালিয়া দিয়া ওর নেওয়ার শক্তিটুকুকে পঙ্গু করাও তেমনি কঠিন। প্রথম মানুষ খুন করিতে যাওয়ার মত কোথায় যেন বাধিয়া যায়। মনে হয়, আজ থাক, আর একদিন দেখা যাইবে। তাড়াতাড়ির কি আছে?

কিন্তু থামবার উপায় ছিল না কারণ তার কোন মানে হয় না। অধর বারকয়েক শান্তার কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল 'আচ্ছা, আর কখনো তোমায় দুঃখ দেব না।'

একথা বলা চলে। আজ রাত্রিটা কাটিলে একথার আর কোন মানে থাকিবে না।

রাত্রে শান্তা চোখের পাতা বুজিতে পারিল না। রাত্রি একটা পর্য্যন্ত বিমলের ঘরে আলো জ্বলিতেছে বোঝা গিয়াছিল, বন্ধ জানালার একটা ফাঁক দিয়া বিমলের আলো সূক্ষ্ম রেখার মত এ ঘরে প্রবেশ করে, শান্তার মনে হয় আলোক রেখার অন্য প্রান্তে বিমল চোখ রাখিয়া বসিয়া আছে। প্রতি রাত্রেই মনে হয়। বিমল যতক্ষণ আলো জ্বালাইয়া রাখে শান্তা ঘুমাইতে পারে না। একদিন কাগজ দিয়া সে জানালার ফুটাটা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই।

অধর বলিয়াছিল 'কি করছ?'

'বাইরে যাব।'

'জান্‌লা দিয়ে বাইরে যেতে পারবে না। ওতে শিক বসানো আছে।'

'এটা দরজা নয়? ওমা, তাই তো! ঘুমের চোখে কোন্‌দিকে এসেছি।'

'আলো জ্বাললেই হয়।......যেদিন ঘুম আসবে না বাইরে গিয়ে বসে থেকো। আমাকে সারাদিন খাটতে হয়।'

একটু পরে: 'না খাটলে, হাওয়া দিয়ে পেট ভরাতে হ'বে, বুঝলে? সে ক্ষমতা থাকলেও বরং বোঝা যেত।'

আজ বিমলের ঘরে আলো নিভিয়া গেলেও শান্তা ঘুমাইতে পারিল না। কিছুদিন হইতে তার মনে হইতেছিল তারই চারদিকে কি যেন একটা চক্রান্ত গড়িয়া উঠিতেছে, জীবনে এমন কতগুলি ছোট-বড় ঘটনা জমা হইয়াছে, যার মানে বোঝা যায় না। বিমলের আকর্ষণটা সে খানিক খানিক বুঝিতে পারে এবং বিশ্বাস করে ও তার নিজের রচনা, কিন্তু বিমলের দিকে তাহাকে এমন করিয়া ঠেলিয়া দিতেছে কিসে? যেখানে সে থামিতে চাহিয়াছিল সেখানে থামিতে পারে নাই, যেখানে আসিলে ভয়ের কথা সেইখানে আগাইয়া আসিয়াছে,—বিপদের মধ্যে, অনিশ্চয়তার মধ্যে, যে

কোন সাংঘাতিক সম্ভাবনার মধ্যে। বিমলের চোখের ভাষা যে কোনদিন মুখর হইয়া উঠিতে পারে। কাল—

কালের ব্যাপারটা সত্যই ভাল নয়—যদিও তখন খুব ভাল লাগিয়াছিল। জানেন, এই কালি আর আমার বুকের রক্তে কোন তফাৎ নেই। এই দিয়ে আমি কবিতা লিখি।' বলিয়া কলমের গোড়ায় কালি নিয়া বিমল তাহার হাতের তালুতে মাখাইয়া দিয়াছিল।

হাতের তালুতে কালি মাখাইতে গিয়া বিমল এত জোরে তাহার হাত ধরিয়াছিল যে আর কেহ সেভাবে ধরিলে শান্তার ব্যথা লাগিত।

যদিও পরিহাস নয়, তবু সেটুকু পরিহাসের পর্য্যায়ে ফেলা যায়। কিন্তু তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া হাত ধুইয়া দেওয়ার মধ্যে পরিহাসের লেশমাত্র ছিল না। সে কোন প্রতিবাদ কাণে তুলিল না, তার শিহরিত লজ্জা অগ্রাহ্য করিল, রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া নিজের চোখ দুটীকে স্পষ্টই মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। হাত যে ছিনাইয়া নিতে পারে না তার হাত নিয়া কি অমন খেলা খেলিতে হয়? প্রমীলা উপস্থিত না থাকিলে দুঃখে অভিমানে সে কাঁদিয়া ফেলিত। হয়ত কাঁদিত না। কিন্তু সত্যই তার কান্না পাইয়াছিল।

বিমলের এই দস্যুতাটুকু খুবই তুচ্ছ, কিন্তু ক'দিন সে এমন দস্যুতাতে তুষ্ট থাকিবে? হাতে কালি ঢালার ছলনার আড়ালে সে হাত ধরিতে চায় ধরুক, শান্তা বারণ করিবে না, বারণ করিতে চাহেও না। কিন্তু কালি না ঢালিয়াই সে যখন হাত ধরিতে চাইবে?

ওদিকের বিছানায় অধর নাক ডাকাইতেছে। এদিকের বিছানা ছাড়িয়া শান্তা উঠিল। বাস্তবিক তার শরীরটাই জ্বালা করিতেছে। নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া সে ছাদে চলিয়া গেল। আজ তার ভূতের ভয় কমিয়া গিয়াছে।

বিমলকে সে সামলাইতে পারিত, দুটী বাতায়নের সীমা বজায়

রাখিতে না পারিলেও হাত নিয়া খেলা করিবার আগে হাতে কালি ঢালার ছলনা কোনদিন ঘুচিতে দিত না। কিন্তু যে অদৃশ্য শত্রু তাহাকে বিমলের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে তার সঙ্গে সে রফা করিবে কেমন করিয়া! কতদিন সে বিমলের কাছে ছুটিয়া গিয়াছে—কেন গিয়াছে না জানিয়া। ইহার সঙ্গে লড়াই চলে না।

একেবারে খল ছাড়িয়া দিবে কিনা এত রাত্রে ছাদে দাঁড়াইয়া শান্তা তাহাই ভাবিতে লাগিল। আর বিছানায় মট্‌কা মারিয়া পড়িয়া থাকিয়া অধর ভাবিতে লাগিল, রাত-দুপুরে ছাদে যাইতে শিখিয়াছে, ঘরে দম আটকায়। আর বেশী দেরী নাই।

সোজা কথায়, অধরের মত মানুষও ধৈর্য্য হারাইতেছিল। পাপের নেশা হইয়াছে অথচ পাপ করিতেছে না এ ব্যাপার তাহায় ধারণাতীত। প্রেমের বিকাশ হইতেই যে এত সময় লাগে এটা তার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য্য ঠেকিতেছিল। কল্পনার, মাধুর্য্যের, মন দিয়া মন চেনার আনন্দের বাধা যে আর সব বাধার চেয়ে বড় এ অভিজ্ঞতা অধরের ছিল না। ফুলের দাম যার কাছে নাই তার কাছে পুষ্পমাল্যের সুতাটা অবশ্যই লোহার শিকলের চেয়ে শক্ত নয়।

তা'ছাড়া, ফুল যে একদিনে শুকায় এ সত্যটাও পৃথিবীর অনেকের কাছে বড়। যেন, ফুল শুকাইলে সেটা আর কিছু হইয়া যায়!

সকালে ঝিকে দিয়া অধর বিমলের কাছে শান্তার চায়ের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া দিল,—প্রমীলাও যেন অবশ্য আসে।

রাত-জাগা মাথা-ধরা নিয়া শান্তা চুপ করিয়া রহিল।

আসিল বিমল একা প্রমীলা রান্না করিতেছে।

অধর বলিল, 'আসুন, আসুন। সকালে উঠে কবি-মুখ দর্শন হ'ল দিনটা ভাল যাবে।'

বিমল ভাবিয়া আসিয়াছিল, অধর বাড়ী নাই। অধর বাড়ী থাকিতেই শান্তা তাহাকে চা-পানের জন্য ডাকিয়া পাঠাইবে এমন আশঙ্কা সে করে নাই। অধরের অভ্যর্থনায় একমুহূর্ত্তে তাহার বিরক্তির সীমা রহিল না।

শান্তা আজও লালপোড় সাড়ী পরিয়াছে। পাড়ের রঙ এত ঘন যে মাথার কাপড়ে প্রতিফলিত আলোয় তাহার মুখে লালিমার আভা পড়িয়াছে।

বিমল নিঃশব্দে বসিল।

শান্তা জিজ্ঞাসা করিল 'মিলি এলো না?'

'মিলি রাঁধছে।'

অধর বলিল 'বোন রাঁধছে, ভাই তাই একাই এলেন।'

নিমন্ত্রিতের প্রতি এ কেমন মন্তব্য? সকালে কবি-মুখ দেখার কথাটা ঠাট্টা, কিন্তু এটা? শান্তা ভীতা হইয়া উঠিল। কাল পর্য্যন্ত অধর বিমলের কত প্রশংসা করিয়াছে, আজ সে সেই প্রশংসিত ব্যক্তিটীকে সামনা-সামনি অপমান করিবে নাকি? বিমলের মুখ দেখিয়া শান্তার বুক মমতায় ভরিয়া গেল। ও জবাব দিতেও পারবে না, অপমান সহিতেও পারিবে না। এমন কিছু বলিবে অথবা করিবে যে হাসিয়া উঠিয়া অধর তাহাকে অপদস্তের একশেষ করিয়া ছাড়িবে। এমন অনুচিত এমন অবান্তর এবং ধরিতে গেলে এমন হাস্যকর কটু কথা যে বলিতে পারে তার সঙ্গে বিমল পারিয়া উঠিবে কেন?

অধর একাগ্র দৃষ্টিতে শান্তার মুখের দিকে চাহিয়াছিল,—ওর বুকে সে মমতার চাষ করিয়াছে, নিজের জন্য নয় পরের জন্য। অধরের চোখে একবার পলক পড়িল না। নদীর পাশে আগ্নেয়গিরির ছবি সে দেখিয়াছে,

অমনি একটী স্থানে শেষ জীবনে তাহাকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে; শান্তাকে স্মরণ করিয়া একবার জলে ডুবিবে, প্রমীলাকে স্মরণ করিয়া একবার আগুনে পুড়িবে,—জীবনের সেই হইবে জপ আর তপ। কিন্তু এখন আত্মসম্বরণ করিতেই মাঝে মাঝে যেন নিঃশ্বাস আটকাইয়া আসে। বিমল দারুণ অপমান বোধ করিয়াছিল। কিন্তু শান্তভাবেই সে বলিল 'আমার আসা অন্যায় হয়ে গেছে।'

অধর দুঃখিত হইয়া বলিল 'রাগ করলেন? আমি কিছু ভেবে কথাটা বলিনি। প্রমীলা রাঁধবে বৈকি—নিশ্চয় রাঁধবে।'

'নিশ্চয় রাঁধবে মানে?'

'রাঁধবে না?' অধর আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মুস্কিল এই যে পাথরে কিল মারিলে হাতেই লাগে, পাথরের কিছু হয় না অধর যে তাকে তুলার মত ধুনিয়া বাতাসে উড়াইয়া দিতে পারে বিমল তাহা জানিত—লড়াই বাঁধার আগেই সে হারিয়া আছে। উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার সামর্থ্যটুকু সংগ্রহ করিবার জন্যই সে কয়েকমুহূর্ত্ত বসিয়া রহিল।

অধর খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে এই প্রথম তুমি সম্বোধন করিয়া কথা কহিল।

'সত্যি রাগ করেছ নাকি বিমল? ছ্যাখো দিকি ছেলে মানুষী! পাতানো জামাইবাবু বলে কি আমার ঠাট্টারও খারাপ মানে করতে হয়?'

হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল 'না হয়, আর ঠাট্টা করবই না। হাতজোড় করে ক্ষমা চাচ্ছি।'

বিমলের বদলে শান্তাই এবার চলিয়া গেল। অধর তার চোখের কোণে জল দেখিয়াছে।

বিমল উঠিবার চেষ্টা করিল না, রাগের লক্ষণও দেখাইল না। চায়ের কাপটা তুলিয়া নিয়া ছোট ছোট দুটী চুমুক দিয়া মৃদুস্বরে বলিল 'নিজে

নিজে কুস্তি করে হাঁপান কেন? নিজের সঙ্গে কুস্তি করে হাঁপাতে নেই, লোকের হাসি পায়।'

অধর স্মিতমুখে বলিল 'একজন কিন্তু কাঁদবার উপক্রম করেছিল।'

'কে? ডলি?' বিমল মাথা নাড়িল 'হাসি চাপতে না পেরে পালিয়ে গেলেন। আমাকে ছেলেমানুষ বানাতে চেয়ে নিজে আপনি এমন ছেলে-মানুষ বনেছেন যে-বুঝতে পারলে আপনার হাসি আসত।'

অধর বলিল 'তা ঠিক। আমি ভারি বোকা। বুঝতে না পেরে চোরের হাতে আমি সর্ব্বস্ব তুলে দিতে পারি।' সে একটু হাসিল, 'একটু একটু করে কেউ যদি আমার সর্ব্বস্ব চুরি করে, চেয়ে দেখেও বুঝতে পারি না কি ব্যাপার চলছে। সব চুরি হয়ে গেলে ছেলেমানুষের মত—ছেলেমানুষের মত কি করি বলত?'

বিমল সভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অধর হার মানিয়াছে এবং নিরুপায়ের মত তার ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়াছে। এই কারণেই ইহাকে হারাইতে বিমলের ভয় করে, আগেই সে হার মানিয়া রাখে। হার মানিলেই ও শান্তাকে শিখণ্ডীর মত সামনে ধরিয়া জিতিতে চাইবে।

বিমল চলিয়া গেলে উপরের ছোট ঘরখানায় শান্তাকে আবিষ্কার করিয়া অধর প্রশ্ন করিল 'আমায় অপমান করে উঠে এলে যে?'

শান্তা ডাল বাছিতেছিল। হঠাৎ অধরের পায়ে ধরিয়া তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল 'আমায় মাপ কর। আর কখ্খনো আমি এমন করব না।'

অধর থতমত খাইয়া গেল। এও কি অভিনয় শিখিয়াছে?

তবু, অবস্থাবিশেষে সমস্তই মানিয়া নিতে হয়। যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা কেন ঘটিল বলিয়া আপশোষ করে বোকা। ঘটনা ঘটিবার পর

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাহারই হিসাব করিয়া বুদ্ধিমানে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে।

অধর তিনদিন অসুখের ছুতায় আপিস কামাই করিল। শান্তাকে কাজ করিতে দিল না, চোখের আড়াল হইতে দিল না, হারানো ভালবাসার মত সর্ব্বদা বুকে করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল।

সহসা সে অসাধারণ স্ত্রৈণ হইয়া পড়িল। সকালবেলাই বলে 'এসো, গান শিখবে।'

'এখন ?'

'এসো, লক্ষ্মী।'

শান্তাকে সে লক্ষ্মী বলে ! লক্ষ্মী !

অধর ভাল গান জানে, প্রথম বয়সে যথেষ্ট সঙ্গীতচর্চ্চা করিয়াছিল। মনে করিয়া করিয়া শান্তাকে সে ভৈরবী শেখায়, মালকোষের নমুনা দেখায়, দরবারী কানাড়া যে মেয়েদের গলায় কেন মিষ্টি শোনায় না বুঝাইয়া দেয়। চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া শান্তার গলা চিরিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।

তখন অধর বলে 'এবার একটা বাংলা গান গাও।'

শান্তা প্রাণপণে বহু পুরাতন বাংলা গান ধরে, অধর মন দিয়া শোনে। এ বাড়ীতে হঠাৎ গান-বাজনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া ও বাড়ীতে প্রমীলা বিস্মিত হয়, বিমলের দুর্ভাবনার সীমা থাকে না।

দুপুরবেলা তাহারা দাবা খেলে। দাবা খেলায় শান্তা কম যায় না। মামার সঙ্গে এ খেলা সে বহু খেলিয়াছে, চাল জানে। মন্ত্রী দিয়া অধরের রাজার সম্মুখস্থ গজকে চাপিয়া রাখিয়া গজের মুখে ঘোড়ার কিস্তি দিয়া সে-ভুল চাল দেওয়ার ভাণ করে এবং নিজের মন্ত্রী দিয়া অধর তার ঘোড়াটাকে হত্যা করিলে কোথা হইতে একটা গজ টানিয়া অধরের নৌকা তুলিয়া নেয়।

বলে 'ফেরত নেবে ?'

অধর মাথা নাড়ে—'না।'

তখন শান্তা বুঝিতে পারে নৌকা দেওয়া অধরের খেলা মাত্র—দান। ঘোড়ার টোপটী সে ইচ্ছা করিয়াই গিলিয়াছে তবু সে আশায় আশায় বলে 'সর্ব্বনাশ ! তুমি ও বড়েটা ঠেলে দিলেই গেছি।'

অধর বড়ে ঠেলিয়া দেয় না। মন্ত্রীকে অন্যঘরে নিয়া গিয়া বলে 'বড়ে ঠেললে কিছু হয় না। এবার সামলাও দেখি ?'

শান্তা আক্রমণ সামলায়, কান্নাও সামলায়। তার হাঁপ ধরিয়া গিয়াছে। দিবারাত্রি এ ভাবে মানুষ সাইকলজির উপন্যাস রচনা করিতে পারে ? কিছুই সহজ নয়, সাধারণ নয়, প্রত্যেকটী কাজের গোপন অর্থ আছে, গোপন উদ্দেশ্য আছে। মুখের 'হাঁ' শুনিয়া মনের 'না'কে সে আর কত আবিষ্কার করিবে ? খেলার হার জিত নিয়া পর্য্যন্ত উত্তেজিত হইতে পারিবে না তাহার একি শাস্তি !

বিমল এরকম করিত না। ইচ্ছা করিয়া তাকে জিতাইয়া দিলেও এমন ভাবে দিত যে ইচ্ছা কলিলে সে খুসীও হইতে পারিত আবার ইচ্ছা করিলে রাগ করিয়া দাবার ছক উল্টাইয়া দিয়া বলিতে পারিত, চাইনে খেলিতে। একটা নৌকা দান করিতে অধর কত কায়দা করে ! হারিলে সে যেন কাঁদিবে। তাই কৌশলে অধর কান্না নিবারণ করিল।

স্বামীকে সহসা শান্তার দয়ার বৈজ্ঞানিকের মত লাগিল। দয়া করার ভয়ানক ভয়ানক পন্থা যে আবিষ্কার করিয়াছে।

শান্তা মনে মনে ঠিক করিয়া রাখে, বিমলের সঙ্গে একদিন দাবা খেলিবে। জিতিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে বিমলকে দিয়া এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া নিয়া।

বলিবে 'সত্যি,ঠাট্টা নয়। আমাকে একবার ভদ্রলোকের মত হারতে দিন।'

বিকালে অধর বলে 'চলো বায়স্কোপে যাই।'

'আজ? আজ আমার মাথা ধরেছে।'

'চলো, লক্ষ্মী। আজ বায়স্কোপ দেখে আসি, কাল থিয়েটারে যাব।'

শান্তা বায়স্কোপ যাওয়ার জন্য কাপড় পরিতে পরিতে ভাবে, কাল থিয়েটার দেখিয়া আসিয়া পরশু ও যদি বলে, চলো দার্জ্জিলিং বেড়িয়ে আসি? ফিরবার সময় অজন্তা হয়ে তিব্বত ঘুরে আসব?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নগেনের লক্ষ্ণৌ যাওয়ার খবরটা প্রমীলা এমন ভাবে গ্রহণ করিল যে বিমল ভাবনায় পড়িয়া গেল। লাবণ্যের কথা উল্লেখ করিয়া সে একটা হাসির কথা বলিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না।

শুধু বলিল 'লাবণ্যকে শেষপর্য্যন্ত নগেনদা'র পছন্দ হবে এটা তুই ভাবতে পেরেছিলি?'

প্রমীলা মাথা না নাড়িয়াই বলিল 'না'।

'আমিও পারিনি।'

যেন প্রমীলার না ভাবার চেয়ে তার না-ভাবাটাই বেশী বিস্ময়ের।

পাশের বাড়ীর উঠানে প্রকাণ্ড একটা নিমগাছ আছে, উপরের অংশটা এ বাড়ী হইতে নজরে পড়ে। প্রমীলা সেদিকে চাহিয়াছিল কারণ বিমল তাহার মুখের ভাবপরিবর্ত্তন দেখিতেছে। বিমল বিশেষ কিছু অনুমান করিতে পারিবে এ ভয় প্রমীলার নাই, তবু পূরামাত্রায় আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। লাবণ্যদের সঙ্গে অসময়ে লক্ষ্ণৌ যাইতেছে শুনিয়া তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিয়াছে একথা জানিতে পারিলে নগেন নিশ্চয় হাসিবে। ভাবিবে, ওরা সবাই সমান।

নরনারীর সম্পর্কটা কেবলি অবস্থাগত করিয়া রাখিতে চায়। না, নগেন যদি একা লাবণ্যকে সঙ্গে নিয়া লক্ষ্ণৌ ঘুরিয়া আসে তাহাতেও তার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিবার অধিকার নাই।

অন্ততঃ নগেনের সঙ্গে তাহার ওরকম কড়ারই হইয়াছে। দু'মাস ধরিয়া সে যে আসা যাওয়া কমাইয়াছে, গত একমাসের মধ্যে সে যে একবার খবর নেয় নাই তারপর এই যে সে একটা অকথ্য রকমের আধুনিক মেয়ের সঙ্গে বিদেশে চলিল এ সমস্তই তুচ্ছ, এ নিয়া অভিমান চলিবে না।

বিপদের আর অন্ত নাই।

খানিক ঘুরিয়া আসিয়া বিমল বলিল 'এমনও তো হতে পারে যে লাবণ্যই নগেনদা'র পিছনে ছুটছে?'

'আমি তার কি করব?'

বিমল হাসিয়া বলিল 'তোকে কিছু করতে বলছি না' তারপর আবার গম্ভীর হইয়া বলিল 'করলেই বা দোষ কি? নগেনদা বন্ধুমানুষ, ওকে বাঁচানো পাপ নয়।'

প্রমীলা মাথা নাড়িয়া বলিল 'ওসব মরণ যারা চায় তাদের কেউ বাঁচাতে পারে না দাদা।'

'নগেন দা' সেরকম নয়।'

'কিরকম নয়?'

বিমল খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। স্থান ত্যাগ করার আগে সংক্ষেপে বলিয়া গেল 'তুই বড় বেয়াদব।'

পায়ের নীচের মাটির মধ্যে যে দেবী বাস করেন তার নাম ধরিত্রী। বড় সহিষ্ণু তিনি। প্রমীলা যে আজ প্রথম নয় আরও অনেকবার তার আলিঙ্গন কামনা করিয়াছে বিমল তাহা জানিত না।

একদা বিমল একটা আশা করিয়াছিল। নগেন তখন সর্ব্বদা আসা

যাওয়া করিত এবং বেশ বোঝা যাইত প্রমীলাকে সে পছন্দ করে। প্রমীলার মনের ভাবটা বিমলও পরিষ্কার জানিতে পারে নাই, কিন্তু অনেক কিছু সন্দেহ করিবার অবকাশ প্রমীলা তাহাকে দিয়াছিল। তারপর নগেন যখন এ বাড়ীতে আসা প্রায় ছাড়িয়া দিল এবং সেজন্য প্রমীলারও কোন ভাবান্তর দেখা গেল না তখন বিমল মনকে বুঝাইয়াছিল, কথাটা বাজে।

এতদিনের বাজে কথাটা আজ তাকে বিচলিত করিয়াছে।

নগেনের অবহেলা প্রমীলা গ্রাহ্য করে নাই কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। খোঁজ খবর না নেওয়াটাও সব সময় অবহেলার পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। প্রেমের ব্যাপারে কোন্ কাজের পিছনে কি কারণ আছে অনুমান করিবার সাহসও বিমলের নাই।

প্রমীলা রান্না করিতেছিল, বার কয়েক বিমল নিজের চোখে তাহাকে এবং তাহার কাজ করাকে দেখিয়া আসিল। কয়লার উনুন, ধোঁয়া হয় না, ধোঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদিবার উপায় প্রমীলার ছিল না, কিন্তু উনানে ডালের হাঁড়ি চাপাইয়া গালে হাত দিয়া পিঁড়িতে বসিয়া থাকিবার সুযোগ ছিল। তবু বিমল তাহাকে একবারও অন্যমনস্ক অবস্থায় আবিষ্কার করিতে পারিল না। এমন কি সে আজ পাচুর কাণ পর্য্যন্ত মলিয়া দিল। কোন মমতা বোধ করিল না। প্রমথ আজ এক ঘণ্টা আগে আপিস যাইবে ইহার দায়িত্ব যে তার নয়, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে এ কথা ঘোষণা করিতেও তার বাধিল না।

জীর্ণ সিঁড়িটার উপরের ধাপে দাঁড়াইয়া বিমল অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বোনের প্রতিবাদের ভঙ্গীটা লক্ষ্য করিয়া দেখিল।

ক্রুদ্ধা মেয়েটা রান্নাঘরের দরজায় ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া আছে, সামনে এত বড় মেয়েকে মারিতে না পারার জন্য দুঃখিত প্রমথ।

'আমি তার কি করব? আগে বললে না কেন?'

'তুই মর। আগে তুই ভাত চাপাতে পারলি না?'

'না, পারলাম না। আমি গুণে জানব আজ তোমার আগে ভাত চাই ?'

মেয়েটা সত্যই বিদ্রোহ করিবে না কি ? লাবণ্যের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ চলিয়াছে বলিয়া বাপের সঙ্গে কলহ করার মত দুঃসাহসী হইয়া উঠিবে ? প্রমীলার খোঁপা খুলিয়া গিয়াছিল হলুদ মাখা হাত দিয়াই সে খোঁপাটা আট্‌কাইয়া ফেলিল। যেন এ কাজটা শেষ করিয়াই সে ভয়ানক একটা কিছু করিয়া বসিবে।

অনুরূপা আজকাল নাড়াচাড়া করিতে পারে না—ডান পায়ে কি যেন হইয়াছে, হাঁটিতে কষ্ট হয়। তাছাড়া, ছেলে হওয়ার দিনও তাহার ঘনাইয়া আসিল।

ঘরের ভিতর হইতে সে চ্যাঁচাইয়া বলিল 'চুপ কর মিলি, চুপ কর। লজ্জা নেই তোর, বাপের মুখের ওপোর জবাব দিচ্ছিস্ ?'

'জবাব আবার দিচ্ছে কে ?' বলিয়া প্রমীলা রান্না ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। প্রমথ খানিক গর্জ্জন করিল, শেষে

'খেয়ে খেয়ে তেল বেড়েছে,—এবেলা তুই খেতে পাবিনে। একবেলা খেতে না পেলে তেল কমবে। এবেলা তোর খাওয়া বন্ধ,—যদি খাস তো গরুর রক্ত খাস।'

বলিয়া সে স্নান করিতে গেল। চৌবাচ্ছার ধারে দাঁড়াইয়া মেয়েকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল 'খেলেই বা কে দেখতে আসছে ! আমি তো থাকব আপিসে। ও যা মেয়ে, ও গরুর রক্তও খেতে পারে।—চাল চুরি করে খায় !'

প্রমীলার চাল খাওয়ার কথাটা সত্য, তবে ঠিক চুরি করিয়া নয়।

আজকাল আর সকালে আলুভাতে ভাত হয় না, পাঁচু আর তার পেটের বোন অনিলার জন্য দু'পয়সার মুড়ি বরাদ্দ আছে—কি[illegible] সকলের জন্য রাতে যে আটার রুটি হয় বাড়তি থাকিলে তা[illegible]াই খায়। বিমলের জন্য বাড়ীতে জল খাবারের কোন ব্যবস্থা নাই, কিন্তু বাড়ীর বড় ছেলে বলিয়া মাসের প্রথমে জলখাবারের দরুণ তাকে তিনটী টাকা দেওয়া হয়। প্রম[illegible] নিকটস্থ চায়ের দোকানে খবরের কাগজ পড়িতে গিয়া কিছু খাইয়া আসে কি আসে না সে খবর কেহ পায় না।

প্রমীলার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। বিকালে ভাই বোনদের সঙ্গে সে পাউরুটির ভাগ পায়, কিন্তু সকালে তার ক্ষুধার সম্ভাবনাকে কেহ স্বীকার করে না। একদিন কি মনে করিয়া, সম্ভবতঃ কিছু মনে না করিয়াই সে রান্নার চাল একমুষ্টি চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিয়াছিল।

তখন তার স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে—ক্ষুধার দাবী আশ্চর্য্যরকম প্রবল। চাল চিবানোর এক্সপেরিমেণ্টটা সে একদিনে সীমাবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। এবং সেইজন্যই ব্যাপারটা গোপন থাকে নাই [illegible]িনে সকলে মিলিয়া (বিমল বাদ) তার লজ্জার বোঝা এত বাড়াইয়া দিয়াছি[illegible] যে পরদিন তার জন্য মুড়ির ব্যবস্থা হইলেও তার ক্ষুধা পায় নাই, বরং বাটিতে এক পয়সার মুড়ি সামনে নিয়া বসিয়া অপমানে তার চোখে জল আসিয়াছিল।

কিন্তু কাঁদে নাই। প্রমীলা কোনদিন কাঁদে না।

সে না কাঁদুক, প্রমথের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। [illegible]াবের উগ্রতা একেবারে যায় নাই, কিন্তু সকলকে সে যেন আজক[illegible] ভয় করিতে সুরু করিয়াছে—ছেলে মেয়েকে পর্য্যন্ত সে আজকাল সোজাসুজি আঘাত করিতে অস্বস্তি বোধ করে। প্রমীলার একবেলার খাওয়া বন্ধ করিতে সে আজকাল তাই দিব্যি দেয়—পুরাতন অপরাধের কথা তুলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা করে।

আধসিদ্ধ ভাত গিলিয়া আপিস যাওয়ার সময় প্রমথ বলিয়া গেল 'ভাত খাসরে মিলি, বুঝলি ?'

প্রমীলা ঘরের ভিতর ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রমথ চঞ্চল হইয়া উঠিল। মেয়েকে দু'একটা মিষ্টি কথা বলিয়া যাওয়ার প্রেরণাটা এত প্রবল যে না বলিয়া চলিয়া যাইতে পা ওঠে না, অথচ ওরকম অনভ্যস্ত কাজটা সহসা করিয়া ফেলাও যায় না।

খানিক ছট্‌ফট করিয়া প্রমথ হঠাৎ বলিল 'এক গ্লাস জল দে তো।'

প্রমীলা নীরবে জল দিল।

প্রমথ আগেই যথেষ্ট জল পান করিয়াছিল, তবু গেলাসটা অর্দ্ধেকখানি করিয়া ফেলিল।

'ভাত খাস, বুঝলি ?'

বলিয়া আরও স্নেহ প্রকাশ করিয়া ফেলার ভয়ে ডান বগলের কাগজ পত্রের বাণ্ডিলটা কোটের বাঁদিকের পকেটে ঢুকাইবার চেষ্টা করিতে করিতে একরকম পালাইয়া গেল।

প্রমথের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ভাত খাইতে বসিয়া বিমল বোনকে আরও একটু পরীক্ষা করবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল 'তোর মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে ?'

'বাবা চাল চুরির অপবাদ দিয়ে গেল শুনলে না ?'

'বাবার কথায় বুঝি মানুষের মুখ শুকনো হয় ?'

সকালে বিমল প্রমীলার মাকড়ি ফেরত আনিয়াছিল, নগেনের লক্ষ্ণৌ যাওয়ার খবরটা দেওয়ার গোলমালে মাকড়ি দিতে মনে ছিল না। মাকড়ির কথাটা তার মনে পড়িয়া গেল। মাছের ঝোলের আলুর টুকরা কয়টা পাঁচুর পাতে তুলিয়া দিয়া বলিল 'সে তুই ছেলে মানুষ বলে। কেউ যখন কিছু বলে তখন কেন বলেছে সেটা বুঝতে হয়। সেদিন তুই আমায়

মাকড়ি চোর বললি। আমি রাগ করেছিলাম? আমার তোর ওপর তখন অন্যকারণে ভীষণ রাগ হয়েছিল, কি আর করিস তুই, আমায় চোর বলে একটু স্বস্তি পেলি।'

প্রমীলা বলিল 'অন্যকারণে রাগ হয়েছিল মানে?'

বিমল বলিল 'মানে তুই জানিস। যাই হোক, তোর মাকড়ি এনেছি।'

'এনেছ? বাঁচলাম। তোমায় চোর বলার শাস্তি পাওয়ার জন্য মনটা ছট্‌ফট্ করছিল।'

বিমল খুসী হইয়া হাসিল।

প্রমীলা রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল। বিমলকে খানিকটা ডাল আনিয়া দিয়া বলিল 'মানুষ যে তার মুদ্রা দোষ নয় সেটা আমি কিন্তু অনেকদিন থেকে জানি দাদা। হাতে ক'টা টাকা এলেই দুল কিনে দিয়ে শাস্তি আরও বাড়িও না।'

'তোকে দু'ল কিনে দেবার জন্য আমার ঘুম আসছে না।' বলিয়া বিমল অনিলার মাছের কাঁটা বাছিয়া দিতে আরম্ভ করিল।

অধর আজও বাড়ীতে আছে টের পাইয়া দুপুরটা বিমল পাড়ায় তাস খেলিয়া কাটাইয়া আসিল।

'খাস নি, মিলি?'

অন্যদিন প্রমীলার না খাওয়ার সম্ভাবনাটা বিমলের মনে থাকিত না। ভুলিয়া যাওয়ার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটা আজ কি কারণে বন্ধ হইয়াছে।

প্রমীলা ইংরাজী পড়িতেছিল, নগেনের বৌ হইতে গেলে মুখ্যু হইয়া থাকিলে চলিবে কেন? মাথা নাড়িয়া বলিল 'রাত্রে খাব।'

'কাল রাত্রে কটা রুটি খেয়েছিলি?'

মিথ্যা বলিয়া বাহাদুরী করার চেষ্টা প্রমীলা কখনো করে না, সে জন্য

দাদার সহানুভূতি বাড়ানোর অপরাধ যদি হয় তার তাকে নত না করিয়া 'ছুটো।'

'নে, খা।' থাকে এতটুকু ?

চায়ের দোকান হইতে বিমল গোটা তিনেক কেক কিনিয়া আ.

প্রমীলা বিনা বাক্যব্যয়ে কেক তিনটা উদরস্থ করিল, জল খাইয়া 'ছাই 'কি গন্ধ ! পচা ডিম দিয়েছে নাকি ?'

বিমল সান্ত্বনা দিয়া বলিল 'ভয় নেই, মরবি না । আমি ঢের খেয়েছি।'

'এই সব খাও তোমরা ? এই আর্সোলার গন্ধ দেওয়া কেক্ ?'

'কেক্ কে খেলো দিদি ?' পাঁচু খবর নিতে আসিল।

প্রমীলা গম্ভীর হইয়া বলিল 'আমি খেয়েছি। বাবাকে বলে দিবি তো ? বলিস।'

পাঁচু বলিল 'আমায় না দিলে বলে দেব।'

বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া প্রমীলা লজ্জার সঙ্গে হাসিল। বলিল 'সবগুলো খেয়ে ফেল্লাম—একটা রাখা উচিত ছিল। তোকে বিকেলে এনে দেব পাঁচু।'

প্রমীলার কয়েক আনা পয়সা সঞ্চিত আছে।

সে আবার বলিল 'নগেন বাবুদের বাড়ী থেকে আসবার সময় এনে দেব।' এবং এর নাম ডিপ্লোম্যাসী।

বিমল অবাক হইয়া বলিলেন 'নগেনদা'র বাড়ী যাবি নাকি ?'

'যাব। অনেকদিন লক্ষ্মীদি'র সঙ্গে দেখা হয়নি। নিশ্চয় রাগ করেছে।'

লক্ষ্মীদি' ? সে তো শ্বশুরবাড়ী।'

প্রমীলা ঢোঁক গিলিয়া বলিল 'আজ এসেছে।'

'তুই জানিস কি করে ?' জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া বিমল চুপ করিয়া রহিল। লক্ষ্মী আসে নাই, শীঘ্র আসিবেও না এবং প্রমীলা তাহা জানে।

, পাঁচুর ঘাড়ের ম... তুলিতে তুলিতে প্রমীলা
তা দাদা ?'
আমি এখুনি ন...'কে তুলে দিতে ষ্টেসনে যাচ্ছি।'
।। হার মানিল না, সঙ্গে সঙ্গে বলিল 'ষ্টেসন থেকে নিয়ে যেও ?'
'আমার সঙ্গে ষ্টেসনে যাবি ?'
'দোষ কি ?'
কি দুঃসাহসী মেয়ে! বিমল চিন্তিত হইয়া উঠিল। প্রমীলাকে ষ্টেসনে সে নিয়া যাইতে পারে, কিন্তু যাওয়া কি উচিত ? তার পক্ষে, তার বোনের পক্ষে সে কতবড় অপমান!

মানে, একেবারে ষ্টেসনে গিয়া পলাতক প্রেমিককে পাকড়াও করিলে বোন তার কত নীচে নামিয়া যাইবে ? নগেন ভাবিবে এ মেয়ের আত্মসম্মান বোধ নাই। লাবণ্য ভাবিবে : গরীবের মেয়েটা পায়ে পড়িতে আসিয়াছে। আর সর্ব্বক্ষণ সে সচেতন হইয়া থাকিবে যে বোনকে সঙ্গে নিয়া সে স্বার্থের জন্য অম্লান বদনে অকথ্য অপমান সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে সকলে এই কথা ভাবিতেছে। হীন চক্রান্তটা তার এমনি ...িয়া সে বোনের জন্য একটা বর গাঁথিতে চায়।

হয়ত এমন কথাও কারো মনে হইতে পারে যে ...লার কোন দোষ নাই, তাকে জোর করিয়া সেই ষ্টেসনে আনিয়া ফেলি...।

অবশ্য লোকে কি ভাবিবে না ভাবিবে সেটা বড় ... নয়, লোকে অমন অনেক কিছুই ভাবিয়া থাকে। আজ ষ্টেসনে না গিয়া যদি প্রমীলার উপায় না থাকে তবে যাইতেই হইবে ওদের যদি ঝগড়া হইয়া থাকে, শুধু রাগ করিয়াই যদি নগেন লাবণ্যের সঙ্গ নিয়া থাকে, তবে একটা বোঝাপড়ার জন্য ষ্টেসনে যাওয়াও প্রমীলার পক্ষে দোষের নয়—ওটুকু অপমান মানিয়া না নিলে চলিবে না। কিন্তু শুধু ঝগড়ার জন্য নগেন কি তার বোনকে এমন

শাস্তি দিবে? শেষ মুহূর্ত্তে সকলের সামনে তাকে নত না করিয়া ছাড়িবে না?

যে একদিন স্ত্রী হইবে তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা থাকে এতটুকু? বিশেষতঃ নগেনের মত মানুষের?

ওদের মধ্যে ব্যাপারটা যে সহজ নয় প্রমীলার ষ্টেসনে যাওয়ার ইচ্ছাই তার প্রমাণ। সুতরাং দায়িত্ব নগেনের আছে। এ ভাবে গিয়া দেখা করিয়া আসা প্রমীলা যে অপরিহার্য্য মনে করিতেছে এ অবস্থাটা নগেনই সৃষ্টি করিয়াছে। এ তবে তার কেমন ব্যবহার?

বিমল ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে পারিল না। তার মনে হইল, ঝগড়া হয়ত নগেন করে নাই, প্রমীলাকে শাস্তি দিতে হয়ত সে চাহে না, নিছক ঘটনাচক্রেই সে লাবণ্যদের সঙ্গে বিদেশে যাইতেছে; ভয় পাইয়াছে প্রমীলা। নগেন অনেক দিন আসে নাই, তারপর একবার দেখা পর্য্যন্ত না করিয়া একটা ফাজিল অথচ সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দূর দেশে চলিয়াছে, নানা আশঙ্কায় প্রমীলার বুক কাঁপিতেছে। কে কি ভাবিবে, নিজেকে কতখানি সস্তা করিয়া দেওয়া হইবে, অপমানই বা কতখানি জুটিবে এসব ভাবিবার সময় তাহার নাই।

কথাটা ভাবিবার সময় ছিল না। যাইতে হইলে এখনই রওনা হওয়া দরকার। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল 'তুই ষ্টেসনে যাবি কি করে? ফিরে এসে তোকে নগেনদা'র বাড়ী নিয়ে যাব'খন।'

ষ্টেসনে না গিয়া যদি উপায় না থাকে প্রমীলা বারণ শুনিবে না।

প্রমীলা বারণ শুনিল না। বলিল 'না না, তখন সময় হবে না দাদা। ষ্টেসন হয়ে একেবারে চলে যাব? ফিরে এসে আমায় রাঁধতে হবে না?

বিমল বলিল 'তবে কাপড় পরে নে। কিন্তু তোর মন বড় ছোট হয়ে গেছে মিলি।'

প্রমীলা বোধ হয় মনে মনে বলিল 'হো'ক'। কিন্তু মুখে সে কিছুই বলিল না। তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়াইয়া কাপড় বদলাইয়া তৈরী হইয়া নিল।

সমস্ত পথ বিমল একটী কথা বলিল না, বাসের প্রত্যেকটী লোকের মুখে বিমল অন্তরালের মানুষটীকে খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিল। ইহাদের অনেকেরই গৃহ এবং গৃহিণী আছে কিন্তু একটা রোগা আর 'ফর্সা আর কাঁদ' কাঁদ মেয়ের উপস্থিতিতে কি করুণ ওদের আত্মনিগ্রহ!

ষ্টেসনে পৌঁছিয়া বিমল ঘড়ি দেখিল। গাড়ী ছাড়িতে মিনিট পনের বাকী আছে। বলিল 'ওরা গাড়ীতে উঠে বসেছে নিশ্চয়—দাঁড়া প্ল্যাটফর্ম্ম টিকিট কিনি।'

প্রমীলা বলিল 'দাদা শোন। লাবণ্য কি ভাববে?'

'জানি না।'

'হাসবে?'

'নিশ্চয় হাসবে। মুচকে মুচকে হাসবে।'

'আমি যাব না।'

'ব্যস!' বিমলের বিরক্তির সীমা রহিল না।—'তোর মাথায় ছিট আছে নাকি?'

প্রমীলার ফিট হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। ভয়ে ভয়ে সে বলিল 'আমি ওয়েটিং রুমে বসছি, তুমি দেখা করে এসো।'

'যা, মরগে যা।'

অল্প দূরেই মেয়েদের ওয়েটিং রুম প্রমীলা সেখানে ঢুকিয়া পড়িল। দরজার পাশ হইতে চাহিয়া দেখিল, বিমল একটী সিগারেট ধরাইয়াছে এবং চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সিগারেটটা আধখানা পুড়িয়া গেলে বিমল প্ল্যাটফর্ম্ম টিকিট কিনিয়া নগেনকে খুঁজিতে গেল।

একটী সেকেণ্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করা হইয়াছে। লাবণ্যদের পরিবারটী বিশেষ বড় নয়, কিন্তু লাবণ্যর বাবা ভয়ানক মোটা, একাই তিনি গাড়ীখানা ভারাক্রান্ত করিয়াছেন। ফ্রক পরা দুটী ছোট মেয়ে আছে, বছর দশেকের একটী অসুস্থ ছেলে আছে। আর আছে লাবণ্য স্বয়ং। সজনীর জিনিষপত্র গাড়ীতে আছে, কিন্তু সে নিজে অনুপস্থিত। বুকষ্টলের পিছনে চাপা গলায় সে কাকীমার সঙ্গে কলহ করিতেছে।

গাড়ীর মধ্যে এক কোণে বসিয়া নগেন কাগজ পড়িতেছে। লাবণ্যের সঙ্গে তার যেন কোন সম্পর্ক নাই।

লাবণ্যের বাবা কমলবাবু বিশেষ কারণে বিমলকে দেখিতে পারেন না। এখনো তিনি তাহাকে দেখিতে পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখাইলেন না।

লাবণ্য বলিল 'কবি যে!' তারপর গলা খুব নামাইয়া বলিল 'কাকে তুলে দিতে এলে বলত?'

'আমাকে? বিশ্বাস হয় না।'

'রূঢ় কথা শুনতে তোমার এত আগ্রহ কেন? আমি কাউকেই তুলে দিতে আসিনি। নগেনদা'র সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

লাবণ্য বলিল 'তুমি যে দরকারবাদী কবি অনেক দিন তা টের পেয়েছি।'

বিমল ডাকিয়া বলিল 'নগেনদা', একবার নেমে এসো,—কথা আছে।'

নগেন নামিয়া আসিল।

'এসো আমার সঙ্গে' বলিয়া অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে হাত ধরিয়া সে নগেনকে টানিয়া নিয়া চলিল।

'প্রমীলা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

খবরটা এমন অবিশ্বাস্য যে নগেন পর্য্যন্ত কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারিল না। অথচ সকল অবস্থাতে মানানসই কথা বলার মত সহজ কাজ তার কাছে আর কিছুই নয়।

'প্রমীলা এসেছে?'

'হ্যাঁ। ওয়েটিংরুমে বসে আছে!'

'ছ্যাখোদিকি ছেলেমানুষী।' নগেন একটু হাসিল। তার কথার সুরে মনে হইল প্রমীলার ষ্টেসনে আসার মধ্যে ছেলে-মানুষী ভিন্ন সত্য সত্যই আর কিছু নাই।

বিমল তার হাত ছাড়িয়া দিল।

নগেন আবার বলিল 'সকালে একটা খবর পেলে আমিই তোমাদের বাড়ী যেতাম বিমল। এমনিই যেতাম, ভেবেও ছিলাম যাব—সময় পেলাম না। ক'দিন নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পাইনি। তা ছাড়া মনে করলাম, এক মাস পরেই তো ফিরছি—'

বিমল বাধা দিয়া বলিল 'থাক, নগেনদা'।'

নগেন আহত বিস্ময়ে চুপ করিয়া গেল। এমন সুস্পষ্ট পরাজয় জীবনে সে ভোগ করে নাই, এমন আবোল তাবোল কথা বলার মত বিচলিতও হয় নাই। প্রমীলার মত ভীরু সাধারণ মেয়ে যে আকস্মিক দুঃসাহসিকতায় এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিয়া ফেলিতে পারে নগেনের সে ধারণা ছিল না। এ অবস্থাটাকে যে কেমন করিয়া আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় এখনো সে তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই অথচ এখনই তাহাকে প্রমীলার সামনে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তার জীবনে এমন ঘটনা অভূতপূর্ব্ব।

প্রমীলাকে ডাকিয়া দিয়া বিমল বলিল 'তোর কথা ক', আমি চট করে এক কাপ চা খেয়ে আসছি।'

নগেন হাসিয়া বলিল 'ট্রেণ ফেল করে দিও না বিমল।'

'না। ভয় নেই।'

যাওয়ার আগে বিমল শুনিয়া গেল নগেন বলিতেছে 'তোমার রাগ হয়েছে নাকি, মিলি?'

গাড়ী ছাড়িবার দুই মিনিট পূর্ব্বে বিমল ফিরিয়া আসিল। নগেন চলিয়া গিয়াছে। প্রমীলা হাসিমুখে চারিদ্দিকে চাহিয়া তাহাকে খুঁজিতেছে।

ভয়ে এতক্ষণ প্রমীলার লজ্জা ছিল না। এবার দাদাকে দেখিয়া তাহার সমস্ত মুখ লাল হইয়া গেল।

'চল্, বাড়ী যাই।'

'চলো।'

বাড়ী ফেরার সময় সমস্ত পথ বিমল বিরক্ত হইয়া রহিল। এখন আর তাহার কোন সন্দেহ নাই যে সবটাই প্রমীলার ছেলেমানুষী। ওর ক্ষতি হইল না, লাভ হইল কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু মাঝখান হইতে নিজেকে সে অপমানিত করিল, নগেনের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিল। বিমলের মনে হইতে লাগিল, মেয়ে জাতটার মত ছ্যাবলা জাত পৃথিবীতে নাই। এবং নিজেও সে কম বোকা নয়। প্রমীলা নগেনকে ডাকিয়া দিতে বলে নাই। ও বাহাদুরিটা করিবার তার কি দরকার ছিল?

এদিকে বুকষ্টলের পিছনে সজনী ও কাকীমার কলহের শেষ নাই। একা একা বেড়াইতে যাওয়া প্রথম হইতেই সজনীর মনঃপূত হয় নাই, কাকীমা কথাটা পাড়া অবধি ওই নিয়া তাহাদের কথা কাটাকাটি সুরু হইয়াছে। সজনীকে রাজি করানোর জন্য যে কাণ্ডটা কাকীমাকে করিতে হইয়াছে সে শুধু কাকীমাই জানেন বিষ খাওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া পর্য্যন্ত ফল হয় নাই সজনী এতখানি বাঁকিয়া বসিয়াছিল।

'তুমি যাবে না কেন?'

কতবার বলব? দশদিন বাদে দিদিরা আসবে 'আমি এখন কোথাও যেতে পারব না।' 'তবে আমিও পারব না।

'কেন আমার যাওয়া না যাওয়ার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি শুনি?'

তোমার দিদি আসবে ?

'আমার মত বেড়াবার সখ নেই।'

'ছাখো, ভাল হবে না বলছি। নগেনের সঙ্গে যদি তুমি না যাও, আমার যেদিকে চোখ যাবে চলে যাব,—চোখের সামনে এমন করে তুমি অধঃপাতে যাবে এ আমি দেখতে পারব না।' যাবে না? ঠিক করে বল। যাবে না তো ?'

'তুমি যাবে না কেন ?'

একই প্রশ্নের বহু পুনরাবৃত্তিতে কাকীমার এবার রাগ হয়।

'সেটা বোঝো না ? কচি খোকা নাকি ?'

তখন সজনী করুণ সুরে বলে 'আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।'

কাকীমা তৎক্ষণাৎ সুর নরম করেন, ছোট ছেলের মত স্বামীকে বোঝান, আদর করিয়া বলেন 'ছাখো, আজ কত বছর একদিনের জন্য আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। তাইতো আমাদের এত ঝগড়া হচ্ছে। একটা মাস তুমি বাইরে ঘুরে এসো দেখবে আর ঝগড়া হবে না।' বলিয়া একটু হাসেন বিরহের অভাবে আমাদের মিলন যে তিতো হয়ে গেল গো!'

শুনিয়া তখনকার মত অভিভূত হইয়া সজনী বলে 'আচ্ছা, যাব।'

কিন্তু খানিক পরেই বলে, 'ছাখো, এখন গিয়ে বিশেষ কি লাভ হবে ? আর অতলোকের সঙ্গে যেতে আমার ভালও লাগবে না। আমি বরং পূজোর সময় নিজেই যাব।'

তখন আবার গোড়া হইতে সব সুরু হয়। কাকীমা কাঁদেন বলেন 'বুঝেছি, আমি না মরলে তোমার উপায় নেই। আমি না হয় মরবই। তখন তোমার অম্বলের অসুখ হো'ক আর অনিদ্রা রোগ হো'ক আমি দেখতে আসবনা—তোমার যা খুসী কোরো।...তোমার লজ্জা নেই ? বৌ কি মানুষের থাকে না ? হলামই বা বৌ, মেয়েমানুষের আঁচল চাপা হয়ে

থাকতে তোমার মাথা কাটা যায় না? একি! কুড়ে বলে মানুষ এমন কুড়ে হবে?'

ষ্টেসনে আসিয়া সজনী তার মেয়াদ কমাইবার জন্য আব্দার ধরিয়াছে। পরের বাড়ীতে সে একমাস থাকিবে কেমন করিয়া? পরের বাড়ী পনের দিন বড় জোর থাকা যায় তার বেশী নয়।

'আর পনের দিন হোটেলে থেকো।'

'তা হলে মরেই যাব।'

'নগেন তোমার পর? ওতো বাড়ী ভাড়া করবেই—'

'নগেনকে আমি দেখতে পারি না, ও ভয়ানক গম্ভীর। ওর সঙ্গে একমাস এক বাড়ীতে থাকলে আমি ক্ষেপেই যাব।'

কাকীমা সংক্ষেপে বলিলেন 'তাই বরং যেও, কিন্তু এক মাসের মধ্যে ফিরে এসো না। এলে, দিদির সঙ্গে আমি বর্ম্মা চলে যাব।'

সজনী আহত হইয়া বলিল 'আচ্ছা। তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।'

তখন গাড়ী ছাড়ার সময় হইয়াছে। সজনী গট্‌গট্‌ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া ওদিকের আসনে বসিয়া পড়িল।

লাবণ্য বলিল 'কি সজনীবাবু, পরামর্শ শেষ হ'ল?'

কিন্তু সজনী কথা কহিল না। রাগে, দুঃখে, অভিমানে তার চোখে জল আসিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছিল। সে চোর না ডাকাত যে এভাবে ধরিয়া বাঁধিয়া তাকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হইতেছে? নিজের শান্ত নির্জ্জন গৃহে পরিত্যক্ত ঈজিচেয়ারটির জন্য সজনীর মন কেমন করিতে লাগিল। ঘরের আরামপ্রদ কোণটী ছাড়িয়া মানুষের মধ্যে, কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িতে তার যে মাথা ঘোরে, ভয় হয়, অস্বস্তি ও অশান্তির সীমা থাকে না এ কথা সবচেয়ে ভাল করিয়া যে জানে সেই কিনা তার এমন শাস্তির ব্যবস্থা করিল!

শেষমুহূর্তে সজনী মুখ ফিরাইয়া দেখিল অত্যাচারী স্ত্রীটী তাহার প্ল্যাটফর্মে পরিত্যক্তা বিপন্নার মত একাকিনী দাঁড়াইয়া এদিকেই চাহিয়া আছে। সজনীর মনে হইল ওর দু'চোখ জলে ভর্ত্তি।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করামাত্র দরজা খুলিয়া সে টুক্ করিয়া নামিয়া গেল। সলজ্জ হাসির সঙ্গে নগেনকে বলিল 'আমি ক'দিন পরে যাব নগেন। কাল কোর্টে মস্ত একটা মোকদ্দমা আছে—মনে ছিল না।

সজনীর সম্পত্তি আছে সুতরাং সে মোকদ্দমারও অধিকারী।

কাকীমা হাসিবেন না কাঁদিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। গাড়ী বাহির হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

তারপর বলিলেন 'এটা কি করলে?'

সজনী ভীতভাবে চুপ করিয়া রহিল। কি যে করিয়া ফেলিয়াছে সেও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না।

কাকীমা বলিলেন 'চলো বাড়ী যাই। আমার আর মুখ দেখাবার উপায় রাখলে না।'

মুখে একথা বলিলেও মনে মনে তিনি এত খুসী হইয়াছিলেন যে উপভোগে বাধা পড়িবে ভয়ে বিমল ও প্রমীলাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেও ডাকিবার চেষ্টা করিলেন না।

মোটরে বসিয়া ব্রিজ পর্য্যন্ত সজনী কোনরকমে চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল 'বিমল আর ওর বোনকে ষ্টেসনে দেখলাম।'

কাকীমা বলিলেন 'ডাকলে না কেন?'

'এমনি।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্তদিন ছুটি শেষ হইলে অধর আপিসে যাইবে শান্তা এই রকম একটা আশা করিয়াছিল। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হইল না। অধর আরও সাত দিনের ছুটি নিল।

শান্তার বিবর্ণ মুখভাব লক্ষ্য করিয়া সে হাসিয়া বলিল, 'অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এরপর তোমায় ছেড়ে আপিস যেতে কষ্ট হ'বে।' বলিয়া মুখের হাসি আরও ব্যাপক করিয়া যোগ দিল 'এ সাত দিন বাদ দিলেও আর এক মাস ছুটি পাওনা আছে,—আপিস যেতে ইচ্ছা না হয় দেব ঝেড়ে আর একটা দরখাস্ত! কি বল?'

হাত বাড়াইয়া অধর স্ত্রীর গাল টিপিয়া দিল; আরও এক মাস ছুটি নেওয়ার কথা ভাবিয়াই তার যেন খুসীর সীমা নাই।

শান্তা ভয়ে ভয়ে বলিল 'অনেক দিন মামাকে দেখিনি, নিয়ে যাবে?'

অধর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল 'আমি? আমি যাব তোমার ওই ছোট-লোক মামার বাড়ী? টলক্!'

শান্তা আরও আস্তে বলিল 'আমায় পাঠিয়ে দাও?'

অধর আরও আশ্চর্য্য হইয়া বলিল 'বিয়ের আগে ওরা তোমায় কি রকম কষ্ট দিত সব তো শুনেছি শান্তা, তুমি কি মনে কর তারপরেও তোমাকে আমি ওদের ওখানে পাঠাব?' তারপর গলা মোলায়েম করিয়া 'তা'ছাড়া, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। ওসব যাওয়ার কথাটথা বলো না বাবু শুনলে ভয় করে।'

শান্তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। অধরের মুখে এসব কথা যে কি পরিমাণ বেমানান হয়, শুনিলে খট্ করিয়া কাণে বাজিয়া কি অস্বাভাবিক লজ্জা বোধ হয় অধর তাহা জানে, তবু সে এসব কথা বলে কি করিয়া?

'মামা আমায় কষ্ট দেয়নি। মামীমাই একটু আধটু বকত।'

অধর শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিল 'একটু আধটু বকত! এ দাগটা কিসের গো?'

শান্তাকে কাছে টানিয়া তাহার বাহুমূলের পোড়া দাগটীতে অধর হাত বুলাইতে লাগিল। অল্পে অল্পে হাসি বন্ধ করিয়া বলিল 'আমি থাকলে তোমার মামীমাকে সেদিন জ্যান্ত পুঁতে ফেলতাম। কি যন্ত্রণাটাই তুমি পেয়েছিলে!'

শান্তা বলিল 'ওটা তো মামীমা পোড়ায় নি, রাঁধতে তেল জ্বলে উঠে পুড়ে গিয়েছিল।'

অধর অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল 'ওসব বললে এখন শুনছে কে? তেল জ্বলে উঠলে এখানটা পুড়তে পারে নাকি? না না, ওখানে তোমায় আমি পাঠাব না।···একটু আবৃত্তি করনা, শুনি?'

'কি আবৃত্তি করব?'

'স্বপন-পশারী থেকে কর।'

পরদিন শান্তা বলিল 'আচ্ছা, ঠাকুরঝিকে আনাবে না এবার? ঠাকুরঝি রাগ করবে।'

'পাঠালে তো আনব?'

'পাঠাবে বৈকি। ঠাকুরজামাই লোক ভাল।'

'ঠাকুরজামাই তো আর পাঠাবে না, পাঠাবে ঠাকুরজামায়ের পিতাঠাকুর। আমি চিঠি লিখেছিলাম, এখন পাঠাতে পারবে না জানিয়েছে। বুড়ো কি কম বজ্জাত!···এখানে বোসো তো।'

অধর জানালার কাছে চেয়ারটা দেখাইয়া দিল।

'কেন?'

'বোসো না। বলছি।'

শান্তা বসিল। অধর বলিল 'সোজা হ'য়ে বোসো—অত শক্ত হয়ে নয় বেশ আলগা দিয়ে বোসো,—মাথাটা একটু হেঁট কর, অত নয় অল্প একটু—ব্যস্। ডানদিকে একটু মুখ ফেরাও। কাঁধ থেকে আঁচলটা নামিয়ে দাও। এবার চুপ করে বসে থাক', নড়ো না।'

অধর খাটের প্রান্তে বসিয়া তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শান্তাকে দেখিতে লাগিল।

'তোমার মুখের বাঁ দিকে আলো পড়েছে ডান দিকে ছায়া। কি যে তোমায় দেখাচ্ছে শান্তা! আমি উপমা দিতে জানি না কিন্তু—দাঁড়াও, ছায়াটা আরও গাঢ় করে দি'।'

উঠিয়া গিয়া অধর এদিকের জানালাটা বন্ধ করিল, কপাট ভেজাইয়া দিল। আলো ও ছায়ার ভাগাভাগিতে শান্তার সু-সামঞ্জসিত মুখখানি কুৎসিৎ হইয়া গেল।

তেমনি ভাবে অধর তাহাকে পূরা আধঘণ্টা বসাইয়া রাখিল। বিমলের নয়, সে গল্পে পড়া কবির নকল করিতেছে, যে কবি মানবোচিত কিছুই করে না শুধু প্রিয়ার কথা ভাবে, প্রিয়ারে কোন কথা ভাবায় না; প্রিয়াকে নিয়া খেলা করে, প্রিয়াকে খেলিতে দেয় না এবং কাছে থাকিয়াও ব্যবধান বজায় রাখিয়া শুধু প্রিয়াকে চাহিয়া ত্যাখে, প্রিয়া নাড়াচাড়া করিলে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দুঃখে হা হুতাশ করে।

অপমানে শান্তার দুই কাণ ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। আধ খোলা বুকের কাছে দুটী হাত জড়ো করিয়া নির্ব্বাক নিশ্চল ছবিটী হইয়া বসিয়া থাকার জন্য সে জন্ম নিয়াছিল নাকি? সে কি সার্কাসের পোষা জন্তু? তাকে নিয়া এভাবে আমোদ করিবার অধিকার ও লোকটাকে কে দিয়াছে?

বিমল তাহাকে নিয়া একদিন এমনি কাব্য করিয়াছিল—কিন্তু এভাবে নয়। এমন রূঢ় নির্ম্মম আমোদের জন্যে নয়।

বিমলদের পাশের বাড়ীর নিমগাছটা তখনো সম্পূর্ণ ন্যাড়া হয় নাই, কিছু কিছু পাতা আছে। বিকালের দিকে গাছটার আলোছায়ায় বোনা ছায়া বিমলদের ছোট উঠানটীর অর্দ্ধেক ঢাকিয়া দিয়াছিল।

বিমল সহসা বলিয়াছিল 'একটা মজা দেখবেন ?'

'কি মজা ?'

'এখানে এসে দাঁড়ান, আমাদের বাড়ীর কার্নিশের পাশ দিয়ে আপনাদের বাড়ীর ছাদের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকুন। পাঁচ মিনিট তাকিয়ে থাকলেই দেখবেন আমাদের বাড়ীটা ওপরে উঠছে।'

সে অবিশ্বাস করিয়া বলিয়াছিল 'যান, তাই কখনো হয় ?'

'পরীক্ষা করেই দেখুন না।'

ফাঁকি দিয়া ধার করা ক্যামেরায় বিমল তাহার ফটো তুলিয়া নিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে রাগ করিতে দেখিয়া হাসে নাই।

'দোষ হয়ে থাকলে বলুন নষ্ট করে ফেলছি। প্রমীলাকে জিজ্ঞাসা করুন ওর ফটোও নিয়েছি। ফটো নিলে দোষ কি আর ?'

সেদিন বিমলের ছেলেমানুষী ভাল লাগে নাই। আজ তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল বিমলের কাছে গিয়া অনুনয় করিয়া বলে, আর একটা ফটো নেবেন ? যেভাবে খুসী যেখানে খুসী দাঁড় করিয়ে দিন আমাকে।

ফটোটা ভাল ওঠে নাই। শান্তার সর্ব্বাঙ্গে কে যেন সাদা কালো ছোপ দিয়া দিয়াছে, দেখিলে হাসি পায় বিমল ফটোগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। শান্তার সে মুখ দেখিলে হাসি পায় সে মুখ দেখিয়া বিমল করিবে কি ?

ইতিমধ্যে সে ক্যামেরাটী আরেকবার ধার করিয়া আনিয়া দু'দিন রাখিয়াছিল, অধরের চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ী বসিয়া থাকার রকম দেখিয়া ফেরত দিয়া আসিয়াছে।

প্রমীলাকে ষ্টেসনে নিয়া গিয়া অপমানিত হইয়া আসার পরদিন সকালে নগেনের চিঠি নিয়া বিমল আলিপুরে হেডউড সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

রবিবারের সকাল, হেডউড চার্চ্চে ধর্ম্ম করিতে গিয়াছিল। এক ঘণ্টা ধরিয়া তাহার বাগানের ফুলগুলির সঙ্গে ভাব করিয়া বিমল বিরক্ত হইয়া উঠিল। সাহেবের কুকুরটা তাহাকে ভালবাসিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লেজ নাড়িয়াছে, তবু।

নগেনের চিঠি পড়িয়া হেডউড বহুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল, শেষে বলিল 'This is too much !'

কিন্তু চাকরী সে বিমলকে দিল। একটা শ্লিপ টানিয়া নিয়া খস্ খস্ করিয়া কি কতগুলি লিখিয়া বিমলের হাতে দিল। কাল বেলা একটার সময় আপিসে গিয়া বড়বাবুর হাতে শ্লিপটা দিতে হইবে।

'Don't come before one p.m.'

বিমল বলিল 'No, Sir !'

'আর বোসের সঙ্গে দেখা হ'লে বোলো যে আমি বলেছি, 'This is too much. Don't forget. Let that Shylock understand, this is too much. You can go.'

গেট পার হইয়া বিমল রাস্তায় পা দিয়াছে, বেয়ারা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, সাহেব ডাকিতেছে।

হেডউড বলিল 'শোন বাবু। বোসকে কিছু বলবার দরকার নেই।

এও নগেনকে ভয় করে ! বিমল বলিল 'No, Sir !'

বাড়ী ফেরার পথে চাকরী পাওয়ার আনন্দে নিজেকে বিমল কিছুমাত্র উত্তেজিত দেখিল না। মনের মধ্যে কোথায় যেন বিঁধিতেছিল। বোনকে যে ষ্টেসনে ছুটিয়া যাইতে বাধ্য করে তার অনুগ্রহে চাকরী পাওয়া যেন খুবই অগৌরবের কথা, অন্যায়।

অথচ, নগেনের হয়ত কোন দোষই ছিল না।

কয়দিন কবিতা বাহির হইতেছিল না, ভাব ভাষা ছন্দ মিল সব যেন একসঙ্গে আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে। আজ বিকালে ঘরের জানালায় এক মুহূর্তের জন্য শান্তার অসুস্থ বিবর্ণ মুখ দেখিয়া বিমলের মন এত খারাপ হইয়া গেল যে রাত্রে জীবনে এই প্রথম চেষ্টা করিয়া কবিতা লিখিতে বসিল। এবং কতকগুলি বাজে লাইন লিখিয়া তার মন আরও খারাপ হইয়া গেল। আলো নিভাইয়া সে শুইয়া পড়িল বটে কিন্তু ঘুম আসিতে দেরী হইল। এবং তারি ফলে এই জ্ঞান লাভ করিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল যে প্রমীলা এতরাত্রে না ঘুমাইয়া কাঁদে।

ভাই বোনের বিছানায় অত্যন্ত সংকীর্ণ একটু স্থানে গুটিসুটি হইয়া তাহাকে শুইতে হয়, তারি মধ্যে কি রকম কায়দা করিয়া সে বালিসে মুখ গুঁজিয়াছে। বিমল অনেকক্ষণ বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল! মেয়েদের কান্নায় তাহার শ্রদ্ধা নাই।—কারণে, অকারণে ওরা এত কাঁদে!—কান্না যেন ওদের একটা বিলাসিতা। তবু প্রমীলার জীবনে যে ইতিমধ্যে—ধরিতে গেলে জীবন আরম্ভ হওয়া'র আগেই—কান্নার আমদানী হইয়াছে একথা জানিয়া রাত্রির অন্ধকারকে তাহার অভিশাপ দিতে [illegible] হইতে লাগিল।

এরকম ইচ্ছার আরও একটা কারণ ছিল। [illegible]র অন্ধকার ঘরে অবিন্যস্ত রুক্ষ শয্যায় নিজের অতি নিকটে শান্তাকে আ[illegible] তাহার এত বেশী প্রয়োজনীয় মনে হইতেছিল যে একটা ভয়ানক কিছু ক[illegible] ফেলিবার ঝোঁক সে সামলাইতে পারিতেছিল না। এত রাত্রে কাঁদাকাটা করার জন্য প্রমীলাকে ধমকাইয়া দিবার ইচ্ছাটা কষ্টে দমন করিয়া বিমল নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। জানালার লোহার শিকে মাথা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল, শান্তাকে ভালবাসা কতবড় বোকামি হইয়া গিয়াছে। আজিকার চাকরী পাওয়ার যত যশ, অর্থ, সম্মান যাই সে পাক জীবনে সব

তাহার তুচ্ছ হইয়া যাইবে, কারণ শান্তা তাহার 'কবিতা'র বদলে শুধু কাব্য-রসই দিল, প্রেমকে মানিল না। মাসে এক'শো পঁচিশ টাকায় শান্তাকে সে খাওয়াইতে পারে না? কিন্তু শান্তা খাইবে না। তাহাকে খাওয়াইবার লোক আছে, ছেলে মেয়ে দিয়া তা'র সংসার রচনা করিবার লোক আছে, সমাজের মধ্যে, মানুষের মধ্যে তার সমমানের আসনটী রিজার্ভ রাখার লোক আছে। জীবনে তাহার যাহা জোটে নাই, তা'র মত মূর্খ অপদার্থ কবি ভিন্ন জগতে যে জিনিষ দিবার ক্ষমতা আর কা'রো নাই শান্তা শুধু সেইটুকুই তার নিকট হইতে গ্রহণ করিল এবং এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিল যে গ্রহণ করাটাই বিনিময়।

পরদিন বেলা একটার সময় আপিসে গিয়া বিমল বড়বাবুর হাতে সাহেবের চিঠি দিল। বড়বাবু খাতির করিয়া বলিলেন,—'তুমি লোকটা তো ভাগ্যবান হে! এ পোষ্টে লোক নেওয়া হ'য়ে গিয়েছিল।'

'তার কি হ'ল?'

'একদিন কাজ করে পনের দিনের মাহিনা পেয়েছে।'

কাজ শেখার ফাঁকে ফাঁকে লোকটীর কথা না ভাবিয়া সে থাকিতে পারিল না। কা'র অনুগ্রহে তাহার চাকরীটী গেল জীবনে বোধ হয় সে তাহা কল্পনা করিতে পারিবে না। নগেনের এক মাইলের মধ্যেও বোধ হয় কোনদিন আসে নাই, সেই নগেনেরই প্রভাব ওর জীবনে শনিগ্রহের মত কাজ করিয়াছে। জীবনের এক একটা ব্যাপার কি হ'ল!

পাঁচটা'র পর বাহিরে যাওয়ার পথে একটী যুবক বিমলের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। অতিরিক্ত নীল দেওয়া ধোপ দুরস্ত কাপড়ের উপর সে বাড়ীতে সাবান দিয়া কাচা একটা সার্ট চাপাইয়াছে। মুখে চোখে একটা সকাতর বিদ্রোহের ছাপ।

'চাকরীটা তা'হলে আপনিই পেলেন?'

'পেলাম।'

'পেলেন? কেন পেলেন?'

'শুনবেন কেন পেলাম? মুরুব্বির জোরে?'

'আপনি কি পাশ জানতে পারি কি?'

'বি-এ'

'আমি এম-এ পাশ করেছি।'

বিমল বলিল,—'সে তো বুঝলাম। কিন্তু এ পাশ ফেলের ব্যাপার নয়। যা'র যেমন কপাল।'

'আপনার চেয়ে আমার কপাল বেশী চওড়া। সাহেব বললে, সরি বাবু, আই হ্যাভ্ গট এ বেটার ম্যান। কিসে আপনি বেটার ম্যান?'

বিমল মাথা নাড়িয়া বলিল 'জানি না।'

যুবকটীর চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। রাস্তার গাড়ী ঘোড়ার দিকে চোখ রাখিয়া বলিল 'কাল বাড়ীতে পাঁচসিকের হরিলুট হ'য়ে গেছে। কতকাল পরে কাল বৌ হাসিমুখে কথা বলেছিল। কাল দু'বেলা ভাতের সঙ্গে কি পেয়েছি জানেন? দুধ। আর বিকালে লুচি জলখাবার। আচ্ছা নমস্কার!'

লঘুপদে ধাপ ক'টী নামিয়া ফুটপাথ অতিক্রম করিয়া সে দ্রুতগামী বাসটীর সামনে দাঁড়াইয়া পড়িল। বিমলের মনে হইল তার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে ভুলিয়া গিয়াছে। ছেলেটা শাস্তি দিল কাকে?

ভিড় জমিবার আগে যতটুকু দেখা দরকার বিমল দেখিল, তারপর দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল। এ ব্যাপারের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই, কোন দায়িত্ব নাই। প্রত্যেক মাসে মাহিনা নেওয়ার সময় ইহার কথা সে স্মরণ করিবে না। কাল বাংলা কাগজে লিখিবে 'মোটর দুর্ঘটনা', ইংরাজী লিখিবে 'Motor Accident'; লোকে কাগজ পড়িয়া এ ব্যাপার সম্বন্ধে যতটুকু জানিবে সে নিজে তার কিছুই জানে না।

রাত্রে বিমল শান্তভাবে ঘুমাইল। ওদিকে নিদ্রাতুরা শান্তাকে অধর যে কত রাত অবধি জাগাইয়া রাখিল সে তার কোন সংবাদ পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যতখানি বেদনার সঙ্গে নারী মানুষকে পৃথিবীতে আনে মানুষ বোধ হয় ঠিক ততখানি অনিচ্ছার সঙ্গে পৃথিবীতে আসে। পৃথিবী ছাড়িয়া যাওয়াটাকে মানুষ তাই এত ডরায়। অনিচ্ছায় পাওয়া পথিকবৃত্তি মৃত্যু ভয়েই ধন্য হইয়া গিয়াছে। ছেলেটা বাস চাপা পড়িয়া মরিয়া ছেলেটা তাই জানিয়া গেল ছোট ছোট ব্যর্থতায় জীবনটা ভারাক্রান্ত হইলেও শক্তি তার কম নয়, প্রকৃতির সবচেয়ে প্রবল বন্ধনকে সে জয় করিয়াছে, না মরিবার লাখ লাখ সুযোগের একটা গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করে নাই।

'কাল একটা লোককে বাস চাপা পড়তে দেখলাম মিলি।'

'কলকাতায় লোকে তো হরদম বাস চাপা পড়ছে।'

বিমল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

'তুই কাল কাঁদছিলি কেন রে?'

'কাল রাত্রে? তুমি জানলে কি করে? মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই।'

'অত মন খারাপ করিস না, বুঝলি?'

বিমল আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

'শান্তার কি হয়েছে রে?'

'কপাল ফিরেছে। অধর ওকে মাথায় তুলে নাচছে।'

ঠিক! কম্পিটিশন! স্ত্রীর হারানো হৃদয়টাকে অধর জয় করিতে চায়।

. বিমল খুসী হইয়া উঠিল। শান্তার হৃদয় তবে সত্যই হারাইয়াছে! হারাইয়াছে মানেই সে পাইয়াছে। নয় কি?

একটা ভারি মজা হইয়াছে। আজকাল আপিসে তাহার কবিতা লেখার ঝোঁক আসে। যে দুপুরগুলি আড্ডা দিয়া ঘুমাইয়া সে কাটাইয়া দিত এখন সেগুলি মোটা মোটা টাকার হিসাব লিখিয়া, চিঠিপত্রের নকল করিয়া কাটে। কষ্ট হয়, মন বসে না। হাতে কলম ধরিয়া সম্ভব অসম্ভব কল্পনা করা ভিন্ন আর কিছু করার উপায় থাকে না বলিয়া বাপ মায়ের একছেলের মত কল্পনা আশ্চর্য্য পায়।

অথচ একজন বাস পড়া হতভাগার চেয়ারে বিনা অধিকারে বসিয়া, প্রমীলাকে রাতদুপুরে যে কাঁদায় তার অনুগ্রহে পাওয়া চাকরী করিতে করিতে কবিতা রচনার কথা ভাবাও উচিত নয়।

সন্ধ্যার পর কমার্সিয়াল স্কুলে টাইপরাইটিং শিখিতে যায়। স্কুলটা ভাল পাড়ায় নয়। কোনদিন দু'একটী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। বন্ধু হাসিয়া বলে 'কদিন থেকে হে?' বিমল ভাবে, একদিন যদি অধরকে সে এখানে আবিষ্কার করিতে পারে? কি নিশ্চিন্তই সে হইতে পারে সেদিন! স্বামীত্বের সবগুলি সুযোগ নিয়া সারাজীবন চেষ্টা করিলেও সে যে শান্তার হৃদয় আর জয় করিতে পারিবে না এবিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ রাখার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু বিমল জানে অধরকে এ রাস্তায় হাঁটিতে দেখিলেও নিশ্চিন্ত সে হইতে পারিবে না, জানিবে তার মত সঙ্গত কারণেই অধর এ পথে পা দিয়াছে। লোকটার মধ্যে হীনতা আছে সঙ্কীর্ণতা আছে নির্ম্মমতা আছে, কিন্তু বাজারের মেয়ে দরকার হওয়ার মত ছোটলোকমি নাই। মদকে অধর গ্রহণ করিবে কিন্তু মদের সঙ্গে মেয়েমানুষ খাপ খায় তাহাকে কামনা করিবে না।

এইখানেই বিমলের ভয়। এসব মানুষ যা ধ'রে তার শেষ না দেখিয়া ছাড়ে না। শান্তাকে সে যখন জয় করিতে চাহিয়াছে হয় জয় করিবে না হয় পাগল করিয়া ছাড়িবে। শান্তাও টের পাইবে ইহাকে ভালবাসা ভিন্ন বাঁচিবার আর উপায়ান্তর নাই। এমন যার প্রেমের অভিযান তাহাকে শান্তা প্রতিহত করিতে পারিবে কি? তার সবচেয়ে মুস্কিল হইবে অধর নিজেকে সকল অবস্থাতে অবলীলাক্রমে বাঁচাইয়া রাখিবে। বিমলের জন্য ওর বুকে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে সে যদি ক্ষেপিয়া যায় ওকে ভাল না বাসে সে হইবে শুধু তারই ক্ষেপিয়া যাওয়া, অধরের পরাজয় নয়। তাকে পাগলা গারদে পাঠাইয়া দিয়া অধর বিবাহ করিবে এবং কি এক আশ্চর্য্য কৌশলে তার জন্য সঞ্চিত ভালবাসার সবটুকু নতুন বৌকে দান করিবে। বিবাহ যদি সে নাও করে প্রিয়াকে পাগল করিয়া পাগলা গারদে পাঠানোর অকথ্য দুঃখটা মদ খাওয়ার মত উপভোগ করিবে,—ও যেরকম মানুষ আত্ম-প্রবঞ্চনাকে ও মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত টানিয়া চালিতে পারে। মানসিক বিপর্য্যয়ের লোভে যে ছড়ি দিয়া অন্ধ ভিখারীর সর্ব্বাঙ্গে দাগ কাটিয়া মুঠা ভরিয়া রূপা দেয় তাকে যে ভাঙ্গা যায় না শান্তা তাহা জানে। বিমলকে না ভুলিবার ও নিজের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব করিয়া তোলার মূল্য হিসাবে অধরকে সে যদি ভাঙ্গিতে পর্য্যন্ত না পারে কেন সে বিমলকে ভুলিয়া বাঁচিবে না?

বাঁচিবার জন্য মানুষ ভালবাসে। বাঁচিবার জন্য ভুলিতে পারে না?

মঙ্গলবার রাত্রে অনুরূপার একটি ছেলে হইয়াছে। মানুষের পৃথিবীতে আসার হাঙ্গামা বড় কম নয়। এই বৈচিত্র্যটুকুর জন্য প্রমীলা আর বিমল দু'জনেই আগন্তুকটীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করিয়াছে।

'ওকে আমি মানুষ করব দাদা।'

'করিস।'

'ওর নাম রাখব অমল।'

'রাখিস।'

'এইটুকু পুঁচকে হয়েছে ও আবার মানুষ হবে!'

বলিতে বলিতে প্রমীলার মন খারাপ হইয়া যায়। যে আবহাওয়া এ বাড়ীর, ছেলে মেয়ের সহজে সাধারণ মানুষ হওয়া কঠিন। ওর মধ্যে আবার কিসের ছিট দেখা দিবে কে জানে! দাদার মত বয়স হওয়ার আগেই হয়'ত ও নিজের জীবনটা জট পাকাইয়া ফেলিবে।

একদিন সকালের ডাকে প্রমীলার নামে একখানা খামের চিঠি আসিল এবং চিঠিখানা পড়িয়াই প্রমীলা বিবর্ণমুখে সেটা সেমিজের ভিতর চালান করিয়া দিল। বিমল ভূমিকাস্বরূপ জিজ্ঞাসা করিল 'আমার চিঠি নেই?'

'না।'

'ওটা কার চিঠি?'

'আমার।'

'কে লিখেছে?'

প্রমীলা চুপ করিয়া রহিল।

বিমল রুক্ষস্বরে বলিল,—'কার চিঠি? বল মিলি, ভাল চাস্ তো। খামের চিঠি না খুলে তোকে দেওয়া হয় এই তোর ভাগ্য ব'লে জানিস। গোপন করিস কোন্ লজ্জায়?'

'এ চিঠি তোমায় দেখাতে পারব না।'

'কার চিঠি বল।'

প্রমীলা তবু চুপ করিয়া রহিল।

'না বললে লাভ নেই মিলি। কেড়ে নেব। আমার একটা দায়িত্ব আছে।'

ছেলেবেলা একটা সিকি কাড়িয়া নেওয়ার সময় প্রমীলার চোখে আর ঠোঁটে যে শব্দহীন কান্না দেখা দিয়াছিল আজও তারই আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু আজ কাড়িয়া নিতে হইল না প্রমীলা নিজেই খামটা তাহার হাতে তুলিয়া দিল। ভিতরে মোটা সাদা নোট পেপারের ভাঁজে একখানা এক'শো টাকার নোট।

'চিঠি কি হ'ল?'

'চিঠি ছিল না।'

বিমল মুখ কালো করিয়া বলিল,—'নগেনদা' পাঠিয়েছে?'

প্রমীলা মৃদুস্বরে বলিল,—'জানি না।'

'লক্ষ্ণৌএর ছাপ রয়েছে। নগেনদা' ছাড়া আর কে লক্ষ্ণৌ থেকে টাকা পাঠা'বে? তোকে আমার চাবকা'তে ইচ্ছে কর'ছে মিলি।' এটা নিয়ে আমি এখন কি করি!'

প্রমীলা তাহার এ সমস্যা সমাধানে কোন সাহায্য করিল না। এক ফাঁকে চোখ দু'টী মুছিয়া ফেলিয়া তরকারী কুটিতে বসিল। নোটটী হাতে নিয়া বিমল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার কাজ দেখিতে লাগিল।

'নগেনদা'র কাছে তুই টাকা চেয়েছিলি?'

প্রমীলা মাথা নাড়িল।

'তবু শুধু শুধু সে টাকা পা'ঠাল কেন? ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে এ তার কিরকম ইয়ার্কি? টাকা পা'ঠাবার সাহসই বা তার হ'ল কি করে?'
প্রমীলা অস্ফুটস্বরে বলিল,—'হয়ত লাবণ্য পাঠিয়েছে।'

'লাবণ্য? লাবণ্য তো'কে টাকা পাঠা'তে যাবে কেন? ওর টাকা বেশী হয়েছে নাকি?'

'তা আমি জানি না।'

'তুই সব জানিস্!'

নোটটা বিমল গায়ে ছুঁড়িয়া দিল। উপরে যাওয়ার আগে বলিয়া গেল,—'তো'র টাকা তো'র অপমান নি'য়ে যা [illegible] তুই করবি যা। আমি কিছু জানি না।'

সারাদিন বিমলের মনটা খচখচ করিতে লাগিল! বোনের নামে এক'শো টাকার নোট আসার মধ্যে শুধু অকথ্য অপমান ও লজ্জা নয়, ভয় পাওয়ারও কারণ আছে বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। এসব খাপছাড়া ব্যাপারের ফলাফল ভাল হয় না। নগেন পা'ঠাক আর লাবণ্যই পা'ঠাক, ও টাকার মধ্যে প্রমীলার অমঙ্গলের ইঙ্গিত আছে।

বিকালে আফিস হইতে ফিরিয়া সে আর একটা দুঃসংবাদ পাইল। ঠিকা ঝি বাসন মাজিতে আসিয়া খবর দিয়াছে, শান্তারা চলিল। কোথায় চলিল সে খবর সে পায় নাই, কিন্তু ওরা যে চলিল এ খবর ঠিক্।

'কিরে মিলি, একি ব্যাপার?'

'ব্যাপার তো শুনলে।'

'ওরা চ'লেছে কোথায়?'

'তা জানি না। হ'য়ত অন্য বাড়ীতে যাবে।'

'কিন্তু এটা তো অধরের নিজের বাড়ী?'

'ভাড়া দেবে। নিজেরা ভাল বাড়ীতে থাকবে।'

সেটা অসম্ভব নয়। কিন্তু শান্তা যদি ভাল বাড়ীতে থাকিতে না চায় অধর তাহাকে গা'য়ের জো'রে নিয়া যাইবে কোন্ হিসাবে?

'ব্যবস্থাটা তা'হলে ক'রছে অধর?'

'আমি তা কি ক'রে বলব? হয়ত শান্তাও এখানে থাক্‌তে চায় না।'

এটাও অসম্ভব নয়। অবস্থা বুঝিয়া শান্তাই হয়ত নিজেই এ ব্যবস্থা করিয়াছে। বিমলকে যদি ভুলিতেই হয় দূরে গিয়া সে কাজটা করা সহজ।

কিন্তু কি স্বার্থপর ও মেয়েটা! কি হীন সুবিধাবাদী ও!

সুবিধা মত ভাসা ভাসা একটু খেলা করিয়া বিপদের সম্ভাবনাতেই ও পালাইয়া বাঁচিতে চায়। এমনিভাবে মজা করার চেয়ে সর্ব্বনাশও মানুষের বেশী সম্মানজনক নয় কাম্য নয়।

স্কুলে গিয়া টাইপরাইটারের চাবি টিপিতে টিপিতে বিমলের মাথা গরম হইয়া উঠিল। যে কথাটা ভাবিবার ক্ষমতা এতক্ষণ তাহার ছিল না অনায়াসে সে এখন তাহা ভাবিতে আরম্ভ করিয়া দিল। ভাবিল, ভুলিবার জন্য শান্তা পালাইতে চায় এ কথা তাকে কে বলিয়াছে? এত যে হিসাবী সে ভুলিবে কি? ভুলিবার তার কি আছে? মনে তার দাগ পড়িল কবে যে দাগ তুলিবার দরকার হইবে? ওসব বাজে কথা, কল্পনা। সে বিরক্ত করিবে এই ভয়ে শান্তা চলিয়া যাইতেছে। ইদানীং যে একটু বাড়াবাড়ি হইতেছিল সে পাছে তার সুযোগ গ্রহণ করে শান্তার এই আশঙ্কা হইয়াছে।

আর এই শান্তাকে এতদিন সে দেবীর মত পূজা করিয়াছে, বাঁচাইয়া চলিয়াছে। সেদিন শান্তা যখন ঘরে আসিয়াছিল দরজায় খিল তুলিয়া দিলে সে কি করিত? যার দেবীত্ব মিথ্যা তাকে নারীর আসনে টানিয়া নামাইয়া আনিলে প্রতিবাদের তার কি থাকিত?

অথচ শান্তার হাতটী ধরিতে তার ভয় ভয় হইয়াছে, পাছে অপমান করা হয়, পাছে প্রকাশ্য রূঢ়তায় নেপথ্যের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়।

স্কুল ভাল লাগিল না। বিমল বাহির হইয়া আসিল। গলির দুধারে যে মেয়েগুলি সন্ধ্যা হইতে দাঁড়াইয়া আছে তাদের সম্বন্ধে বিমলের কোনদিন কিছুমাত্র কৌতূহল ছিল না। আজ চলিতে চলিতে দু' একটী মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার মনে হইল, বাস্তবতা সম্বন্ধে এতদিন তার কোন ধারণা ছিল না। সে জানিত, তাদের বাড়ীর সেই যুবতী ঝি, মোড়ের দোকানের পানওয়ালী, বাজারের মেছুনি আর গলির দুদিকের

অন্ধকারে কোটরবাসিনী এই সব হতভাগিনী এদের জীবনের বাস্তবতাই নিষ্কলুষ—তাতে খাদ নাই। শান্তার মত জীবন যাদের নিভৃত, সংযত ও নিরাপদ, জীবনে যাদের অবসর আছে, চিন্তা আছে, কল্পনা আছে ভালবাসা দেওয়া ও নেওয়ার সুযোগ আছে তাদের বাস্তবতা অ[illegible]য়। মাটি হইতে তারা শুধু প্রাণপণে রস টানেনা বর্ণ নেয় গন্ধ নেয় কোমলতা নেয়। এবং সেই বর্ণ, গন্ধ ও কোমলতা ফাঁকি নয়।

কিন্তু আজ সে ধারণা বদলাইবার দিন আসিয়াছে। শান্তার ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অবাস্তবতার মোহে ঠকিয়া গিয়াছে। কবিতা দিয়া স্তব করিয়াছে মাটির প্রতিমাকে, সংযম দিয়া মর্যাদা রাখিয়াছে ছলনার।

একটা সাংঘাতিক রকমের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বিমলের অসাধারণ তীব্র ইচ্ছা হইতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল ভিতরে যে একটা ভয়ানক জ্বালা আরম্ভ হইয়াছে শান্তাকে না ভাঙ্গিলে সে জ্বালা কিছুতে কমিবে না।

শান্তার সঙ্গে এতদিন সে যে অবাস্তব ভদ্রতা করিয়া আসিয়াছে এখন তেমনি একটা উগ্র অভদ্রতা করিয়া ফেলা চাই। নইলে জীবনে সে শান্তি পাইবে না।

এবং শান্তার এমনি কপাল যে আজই তাহাকে বিমলের ঘরে আসিতে হইল। পরশু তাহাদের যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত অধর তাহাক নিজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, চব্বিশ ঘণ্টা তার সতর্ক প্রহরায় একবারও শৈথিল্য দেখা যায় নাই। এ বাড়ী ছাড়িয়া এ পাড়া ছাড়িয়া জন্মের মত চলিয়া যাওয়ার আগে যাওয়ার কথাটা নিজের মুখে বিমলকে সে যে জানাইতে পারিবে এ আশা শান্তার ছিল না। সন্ধ্যার

পর অধর আজ সহসা নিজেকে গুটাইয়া নিয়াছে। তার কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, ফিরিতে তার অনেক রাত্রি হইবে।

অপ্রত্যাশিত সুযোগটা শান্তাকে যেন বিমলের ঘরের দিকে ঠেলিয়া দিল।

ওবাড়ী গিয়া নীচে শান্তার সঙ্গে সে কয়েক মিনিট কথা বলিল। কিন্তু আলাপ তাহাদের জমিল না। প্রমীলা ভারি ব্যস্ত।

শান্তা বলিল 'আচ্ছা' তুমি কাজ কর, আমি ততক্ষণ তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করে আসি ভাই। কবিতার কত নিন্দা করেছি!'

প্রমীলা তাহাকে সাবধান করিয়া বলিল 'যাও, কিন্তু সাবধানে কথা বোলো। ভীষণ রেগে আছে।'

'কার ওপরে?'

'কি জানি! তোমার ওপরেও হতে পারে!'

'আমার ওপরে রাগতে যাবেন কেন?' বলিয়া হাসিয়া শান্তা উপরে গেল।

বিমল কেমন করিয়া টের পাইয়াছিল, বলিল 'ভেতরে আসুন'। এবং শান্তা ঘরে ঢোকা মাত্র সে দরজায় খিল তুলিয়া দিল। বিছানাটা দেখাইয়া দিয়া বলিল 'ওখানে বসুন।'

শান্তা নির্ভয়ে বসিল। হাসিয়া বলিল 'মারবেন নাকি? জানেন, আমরা চল্‌লাম আপনাদের পাড়া ছেড়ে।'

বিমল জানালার কাছে সরিয়া যাইতে যাইতে বলিল 'সেইরকমই শুনছি। কিন্তু পালাবার দরকার ছিল না। আপনি অনায়াসে এখানে থাকতে পারতেন,—আমি আপনার ছায়াও মাড়াতাম না।'

শান্তা বারণ করিয়া বলিল 'জানালাটা বন্ধ করবেন না।'

বিমল ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল 'আদেশটা যদি না মানি?'

'আদেশ দিইনি। জানালা বন্ধ করলে আমাকে এখুনি চলে যেতে হবে। ঝিকে বলে এসেছি, উনি ফেরামাত্র এই জানালা দিয়ে সে আমাকে ডাকবে। কিছু না বুঝে মাথা গরম করেন কেন?'

'স্বামীর সঙ্গে জুয়াচুরির ব্যবস্থা করেছেন? বেশ বেশ।'

বিমল ফিরিয়া আসিল এবং উদ্ধতভাবে শান্তার পাশে বসিয়া পড়িল। দরজায় খিল পড়া অবধি শান্তার বুকের মধ্যে কাঁপিতেছিল, কিন্তু বিমল যেরকম ক্ষেপিয়া গিয়াছে ওসব তুচ্ছ বুক-কাঁপাকে সে গ্রাহ্য করিবে না। কারণ সেটা একধরণের অপমান। বিমলের এই উত্তেজিত অবস্থাকে সে ভয় করিতেছে জানিলেও আরও রাগিবে, আরও উত্তেজিত হইবে, আরও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিবে। সে যদি আজ বাঁচিতে চায়, এ পাগলকে বাধা দিয়া বাঁচিতে পারিবে না। সর্ব্বনাশ যদি বিমল আজ তাহাকে দেয় বিমলের দান বলিয়াই সে তাহা মাথা পাতিয়া নিবে এমনি একটা ভাব সে যদি আগা-গোড়া বজায় রাখিয়া চলিতে পারে ওর শান্ত হইতে সময় লাগিবে না।

ওর মনের শিশু দুষ্টবৃত্তিকে শান্তা চেনে।

সঙ্কুচিত হওয়ার পরিবর্ত্তে শান্তা তাই বিমলের একটা হাত দুই হাতে মুট করিয়া ধরিল, যেন, সে এখন নিরুপায় বটে কিন্তু নির্ভরতার তার সীমা নাই। হাসিয়া বলিল 'জুয়াচুরি নয়, ছলনা বলতে পারেন। বন্ধুর জন্য এটুকু করতে হয়, তাতে দোষ নেই। ওকি কিছু বুঝবে? ছাই বুঝবে। যা তা ভাববে। কিন্তু ও অন্যায় করে একটা কথা ভাবছে বলেই বন্ধুর কাছে না এসে তো আমি থাকতে পারি না? তাই একটু ছলনা করে দু'দিক বজায় রাখলাম। কি জানেন, এইখানে সত্যিকারের আন্তরিকতায় তার মুখের হাসি মুছিয়া গেল 'কি জানেন, মানুষ মানুষকে বোঝে না বলেই তো বেঁচে থাকা এত কষ্টকর। আপনি আমাকে যেমন বোঝেন, আমি

আপনাকে যেমন বুঝি, সকলের সঙ্গেই যদি সে রকম একটা সম্পর্ক থাকত তবে আর ভাবনা কি ছিল!'

রীতিমত বক্তৃতা। কিন্তু শুধু বিমলের নয় নিজের উন্মাদনাকেও সে জয় করিতেছিল। কথাগুলি বলিবার ভঙ্গীতে তাই আরও অনেক কিছু প্রকাশ হইয়া গেল। আজই শান্তাকে দেহে মনে নিজের করিয়া নেওয়ার যে প্রতিভা একটু আগে বিমলের মনে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মত কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল তার আর তেমন জোর রহিল না।

কিন্তু ওই প্রতিজ্ঞাটী ছাড়াও অনেক প্রতিজ্ঞা বিমলের মনে ছিল। তীব্র চাপা গলায় সে বলিল 'বন্ধুটন্ধু নই। আমি আপনাকে ভালবাসি।'

লজ্জা শান্তা জয় করিতে পারিল না। তার কথা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত মৃদু হইয়া গেল।

'আমি বাসি না?'

এটুকু বলিতে হয়। কারণ ভালবাসাটা শুধু একপক্ষের এটা প্রমাণিত হইয়া গেলে অপর পক্ষের স্বার্থপরতা ও ঠকানোর কথাটা আপনি আসিয়া পড়ে। এবং সে বড় হীনতার কথা।

সুতরাং খুবই সংক্ষেপে দুজন প্রায় সমবয়সী নরনারী, যাদের একজন সংসার সম্বন্ধে এত অনভিজ্ঞ যে একেবারে বেহিসাবীর মত ভালবাসিতে পারে এবং অন্যজন নারীজীবনের চাওয়া ও পাওয়া সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই এত বেশী মাথা ঘামাইয়াছে যে নিজেকে এবং নিজের ভালবাসাকে সর্ব্বদা সংযত রাখার চেষ্টা করে, ইহারা, এই দুইজন, পরস্পরের ভালবাসাকে স্বীকার করিল। প্রেম এমনিভাবে স্বীকৃত হয়। একদিন—অকস্মাৎ—সংক্ষেপে।

একটী নিবিড় আলিঙ্গন, গোটাকয়েক পাগলাটে চুম্বন, এক মিনিটের তীব্র তীক্ষ্ণ ও বিশ্বাস্ত সেন্টিমেণ্টালিটি, ইহার উপর দিয়াই শান্তার ফাঁড়াটা কাটিয়া গেল।

একটু সরিয়া শান্তা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। একটু একটু করিয়া সমস্তই তার মনে পড়িতেছে,—স্বামীর কথা, অনিবার্য্য ভবিষ্যৎ সংসারটার কথা, আজ রাত্রির কথা মনে করিয়া নিশ্চিত আনন্দ ও সুনিশ্চিত যন্ত্রণার কথা, তার সিঁথির সিঁদুর বিমলের কপালে লাগা কেমন করিয়া সম্ভব হইল নিজের জীবনের এই দুর্ব্বোধ্য রহস্যের কথা। বিমলকে সে বলিয়াছে, ভালবাসি; বিমলের চুম্বনকে সে ব্যাকুল আগ্রহে গ্রহণ করিয়াছে, তবু যেন এ ব্যাপারকে সে বুঝিতে পারিতেছে না। মনে হইতেছে, ভালবাসারও একটা অতিরিক্ত নেশার ঝোঁকে সে এই বিপজ্জনক খেলা সুরু হইতে খেলিব না খেলিব না বলিতে বলিতে এতদূর পর্য্যন্ত খেলিয়া আসিয়াছে। স্বামী থাকিতে আর একজনকে পৃথিবীতে সে এই প্রথম ভালবাসিল না, সংসারে এমন হয়, কিন্তু সে যেন আলাদা ধরণের। পরপুরুষকে যে ভালবাসে সে সমস্ত জানিয়া বুঝিয়াই ভালবাসে, তার পিপাসায় রহস্য থাকে না, তার আত্মসমর্পণ অকারণ হয় না, তাকে যে জয় করা হইয়াছে এটুকু অন্ততঃ সে বোঝে। কিন্তু বিমল তাকে জয় করে নাই, সে বিমলের অধিকারে আসিয়াছে। কেন আসিয়াছে?

সে বিমলকে ভালবাসে নাই, তবু বিমলের জন্য তার ভালবাসা সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এ ঘরে আসিবার ও কামনা তাহার ছিল না তবু এ ঘর ছাড়িয়া যাইতে তার ইচ্ছা হইতেছে না, এই বিছানায় শুইয়া দুটী শ্রান্ত চোখ বুজিবার সাধ হইতেছে। বিমলের বুকের কাছে গুটিসুটি হইয়া সারা-রাত সে স্বপ্ন দেখিতে চায়।

শান্তা চোখ তুলিয়া নিজের অন্ধকার ঘরের দিকে চাহিল। বাহির হইতে ওই ঘরের দিকে চাহিলে তার ভয় করে কেন? ঘরের ভিতরে তো করে না!

বিমল তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না। বলিতে লাগিল 'আপনি

বুঝতে পারছেন না। এ ছাড়া আর উপায় নেই। আপনি স্বীকার করে যান।'

শান্তা বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়িল। বলিল 'সে হয় না।'

বিমল উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

'কেন হবে না? কাল আমি বাড়ী ঠিক করে আসব, আপনি খুব ভোরে সদর দরজাটী খুলে বেরিয়ে আসবেন। এতে কঠিন কি আছে?'

'দরজা খুলে বেরিয়ে আসার কথা নয়। ওসব হয় না।'

'হয়। এমন সহজ উপায় থাকতে আমরা কষ্ট করব কেন? এমন নয় যে আমি আপনাকে খেতে দিতে পারব না!' না হয় একটু টানাটানির মধ্যে দিন যাবে।'

'আমাকে খেতে দিতে পারলেও হয় না।'

বিমল তবু ছাড়িল না, শান্তার গৃহত্যাগের স্বপক্ষে যত যুক্তি যত আবেদন মাথায় আসিল একধার হইতে বলিয়া গেল। জীবনের নিশ্চিত দুঃখটাকে না ঠেকাইলে চলিবে না। যুক্তি ফুরাইয়া গেলে শিশুর মত বিমল আব্দার আরম্ভ করিল।

তখন শান্তা ফেলিল কাঁদিয়া। শব্দ করিয়া নয়, তার চোখে জল আসিল।

চোখ মুছিয়া বলিল 'আপনি কিছু বোঝেন না। ও মোকদ্দমা করবে।'
'করুক।'

কিন্তু এ ঔদ্ধত্যের যে কোন মানে হয় না বুঝিতে বিমলের সময় লাগিল না। সে খিল খুলিয়া দিল। বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। জীবনে শান্তার সঙ্গে আর দেখা হইবে না এ সত্যের অন্যথা নাই।

ইহার পর আর টানাটানি করিতে গেলে সেটা নিছক নাটকে দাঁড়াইবে।

তবু বিমল বলিতে ছাড়িল না—'এর শোধ নেব।'

নীচে নামিতে প্রমীলা বলিল 'কবিতা শোনা হ'ল?'

'হ'ল।'

'সব?'

'জীবনে যত কবিতা আছে সব।'

'তবে আর কি, বাড়ী গিয়ে গলায় দড়ি দাও। মানুষের জীবন নিয়া খেলা? ছি ছি! ওতো রাক্ষসীর কাজ।'

অধর বলিল 'ছাতে চলো। ঘর থেকে সব দেখেছি। তোমরা আলোতে ছিলে আমি অন্ধকারে ছিলাম; কি[illegible] দেখতে সুবিধা হয়েছে আমার। উঃ, এমন করে মানুষ ঠকে! মানুষের বুকের পাঁজর এমনি করে হৃদপিণ্ডে বিঁধে যায়!' স্ত্রীর হাত ধরিয়া অধর ছাতে উঠিয়া গেল।

'দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষার কথা শুনে হাসি পেত। ভাবতাম, মানুষ অত [illegible] হয় পণ্ডিতের এটা বাড়ানো কথা বুকের ভালবাসা দিয়ে, মাথার [illegible]ম পায়ে ফেলে উপার্জ্জন করা পয়সার সুখ সুবিধা দিয়ে মানু[illegible] যে সাপের চেয়ে ভয়ানক প্রাণীকে পোষে এ কথা কল্পনা করতে পারতাম না।' 'কিন্তু সেটা আমারি কল্পনার লজ্জা। পৃথিবীতে বোকা আছে, আমার মত বোকা পৃথিবীতে আছে শান্তা। আমিই তার প্রমাণ।'

শান্তা একপাশে আলিসায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অধর অস্থির ভাবে, মর্ম্মাহত ভাবে তার সামনে ছটফট করিয়া হাঁটিতে লাগিল। সে যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া আ[illegible] জন্যই তার যেন সবটুকু খ্যাপামি।

'তুমি ওদের বাড়ী থেকে ফিরে আসতে, আমি তোমায় আদর করতাম। তোমার ঠোঁটে হয়ত বিমলের লালা লেগে থাকত আমি চুমু দিয়ে তাই মুছে নিতাম,—ভাবতাম অমৃত। বিমলের গায়ের তাপ নিয়ে তুমি আসতে

আমি ভাবতাম সে তোমার স্বাস্থ্য। কেন তুমি সেইদিন আমাকে জানতে দিলে না যেদিন প্রথম নর্দ্দমা ঘেঁটে এলে? কেন তোমাকে ছুঁতে দিলে? জানা মাত্র আমি তোমায় ছুটি দিতাম শান্তা এই ঘর বাড়ী তোমাদের ছেড়ে দিয়ে আমি মেসে গিয়ে থাকতাম। নরকে যদি নামলে তো উঠে এলে কেন?'

সত্য মিথ্যায় জড়ানো এবং আন্তরিকতা ও অভিনয় মেশানো কথাগুলি বিষাক্ত মদের মত শান্তার শিরায় শিরায় জ্বালা ধরাইয়া দিতে লাগিল। তবু এই অবস্থাটীর, অধরের এমন করিয়া কথা বলার কি যেন একটা মোহকরী উপভোগ্য আকর্ষণ আছে। মনে হয় জীবনের একটা অদ্ভুত রহস্য এই বিপুল সমারোহের সঙ্গে আজ উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে। এ শুধু ভূমিকা। শান্তা নীরবে শুনিতে লাগিল।

'অথচ আমি তোমায় ভালবাসি। বাসি না শান্তা?'

শান্তা মিথ্যা বলিবে কেন? সে স্বীকার করিয়া বলিল 'বাস'।

'তবে?'

তবে কি? এমন একটা বাহুল্য প্রশ্ন যে অবস্থাবিশেষে উচ্চারণভেদে এত ভয়ানক শোনায় শান্তা তাহা কল্পনা করিতে পারিত না। সে একবার শিহরিয়া উঠিল।

অধর পায়চারি বন্ধ করিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল। বলিতে লাগিল 'তুমি তো অনায়াসে মরতে পারতে! এত বড় পাপ করার চেয়ে মরাটা কি কঠিন শান্তা? তোমাকে আমি ভালবাসি, আমাকে তুমি ধ্বংস করে দিলে। আমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এমন পাপ করলে যার বাড়া পাপ মেয়েমানুষের নেই—কোন মানুষের নেই। এ কাজ করার আগে মরে তো তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারতে। মরা কত সহজ। দু'মিনিট নিঃশ্বাস না নিলে—ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লে মানুষ মরে যায়। তুমি

মরলে না কেন? চোখ বুজে ছাত থেকে তুমি উঠানে ঝাঁপিয়ে পড়লে না কেন? কিসে তোমার বাধল? বিমলের বুক থেকে নেমে এসে আমার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলার আগে এক মিনিটের জন্য ছাতে এসে তুমি নীচে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতে না কি? কিসে তোমায় আটকে রাখল? আমি হ'লে মরতাম শান্তা অসতী হওয়ার জন্য নয়, একজন নির্দ্দোষী মানুষকে ঠকানোর জন্য আমি মরতাম। কতলোক মদ খায়, স্ত্রীকে মারে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাকে বিশ্বাস করে না, তারাও তো এমন করে ঠকে না শান্তা! জগতে কি বিমলের অভাব আছে? কিন্তু স্বামীর লাথি খেয়ে, অবিশ্বাসের অপমান সয়ে তারা বিমলকে ঠেকিয়ে রাখে। না পারলে মরে। তুমি? তুমি স্বামীর স্নেহ পেয়েছ সম্মান পেয়েছ, তোমার অবস্থায় জীবন কাটাতে পেলে পৃথিবীর অর্দ্ধেক মেয়ে বর্ত্তে যায়। আর তুমি দিনের পর দিন স্বামী থাকার সুযোগটা এমনি ভাবে ব্যবহার করলে?'

অধর থামিল। তার একেবারে থামিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। কিন্তু এখন থামিয়া গেলে যে দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কোন লাভই হইবে না এ জ্ঞান অধরের আছে। শান্তাকে আর বাঁচিতে দেওয়া যায় না, সে অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। ওকে এখন জীবন দান করিলে জীবনব্যাপী শাস্তিই দেওয়া হইবে।

'এ যে মানুষ পারে আমি তা ভাবতেও পারতাম না শান্তা। অভিনয় টের পাওয়া যায়। কিন্তু আমায় তুমি দিনের পর দিন ভুলিয়ে রেখেছ। তোমার কথা হাসি ব্যবহারের এতটুকু তারতম্য আমা' চোখে পড়তে দাওনি,—আমাকে অন্ধ করে রেখেছ। বিমলের ঘর থেকে সোজা আমার বুকে উঠে আসতে তোমার এতটুকু ভাবান্তরও হয়নি ভালবাসার চোখ দিয়ে আমি যা ধরতে পারি। তুমি অসাধারণ শান্তা, পৃথিবীতে তোমার তুলনা নেই।'

শান্তা নীরবে শুনিতে লাগিল। একান্ত বিহ্বলতার মধ্যেও নিজেকে আবিষ্কার করিতেছে। অধরের চারি দিকে যে কুয়াশা ছিল সেটাও কাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু বিমলকেও শান্তার মনে আছে। ওর শেষ মুহূর্তের সকরুণ ব্যাকুলতাটুকু। কল্পনাতীত মিথ্যার উপর দাঁড়াইয়া ওটুকু সে সৃষ্টি করিয়াছে এবং ওটুকু সত্য।

লণ্ঠনের যে গাঢ় আলোয় শান্তা বিমলের চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখিয়াছিল কে যেন তেমনি আলো আনিয়া চোখে ঝাপটা মারিতেছে। তবু চোখে অন্ধকার দেখার বিরাম নাই। শান্তা চোখ বুজিল।

'আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে শান্তা ?'

'কি ?'

'একদিন একমুহূর্তের জন্যও তোমার অনুতাপ কি এমন তীব্র হয়ে উঠতে পারেনি যে ছাতে এসে উঠানে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পার ?'

'তুমি কি চাও আমি উঠানে ঝাঁপিয়ে পড়ি ?'

'তোমার কাছে আমি তার কিছুই চাই না শান্তা।'

মাথা নীচু করিয়া অধর ধীরে ধীরে সিঁড়ির মুখের কাছে আগাইয়া গেল। সেইখানে একটু দাঁড়াইল। তারপর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিল।

নীচে নামিয়া ঝিকে সদর দরজা বন্ধ করিতে বলিয়া ও যতক্ষণ না বাড়ীর বাহির হইয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তার অপেক্ষা করিতে হইবে। ওকে জড়াইয়া লাভ নাই। লোকে যখন সন্দিগ্ধচিত্তে প্রশ্ন করিবে, ঝি যেন তখন বলিতে পারে, 'কই না ? বাবু তখন সবে বাইরে গেছেন—আমি দরজা দিলাম, আমি জানিনে ?'

অধর সম্বন্ধে শান্তা বিস্ময়কর জ্ঞান লাভ করিয়াছে। বিমলের চয়েও উগ্রভাবে অন্ধভাবে ও তাকে ভালবাসে। বিমলের মাথা খারাপ

হয় নাই কিন্তু অধর পাগল হইয়া গিয়াছে। এতদিন একসঙ্গে থাকিয়াও এই সর্ব্বনাশ ভালবাসার খবর সে পায় নাই। কিন্তু সেটা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা বলিয়া শান্তার মনে হইল না। সে সাধারণ মেয়ে, এরকম সাংঘাতিক প্রেমের খবর রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যাহা তাহার বুদ্ধি ও অনুভূতির সীমার বাইরে তাহাকে সে আয়ত্ত করিতে পারিবে কেন? আজিকার মত অস্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া না পড়িলে ও জিনিষকে সে কোনদিন বুঝিতে পারিত না। গুমোটের মধ্যে কালবৈশাখীকে আবিষ্কার করার দৃষ্টি তাহার ছিল না, ঝড় না ওঠা পর্য্যন্ত গুমোটের মানে সে বুঝিতে পারিত না।

অধর আজ যে ব্যবস্থা করিয়া গেল সেজন্য তাকে শান্তা দোষ দেয় না। ওর কাছে সে পুতুল হইয়াছিল বৈকি। পুতুল নিয়া অমন উন্মত্ত প্রেমিকের চলে না। অথচ ফেলিয়া দেওয়ারও উপায় নাই। তাকে অধর ত্যাগ করিতে পারিত না, মামার কাছে পাঠাইয়া দিলে চলিত না। যে পুতুল সাড়া দেয় না তাকে নিজের হাতে ভাঙ্গিয়া ফেলা ছাড়া অধরের আর কি উপায় ছিল?

উঠানটা অল্প অল্প আলোকিত, ঝিকে ডাকিয়া অধর উঠানে একটু দাঁড়াইল কিন্তু উপরের দিকে চাহিল না। ঝি আসিলে সে বাহিরের দিকে পা বাড়াইল, তখনো একবার ছাতের দিকে চাহিয়া দেখিল না। দরজা বন্ধ করিয়া ঝি ফিরিয়া আসিল।

মাথায় অতিরিক্ত রক্ত উঠিয়া গেলে চোখের সামনে আগুনের ফুলকি ছুটিতে থাকে, ভাল করিয়া কিছু দেখা যায় না। তবু শান্তা একবার চারিদিকটা দেখিবার চেষ্টা করিল। এবং তারপর কল্পনায় বিমলের বুকে নিজেকে সঁপিয়া দেওয়ার মত আলিসার ওদিকে নিজেকে সে শান্তভাবে সঁপিয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিমল খবর পাইল পরদিন বিকালের আপিস হইতে ফিরিয়া জল যোগের পর। খবর দিল প্রমীলা। একটু খাপছাড়া ভাবে।

'তোমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার পর শান্তা একটা বিশ্রী কীর্ত্তি করেছে দাদা ছাতে উঠে উঠানে লাফিয়ে পড়েছে।'

বিমল রুদ্ধশ্বাসে বলিল 'কখন?'

'তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই।'

প্রমীলার জবাবটা মারাত্মক। শান্তা যে ছাত হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে এ খবর যেন শুধু এই কারণেই অসাধারণ যে ও কাজটা সে বিমলের ঘর হইতে বাহির হওয়ার পরেই করিয়াছে। অন্য সময় শান্তা এ কীর্ত্তি করিলে প্রমীলার কিছু আসিয়া যাইত না।

এতবড় বোনকে আঘাত করিবার ইচ্ছা চাপিয়া বিমল বলিল 'কি হয়েছে? মরে গেছে?'

'না, এখনো মরেনি। বোধ হয় মরবে। মাথা ফেটে গেছে, বাঁ হাতটা দুজায়গায় ভেঙ্গেছে, কোমর মচ্‌কে গেছে—আরও যেন কি কি হয়েছে শুনলাম।'

'শুনলি? তুই দেখতে যাসনি?'

'না।'

'কেন?'

'কি হবে দেখতে গিয়ে? আমি কিছু করতে পারি? কাল যে ভাল মানুষটার সঙ্গে কথা বলেছি তার ভাঙ্গা চোরা শরীরটা দেখবার কৌতূহল আমার নেই দাদা। আমি পুরুষ মানুষ নই, আমার—'

প্রমীলা কাঁদিতে গিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া রহিল।

বিমল তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। শান্তা জর্দ্দা দেওয়া

পান থায়, খানিক আগেও বিমলের ঠোঁটে সে জর্দ্দার স্বাদ ও গন্ধ লাগিয়াছিল। শুষ্ক ঠোঁটে জিভ বুলাইয়া আনিয়া বিমলের সমস্ত মুখ তিঁতো হইয়া গেল। একমিনিটে সে তিনদিন জ্বর ভোগ করিয়া উঠিয়াছে।

'আচ্ছা, তুই যা মিলি।'

'যাই। আজ সারাদিন আমি যে প্রার্থনা করছিলাম সেটা বলে যাই। শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে শান্তা যেন তোমাকে অভিশাপ দিয়ে যায়।'

প্রমীলা চলিয়া গেলে বিমল জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শান্তার জানালা বন্ধ, কাণ পাতিয়া কোন শব্দ শোনা যায় না। ঘরের ভিতরের ছবিটী বিমলের মনে সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। ঘরের ভিতরে অনেকগুলি ছবি সে দেখিতে পায়, এককোণে ছোট আলনাটীতে শান্তার শাড়ী আর সেমিজ সাজানো রহিয়াছে। ওদিকের দেয়াল ঘেঁসিয়া বসানো আলমারিটী কাচের পুতুল আর নানারকম সৌখীন জিনিষে বোঝাই, একটা তাকে শান্তার সেলায়ের সরঞ্জাম। ওইখান হইতেই বুনিবার কাঁটা আর উল বাহির করিয়া শান্তা জানালায় বসিত, দরকার শেষ হইলে আবার ওইখানে রাখিয়া দিত। কি বুনিতে ছিল সে কে জানে! তার অসম্পূর্ণ শিল্প প্রচেষ্টাটী বিমল আলমারির তাকে দেখিতে পায় কিন্তু চিনিতে পারে না। ভিতরের বারান্দার দিকে একটী খোলা জানালা, তারই আলোতে শান্তার সাদাসিদে ড্রেসিং টেবিলটী পাতা আছে,—আয়নার তলার দিকটা সিঁদূরের গুঁড়ায় লাল।

এদিকে শান্তার খাট, জানালা খোলা থাকিলেও চোখে পড়েনা। পাঁচ ছয়টা বালিশের আশ্রয়ে নিস্পন্দ শান্তা শুইয়া আছে, তার লজ্জা নিবারিত হইয়াছে ব্যাণ্ডেজে। শান্তার চোখের পাতারও মৃদুতম কম্পন নাই, সে এমন শান্ত।

খাটের বাজুতে একটী চওড়া লাল পাড় শাড়ী। ওখানে শাড়ীটী কি

করিয়া আসিল বিমল তাহা জানে। কাল তাড়াতাড়ি ওই কাপড়টা বদলাইয়া শান্তা তার ঘরে আসিয়াছিল।

অধরকে বিমল কিছুতেই ও ঘরে মানাইতে পারিল না। একটা অশরীরী উপদেবতার মত সে ও ঘরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিমল জানালার কাছে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু কোন শব্দ তার কাণে আসিল না। শুধু বোঝা গেল অন্ধকার হইয়া আসিলে ঘরে কে মৃদু নীল আলো জ্বালিয়াছে।

তখন বিমল খবর নিতে গেল।

দরজা খুলিয়া দিল ঝি। ঝির নাম বিন্দু।

বিন্দু বলিল 'একটু দাঁড়ান বাবু, বাবুকে ডেকে আনি।'

বিমলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া বিন্দু অধরকে ডাকিতে গেল। বিমল পথে দাঁড়াইয়া রহিল। খানিক পরে বিন্দু নামিয়া আসিল।

'বাবু আসতে পারবেন না। ব্যস্ত আছেন।'

বিমল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শান্তার খবর জিজ্ঞাসা করিল। বিন্দু বলিল 'ভাল আছেন।' বিমলের আরও অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ছিল কিন্তু সে সুযোগ পাইল না। বিন্দুর প্রতি অনেকগুলি নিষেধ জারি করা হইয়াছিল। বিমল দ্বিতীয় প্রশ্ন উচ্চারণ করিবার আগেই দরজা আবার বন্ধ হইয়া গেল।

বিমল বাড়ী ফিরিল না, গলির মোড়ে চায়ের দোকানে এক কাপ চা খাইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। এখানে চেনা লোক আসে। পাড়ার লোকেরা শান্তার কথা তোলে। ইতিমধ্যেই কথাটা ছড়াইয়া গিয়াছে।

কারণটা নিয়া গবেষণা হয়। কেউ বলে আত্মহত্যা, কেউ বলে খুন, একসিডেণ্টের কথা যে বলে সে একেবারে পাত্তাই পায় না। দায়ী

সাব্যস্ত হয় অধর। হয় সে নিজে করিয়াছে, না ... তার অত্যাচার সহিতে না পারিয়া বেচারী বৌটী নিজেই—

একজন বলিল 'বেচারী বোলো না হে, ভেতরের কথা কে জানে? হয়তো কারো সঙ্গে শ্রীমতী কোন কীর্ত্তি করেছিলেন, শেষে ধরা পড়ে—'

পথে নামিয়া যাওয়ায় কথার শেষটা বিমল শুনিতে পাইল না। ওদের সে দোষ দিল না ওদের মত সেও যদি তৃতীয় ব্যক্তি হইত এমনি ভাবে শান্তাকে আলোচনা করিতে তার বাধিত না।

কিন্তু শান্তা যা করিয়াছে সে কি কীর্ত্তি?

এ জীবনে সে আর কোন নারীর কীর্ত্তিতে বিশ্বাস করিবে না।

কিন্তু সে তো পরের কথা, এখন সে কি করিবে? কোথায় যাওয়া যায়? মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে না, নির্জ্জনতার কথা ভাবিতেও অসহ্য বোধ হয়। কি করিবে সে? মদ খাইবে?

নিজের মনে সে মাথা নাড়িল। শান্তার আত্মহত্যা মদে ডুবিবে না, তাছাড়া ভাল অবস্থাতে যদি মদ খাওয়া অন্যায় হয় শান্তার অজুহাতে মদ খাওয়া অপরাধে দাঁড়াইবে। শান্তাকে সে ভালবাসে, তার জন্য শান্তা যদি এ কাজ করিয়া থাকে, নিজের অনুভূতিকে সে রেহাই দিবে না। মদ কেন, বিষ খাইলে তো মাথা ধরা একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায়,— কিন্তু বিষ খাওয়ার অধিকার তাহার কোথায়?

বাড়ী ফিরিয়া শান্তায় রুদ্ধ বাতায়নটাকে সে পাহারা ...। ওদিকে চাহিয়া তার বিনিদ্র রজনী কাটিয়া যাইবে। মদ খাওয়ার চেয়ে, বিষ খাওয়ার চেয়ে সে হইবে আরও বড় নেশা, আরও গভীর বিস্মৃতি।

•

অনেক রাত্রে, বোধ হয় বারটার পর, শান্তা আসিয়া জানালা খুলিয়া

এবং কয়েকটী অস্ফুট কাতরাণির শব্দ করিয়া মুহ্যমানের মত ঠেস দিয়া জানালায় বসিয়া রহিল।

বিমলের মাথা ঘুরিয়া গেল। একি আবির্ভাব! ঘুমের চাদরে পৃথিবীর সমস্ত শব্দ চাপা পড়িয়া গিয়াছে, আকাশের চাঁদের আলো শান্তার গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, ঘরের মধ্যে রহস্যময় নিষ্প্রভ নীল আলো। মাথায় তার ব্যাণ্ডেজের ঘোমটা, মুখের সবটা চোখে পড়ে না। বাঁ হাতটী গলায় বাঁধা থলিতে ঝোলানো। কাপড়ের এমন অসংযম যে দেখিলে কাঁদিতে ইচ্ছা হয়।

প্রাণপণ চেষ্টায় সে ঢুলু ঢুলু চোখ দুটী খুলিয়া রাখিয়াছে। কি দেখিবার কামনা ও চোখের কে জানে!

বিমল মৃদু অস্ফুট স্বরে নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকিল।

শান্তা বলিল 'কি?'

'এমন করলে কেন শান্তা? এ প্রবৃত্তি তোমাকে কে দিয়েছে।'

শান্তা মুহূর্ত্তে অভিমান করিয়া বলিল:

'বকছ কেন? আমি কি করেছি!'

বিমল কিছুক্ষণ কথা বলিতে পারিল না। ভয়ে তার দুর্ভাবনা উত্তেজনা পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। শান্তাও চুপ করিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে বিমল বলিল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে শান্তা?'

'না গো না, কষ্ট কিসের? তোমার কাছে আসবার জন্যেই তো ছটফট করছিলাম,—আমাকে আসতে দেয় না। যা খুসী করনা তুমি, আমার কষ্ট হবে কেন?' বলিয়া চাঁদের আলোয় সে একটু হাসিল 'আমার শুধু লজ্জা করছে। মিলি কি ভাববে?'

'কিছু ভাববে না শান্তা। তুমি শুয়ে থাকবে যাও।'

'যাই। কিন্তু মিলি নিশ্চয় যা তা ভাববে। ও কি জানে বল?

আমাকেও রাক্ষসী ভাববে, মনে করবে মানুষের জীবন নিয়ে আমি খেলা করি। আমি কিন্তু খেলা করি নি। করেছি ?'

'না। মিলি তোমাকে ওসব কথা বলেছে বুঝি ?'

'কই না। বলেনি। যদি বলে ?'

'বলবে না। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে শুয়ে থাক শান্তা। বুঝতে পেরেছ ?'

'পেরেছি।'

'কি বুঝেছ ?'

'গিয়ে শুয়ে থাকব, এইত ?'

'হ্যাঁ, যাও।'

শান্তার কথা কান্নায় জড়াইয়া গেল।—'তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন ? আমি কি করেছি ? আমি বাড়ী যাব না—তোমার কাছে থাকব। তাড়িয়ে দিও না আমায়—বাড়ী আমি যাব না, যেতে পারব না।'

বিমল বলিল 'অমন কোরো না শান্তা, আমার কান্না আসছে।'

শান্তা সভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

বিমল বলিল 'তোমায় আমি তাড়িয়ে দেব কেন মাথা কি তোমার খারাপ হয়ে গেছে শান্তা আমার মনের ইচ্ছাটা তুমি কি বুঝতে পারছ না ? তোমায় আমি যেতে বলিনি তো। বলেছি খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। তুমি ঘুমিয়ে পড়লেই আমি গিয়ে তোমার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে আসব।'

শান্তা থামিয়া থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল :

'চুমু দেবে ?'

'দেব। অনেক চুমু দেব।'

'আমি রাক্ষসী নই ?'

'না। তুমি লক্ষ্মী।'

'মিলি আমায় বকবে না ?'

'না, বকবে না। কখন তুমি শোবে শান্তা ? কখন কপালে হাত বুলাবো ?'

'যাচ্ছি গো, যাচ্ছি।'

শান্তা উঠিল এবং খাটের দিকে পা বাড়াইয়াই টলিয়া পড়িয়া গেল। শব্দও করিল না, উঠিবার চেষ্টাও করিল না।

বিমল পাগলের মত অধর আর ঝিকে ডাকাডাকি করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। অধর যেন ইহারই প্রতীক্ষা করিয়াছিল এমনি ভাবে নিঃশব্দ ছায়ার মত সে খোলা জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

'চিল্লিয়ে পাড়া মাত কোরো না।'

বলিয়া সে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। বিমল দেখিতে পাইল না কি অপরিসীম যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কত যত্নে শান্তার অচেতন দেহটা সে বুকে করিয়া খাটে তুলিয়া দিতেছে।

বিমল দুইহাতে জানালার শিক চাপিয়া ধরিয়াছিল, হাত সরাইতে গিয়া হঠাৎ সে মুঠ খুলিতে পারিল না। এত জোরে সে লোহার শিকে আঙ্গুল জড়াইয়া ছিল যে গাঁটগুলি সাদা হইয়া গিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দিন চারেক কাটিয়াছে।

সকাল বেলাটা বিমল অধরের বাড়ীর সামনে ছটফট করিয়া বেড়ায়। অধর বাহিরে আসিলে বাঘের মত হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া থাকে।

প্রথম দিন অধরকে শান্তার খবর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

'উনি কেমন আছেন, অধর বাবু?'

অধর বলিয়াছিল 'বিমল, আমার সংযমের একটা সীমা আছে। বাড়ীতে একটা গুলিভরা রিভলভারও আছে। মানুষের জীবন মৃত্যুর কোন দামও আমার কাছে নেই—আমার নিজেরও না। অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে কেন নিজের প্রাণটা হারাবে—আমাকে ফাসি কাঠে ঝোলাবে? তোমাকে আমি অন্য শাস্তি দিতে চাই—আমার সে সাধে বাদ সেধো না।'

আরও শাস্তি? বিমলের ইচ্ছা হইয়াছিল অধরের মুখের উপরে হাসিয়া ওঠে, বলে, ধন্যবাদঃ আমার তবে এখানে আশা করার কিছু রইল! কিন্তু সে হাসিতেও পারে নাই, কিছু বলিতেও পারে নাই।

অগত্যা বিন্দু ঝির কাছে বিমল খবর জিজ্ঞাসা করে। খবর আর কি, রাত্রে জ্বর খুব বাড়ে, দিনে একটু কম থাকে, কেষ্ট ডাক্তার একবার করিয়া দেখিয়া যায়, বাঁচিবে বলিয়াই ভরসা করা চলে।

'ভাল সেবা হচ্ছে তো ঝি?'

'আমাকে বিন্দু বলবেন বাবু।'

'ভাল সেবা হচ্ছে তো বিন্দু?'

'হচ্ছে বৈকি বাবু।'

'কে সেবা করছে?'

'বাবু করছেন, আমি করছি—'

'বাবু সেবা করেন?'

'মিথ্যে বলব না, পুরুষ মানুষ যতটা পারে তা তিনি করেন।'

তারপর বিন্দু পাল্টা প্রশ্ন করে 'আপনি এত খোঁজ খবর নেন কেন বলুন তো?'

'এমনি। এই টাকা দুটো নাও বিন্দু, জলটল খেও।'

বিন্দু হাত পাতিয়া টাকা নেয়। বিমল বলে 'ভাল করে সেবা কোরো, গিন্নিমা সেরে উঠলে তোমায় আমি পুরস্কার দেব—তোমায় খুসী করে দেব বিন্দু।'

বিন্দু একটু হাসে। এত দরদ! বলে 'সাধ্য মত করব বৈকি—আমার তো মানুষের প্রাণ!—বলতে হবে কেন!'

বিমল ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা বিন্দু, তুমি ঠিক জান সেদিন ঝগড়া বিবাদ হয় নি?'

বিন্দু একটু ভাবে।

'না বাবু। একটা উঁচু কথা শুনিনি। বাবু কাপড় জামা পরে বেরিয়ে যাবার পর গিন্নিমা হুড়মুড় করে ছাত থেকে পড়লেন। ভগবান জানে আঁধার ছাতে সেদিন কার আসা হয়েছিল!'

মানে ভূত। কীর্ত্তিটা ভৌতিক, বিন্দুর এরকম সন্দেহ আছে।

কেষ্ট ডাক্তারের কাছে গেলে ভাল খবর পাওয়া যায় কিন্তু যাওয়ার সাহস বিমলের হয় না। সে যদি বলে, বাঁচিবে না, বাঁচিবার আশা কম?

রাত্রি গভীর হইয়া আসিলে দেয়াল ধরিয়া হামা দিয়া মেঝেতে গড়াইয়া নিজেকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া জানালায় উপস্থিত হয়। না গিয়া তার উপায় নাই। জানালাটা তাহাকে অনিবার্য্য শক্তিতে টানিয়া নিয়া যায়। কোন সার্থকতার লোভে নয়, কোন ব্যথা বিস্মৃতির জন্য নয়, তার বহু অভিনীত অভিসারের পুনরাভিনয়ের জন্য প্রতিরাত্রে ওখানে তাহাকে যাইতেই হয়।

কেন যায় সে জানেনা, জানিয়া বুঝিয়া সে যায় না। সে শুধু যায়।

নিজের জানালায় দাঁড়াইয়া বিমলের হাত পা কামড়াইতে ইচ্ছা হয় শিকে জড়ানো আঙ্গুলের গাঁটগুলি একমুহূর্ত্তে সাদা হইয়া যায়।

কিন্তু সে কৌশল করে।

বলে 'আমার অসুখ করেছে শান্তা।'

'ওমা, অসুখ কেন? ওষুদ খেও।'

সারাদিন শান্তা আর কারো কথা বুঝিতে পারে না, ডাকিলে শুধু সাড়া দেয় কিন্তু কথা বলে না। তাহার বিকারগ্রস্ত মন শুধু বিমলের কথার কিছু কিছু অর্থ বুঝিতে পারে।

বিমল বলে 'আমার ভারি অসুখ করেছে শান্তা, — আমি দাঁড়াতে পারছি না। ভয়ানক অসুখ করেছে বলে আমার এখানে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ? আমার অসুখ হয়েছে— ভয়ানক অসুখ হয়েছে—এত অসুখ হয়েছে যে দাঁড়াতে মাথা ঘুরছে। তুমি শোবে যাও শান্তা, আমি ঘুমোব। বুঝতে পারছ কি বললাম তুমি শোবে যাও—আমি ঘুমোব। শোন, আমার অসুখ করেছে, আমি দাঁড়াতে পারছি না, তুমি শুতে যাও, আমি ঘুমোব। অসুখ সেরে গেলে তোমায় ডাকব। আমি না ডাকলে তুমি কিন্তু জানালায় এসো না শান্তা বিছানা ছেড়ে উঠো না। বল, উঠবে না? আমি না ডাকা পর্য্যন্ত শুয়ে থাকবে?'

এমনি ভাবে একই কথা বারংবার আবৃত্তি করিয়া সে শান্তাকে বোঝায়। শান্তা ছেলেমানুষীর মত প্রশ্ন করে; বিমলের কথার অন্য অর্থ করিয়া কাঁদে, বিমলকে কাছে, আরও কাছে আসিবার জন্য মিনতি করে। শেষে ধীরে ধীরে সে বিমলের কথা বুঝিতে পারে। দেয়াল ধরিয়া হামা দিয়া মেঝেতে গড়াইয়া সে খাটের কাছে সরিয়া যায়, তখন আর বিকারের জন্য তার যে অস্বাভাবিক জ্ঞানটুকু আসিয়াছিল সেটুকু অবিশিষ্ট থাকে না। খাটে উঠিবার চেষ্টা না করিয়া সে মেঝেতেই শুইয়া পড়িতে চায়। কে তাহাকে সযত্নে বিছানায় উঠাইয়া দেয় সে তাহা জানিতেও পারে না।

বালিশের আশ্রয়গুলি ঠিক করিয়া দিয়া অধর জানালা বন্ধ করিতে আসে।

বিমল কাঁদ' কাঁদ' হইয়া বলে, 'অধরবাবু, আপনার কি দয়ামায়া নেই, আপনি কি মানুষ নন্ কি বলে আপনি ওঁকে উঠে আসতে দেন?'

অধর সংক্ষেপে বলে, 'গায়ের জোরে ওকে আমি কখনো আটকাই নি। ও যদি উঠে আসে আমি কি করব?'

'একি আপনার নিজের কথা ভাববার সময়?'

'আবোল তাবোল বোকো না। ওষুদ খেতে না চাইলে জোর করে ওষুদ খাওয়াই, মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলতে চাইলে বাধা দি। আমার যতটুকু করার অধিকার আছে আমি তা করি।'

সে জানালা বন্ধ করিয়া দেয়।

পরদিন বিমল অন্য কৌশল করে।

'আমি কাল বাইরে যাব শান্তা, সাত আটদিন আসব না। শুনছো? আমি কাল চলে যাব, কাশী চলে যাব। সাত আটদিন আসব না। বুঝতে পারলে?'

'কোথায় যাবে?'

'কাশী যাব।'

'কেন যাবে?'

'বেড়াতে যাব। সাত আটদিন আমি থাকব না শান্তা। তুমি জানালায় এসোনা। আমি না থাকলে তুমি বিছানা ছেড়ে উঠবে কেন? বুঝতে পারছ? আমি থাকব না। তুমি বিছানা ছেড়ে উঠবে না। ফিরে এসে আমি তোমায় ডাকব।'

আস্তে আস্তে এই কথাগুলি সে বহুবার আবৃত্তি করে।

'আমি কার কাছে থাকব?' বলিয়া শান্তা কাঁদিতে আরম্ভ করে।

মাঝখানে ব্যবধান শুধু দু'সারি শিকের। এ ঘরের আলো ওঘরে যাইতে পারে, এ ঘরের বাতাস ওঘরে বহিতে জানে। বিমল হাত উচু করিলে হাতের ছায়া শান্তাকে ছুঁইতে পারে। তবু মাঝখানে দু'সারি শিকের ব্যবধান।

দুটী শিকের মাঝে বিমল জোরে মাথা গুঁজিয়া দেয়। শান্তার কান্না থামাইতেই তার অনেক সময় যায়। তারপর আবার সে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করে।

শেষে শান্তা বোঝে এবং প্রতিজ্ঞা করে যে বিমল ফিরিয়া না আসিলে, নাম ধরিয়া তাহাকে না ডাকিলে, সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিবে না।

কিন্তু পরদিন তাহার প্রতিজ্ঞার কথা মনে থাকে না, আরও দুর্ব্বল আরও অশক্ত দেহটা সে জানালায় টানিয়া আনে।

পরমাত্মীয়ের দেহে প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের মত বিমল তখন শেষ চেষ্টা করিয়া ছাখে।

রূক্ষ কঠোর স্বরে বলে, 'কি চাও তুমি কেন জানালায় এসেছ ?'

শান্তা কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলে, 'বকছ কেন ?'

'বকব না ? কেন তুমি আমাকে বিরক্ত কর ?'

শান্তা কাঁদিয়া বলে, 'কি বিরক্ত করেছি ?'

বিমল বলে, 'কি বিরক্ত করেছি! তোমার লজ্জা করে না জানালায় আসতে ?' অবাধ্য কোথাকার বলিয়া সে সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দেয়।

কিন্তু পরদিন জানালার ফাঁক দিয়া সে হতাশ হইয়া চাহিয়া ছাখে। ডান হাতটী দিয়া জানালার শিক ধরিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টায় শান্তা হাঁপাইতেছে। কোন বাধা নিষেধের কথা সে জানে না, বিমলের বারণ, দেহের যাতনা কিছুই তাহাকে বিছানায় ধরিয়া রাখিতে পারে না। কোন্ যুক্তি কোন্ কৌশলে বিকার-গ্রস্তার এ অন্ধ আবেগ বিমল ঠেকাইয়া

রাখিবে? কোন্ বিরুদ্ধ প্রেরণা দিয়া সে শান্তার বিবেচনাহীন প্রেরণাকে প্রতিহত করিবে?

জানালা খুলিয়া বিমল সহসা এক বুদ্ধি খুঁজিয়া পায়। অনেক কৌশলে, অনেক পরিশ্রমে শান্তার মামার নাম ও ঠিকানাটী সে বাহির করিয়া নেয়। আজ আর শান্তার ফিরিয়া যাওয়ার ক্ষমতা থাকে না, অথচ তাহার অচেতন দেহটা জানালা হইতেই তুলিয়া নিয়া যায়।

সকালে শান্তার মামার কাছে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়া আসিয়াও নিজেকে বার বার বিমল মূর্খ বলিয়া অভিহিত করিল। যে আত্মীয়-স্বজন আছে এবং খবর পাইলে তারা যে ছুটিয়া আসিবে একথাটা তার আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল। শান্তার বিপজ্জনক বাতায়ন অভিসার বন্ধ করিতে সম্ভব অসম্ভব কত কৌশলই সে করিয়াছে! অথচ এই সহজ উপায়টীর কথা তার মনে হয় নাই।

ক'রাত্রি একরকম জাগিয়া কাটিয়াছে, তুপুরে বিমল ঘুমাইয়া পড়িল ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল যে শান্তা ভাল হইয়া গিয়াছে এবং যে ভয়ানক শাস্তি সে ভোগ করিয়াছে, সেটা ব্যর্থ হয় নাই। শান্তা সেই সন্ধ্যার কথা ভুলিয়া গিয়াছে, বাতায়ন অভিসারের স্মৃতি তার মনে এত অস্পষ্ট যে এ জন্মে ঘটিয়াছিল কিনা সন্দেহ হইতেছে এবং বিমলকে সে আর ভালবাসে না।

ঘুম ভাঙ্গিবার পর বিমল চোখ মেলিল না, পাশ ফিরিয়া স্বপ্নের তৃপ্তিটুকু উপভোগ করিতে লাগিল। স্বপ্নটা ঠিক স্বপ্নের মত যুক্তিহীন নয়। এমন একটা মানসিক বিপর্য্যয়ের পর শান্তা তাহার তু'দিনের ভাল-বাসার ইতিহাসটুকু ভুলিয়া যাইতে পারে বৈকি! ওর মন একেবারে বদলাইয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নয়। ভবিষ্যৎ স্থায়ী শান্তির জন্ম শান্তার

এমনি একটা ভয়ঙ্কর দুর্ভোগের যে প্রয়োজন ছিল, এ চিন্তায় বিমল ভারি একটা সান্ত্বনা পাইল।

প্রমীলা কি একটা কলম খুঁজিতে ঘরে আসিয়াছিল, গোপনে নগেনকে একখানা পত্র লিখিবে। ষ্টেসনে সেদিন সে যাহাই বসিয়া গিয়া থাক তখনকার মত তাই নিয়া খুসী হইলেও পরে প্রমীলা ভাবিয়া দেখিয়াছে এভাবে সে থাকিতে পারে না। থাকা উচিত নয়। এভাবে নগেন তাকে রাখিতে পারে না, সে অধিকার নগেনের নাই। সে গরীব গৃহস্থের মেয়ে, তার কাছে অতখানি আধুনিকতা আশা করাই নগেনের অন্যায় হইয়াছে। সে বিবাহ বোঝে, সংসার বোঝে, নগেনের মুখ চাহিয়াও জীবনে আর কোন অসাধারণত্বকে সে প্রশ্রয় দিবে না। স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করিয় লিখিবে।

বিমল চোখ মেলিয়া বলিল 'কিরে মিলি ?'

'তোমার কলমটা নিতে এলাম। দেবে না ?'

'নে, নিব ভাঙ্গিস না। তোর চোখের নীচে কালি পড়েছে মিলি। তার রঙ্ এমন বিশ্রী ফর্সা যে মনে হচ্ছে চোখে দোয়াতের কালি লাগিয়েছিস্।'

'কাল ঘুমোতে পারিনি।'

'আমি চার রাত ঘুমোইনি। বোস্না, তোর সঙ্গে একটু গল্প করি।'

প্রমীলা বসিল। বলিল 'রাতদুপুরে বারান্দায় দুম্দাম্ পা ফেলে হাঁটো কেন বলত ? মা বাবা দুজনেই টের পেয়েছিল। সকালে কত পরামর্শ হ'ল।'

'কিসের পরামর্শ রে ?'

'তোমার একটী বৌ আনবার।'

'ও, বৌ। ছেলে রাতদুপুরে বারান্দায় পায়চারি করলে বুঝি বৌ আনতে হয় ?'

'সাধারণ ছেলেদের জন্য তাই ব্যবস্থা।' প্রমীলা গম্ভীর হইয়া গেল।

'ব্যবস্থাটা ভাল দাদা। যে ছেলে পড়াশুনা করে তারপর চাকরী করে তারপর বিয়ে করে—'

'তারা জীবনে সুখী হয়। সুখটা সত্যি সুপ্রাপ্য মিলি। বোধ হয় সেই জন্যই কারো কারো সুখে মন ওঠে না।'

দুঃখ চায়।'

'এবং রাশি রাশি পায়।'

প্রমীলা হাসিয়া বলিল 'দুঃখটাও তো তাহ'লে সুপ্রাপ্য দাদা!'

'তা নয়। সহজে এলে কি হবে, অনেক দাম দিতে হয়।'

প্রমীলা একটু ভাবিয়া বলিল 'কিন্তু যাই বল, দুঃখের মধ্যে কেমন যেন যুক্তি নেই। এ যেন নিজের ঘরে আগুন দিয়ে মজা দেখা। তা ছাড়া আগুনটা ছড়ায়—আরও দু'চারটে বাড়ী পোড়ে। একা একা কেউ দুঃখ পেতে পারে না, ওর মধ্যে দু'চার জন জড়িয়ে থাকবেই—কি দাদা?'

বিমল জানালায় ছুটিয়া গেল।

'অধরবাবু! অধরবাবু! ঝি, ও ঝি!'

বিমলের পাশে দাঁড়াইয়া প্রমীলা চাহিয়া দেখিল ও বাড়ীর জানালায় ডানা ভাঙ্গা পাখীর মত ঘাড় গুঁজিয়া শান্তা পড়িয়া আছে। সে নিশ্চল, সে নিস্পন্দ, ভয়াবহ তাহার সেই অস্বাভাবিক অবস্থান। মাথার ব্যাণ্ডেজটা রক্তে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে।

অধর আজ কোন মন্তব্য করিল না। বিমলের পাশে প্রমীলা দাঁড়াইয়া আছে শুধু এই জন্য নয়, শান্তার দিকে তাকানো মাত্র বোঝা যাইতেছিল সে মরিয়া গিয়াছে।

তবু অধর একবার তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল।

প্রমীলা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল 'কি দেখলেন?'

অধর মাথা নাড়িয়া বলিল 'নেই। শেষ হয়ে গেছে।'

বিমল কাতরাইয়া উঠিল 'অধরবাবু, আপনার পায়ে পড়ি অমন করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ওকে তুলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন, একজন ডাক্তার ডাকুন। এখনো হয়তো প্রাণ আছে।'

অধর শান্ত স্বরে বলিল 'এসো, নিজেই দেখে যাও। শান্তা নেই বিমল, সে স্বর্গে চলে গেছে।'

'তবু একজন ডাক্তারকে আপনি ডেকে পাঠান অধরবাবু।'

'বেশ, পাঠাচ্ছি ডেকে। কিন্তু তুমিও একবার নিজে দেখে যাও।'

অধর আস্তে আস্তে জানালার পাটটী ভেজাইয়া দিল এবং ঘরের মাঝখানে সরিয়া যাইতে গিয়া অন্ধের মত দুই হাত সামনে বাড়াইয়া হঠাৎ সে শান্তার দেহের পাশে পড়িয়া গেল। তার দুই হাতের আঙুলগুলি শক্ত মেঝেটাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য নিষ্ফল আঁচড় দিতে লাগিল। এবং দেখিতে দেখিতে চার পাঁচটা আঙুলের ডগা দিয়া রক্ত বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু ঘরের বাহিরে বিন্দুর পায়ের শব্দ পাওয়ামাত্র সে তীরবেগে উঠিয়া বসিল, বলিল 'সব কষ্ট শেষ হয়েছে বিন্দু। ভগবান মুক্তি দিয়েছেন। রাখালবাবুকে খবর দিয়ে আয়ত।'

বিনা বাক্যব্যয়ে মড়াকান্না আরম্ভ করিয়া দিয়া বিন্দু বাহির হইয়া গেল।

অধর জানালা বন্ধ করিয়া দিতে বিমল বলিল 'তাহ'লে সত্যি শেষ হয়ে গেছে!' বলিয়া সে জানালাতেই বসিয়া পড়িতে যাইতেছিল, প্রমীলা তার হাত ধরিয়া হ্যাঁচকা টান দিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

'ছুটে যাও দাদা, ছুটে যাও—দেখে এসো। কথা ক'য়োনা কথা কইবার সময় নেই, যাও।'

বিমল একমুহূর্ত্ত নড়িতে পারিল না, প্রমীলার রক্তহীন মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিল গভীর রাত্রে। শান্তা যে সময়ে জানালায় আসিত সেই সময়।

প্রমীলা নীচে জাগিয়া বসিয়াছিল, বলিল 'কলতলায় কাপড় রেখেছি ; স্নান করে আর কাজ নেই, কাপড়টা ছেড়ে ফেল শুধু।'

'কেন, কাপড় ছাড়ব কেন ?'

'শ্মশান ? শ্মশানে আমি যাইনি। গেলেও কাপড় ছাড়তাম না। একগ্লাস জল দে।' জল আনিয়া প্রমীলা দেখিল বিমল হুড়হুড় করিয়া জল ঢালিয়া স্নান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া জামা হাতে করিয়া বিমল উপরে গেল।

জলের গ্লাস তাহার হাতে দিয়া প্রমীলা বলিল 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?'

'গড়ের মাঠে শুয়েছিলাম। একটা কথা আমায় বলতে পারিস মিলি ? রাত্রে শান্তাকে নিয়ে গেলে রাত্রে আর ফেরা যাবে না বলে তাড়াহুড়ো করে দিনে দিনেই ওকে নিয়ে গেল কেন ?'

'ওরকম নিয়ম আছে একটা।'

'ওরকম নিয়ম হ'ল কেন রাত্রে সকলের ঘুম পাবে, ভাল করে না পুড়িয়ে ফিরে আসবে, এই ভয়ে ?'

'না, সেজন্য নয়। নিয়মটা শুধু রাত্রির জন্য নয়। দিনে নিয়ে গেলে দিনেও ফিরতে নেই।'

'অদ্ভুত তো ! একটা কিছু মানে নিশ্চয় আছে। আচ্ছা ধর, এমন তো হ'তে পারে যে, আলোতে যে যায় অন্ধকারে সে ফিরতে পারে না ?'

প্রমীলা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। অমন ভয়ে ভয়ে ঘরের চারিদিকে বিমল তাকায় কেন !

বিমল শুইয়া পড়িয়াছিল, প্রমীলা বলিল 'কে ফিরতে পারে না দাদা ?'

বিমল খানিক চোখ বুজিয়া থাকিয়া বলিল 'আলোটা আজ আর নিভিয়ে কাজ নেই মিলি—জ্বলুক।'

'আচ্ছা।'

'তোকে বলতে দোষ নেই, অন্ধকারে ঘুম আসবে না।'

'আমি বসছি,—তুমি ঘুমোও।'

'ঘুমটুম আমার আর কোনদিন সবে না।'

অথচ চার-পাঁচদিন পড়িয়া পড়িয়া সে শুধু ঘুমাইল। এমন আশ্চর্য্য ঘুম প্রমীলা জন্মে ছ্যাখে নাই। প্রমথ নিজে চারটাকা ভিজিট দিয়া পাড়ার একজন ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়া আসিলেন, বিমলের জাগিয়াও ঝিমানোর সময়ে একখানা ছুটির দরখাস্ত লিখাইয়া আপিসে পাঠাইয়া দিলেন। আঁতুড়ে অনুরূপা শিশুটীকে বাঁচানোর চেষ্টার ফাঁকে ফাঁকে বড় ছেলের জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে বধূ আনিবার কথাটা স্বামীর সঙ্গে দিবারাত্র আলোচনা করিল। আর সকলের সেবা করিতে করিতে মনস্থির করিয়া নগেনকে চিঠি লেখার সময় প্রমীলা করিয়া উঠিতে পারিল না।

তারপর বিমলের ঘুম স্বাভাবিক হইয়া আসিল বটে কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া তাহার মেজাজ এমন রুক্ষ হইয়া রহিল যে বাড়ীশুদ্ধ সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

বিমলের মেজাজ শোধরাইল অকস্মাৎ। বিনা নোটিশে সে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কিছুতেই বিরক্ত হয় না, রাগের কারণ থাকিলেও রাগ করে না, ঘাড় গুঁজিয়া খায়, আপিস যায়, বই পড়ে আর ভাবে।

নবম পরিচ্ছেদ

শান্তার মৃত্যুর জন্য প্রমীলা মনে মনে বিমলকে অনেকখানি দায়ী করিয়াছিল। শান্তা যে খেলা করিতেছিল এটা সে পছন্দ করে নাই, শান্তাকে সে একেবারে নির্দ্দোষী মনে করে না, কিন্তু খেলা করার অপরাধে ওকে অতবড় শাস্তি বিমল কি বলিয়া দিল! বিমল দৈত্য না দানব?

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দাদার অবস্থা দেখিয়া প্রমীলা অল্প বিস্তর মত

পরিবর্ত্তন করিল। সে ভিতরের খবর কতটুকু জানে যে বিচার করিতে বসিয়াছে? শান্তা যা করিয়াছে হয়ত নিজের দায়িত্বেই করিয়াছে, কারো কাছে প্রেরণা ভিক্ষা করে নাই।

এমন কি বিমলকে সে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া দেখিল।

বলিল 'লোকের বৌ মরে জানত দাদা? অনেক দিনের চেনা সন্তানের মা ভালবাসার বৌ? মরেত?'

'মরে।'

'তার শোকও মানুষ ভুলে যায়। তোমার বৌ মরেনি। তোমার এ রকম শোকের মানে কি?'

'মানে নেই।'

'তবে?'

'তবে আবার কি? মানে নাইবা রইল, শোক থাকলেই হ'ল।'

'তা কেন থাকবে? দুঃখ থাকে থাক, শোক থাকবে কেন?'

'সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না মিলি।'

প্রমীলা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল 'আমার কথাগুলি তুমি বড় হাল্কা ভাবে নিলে দাদা।'

বিমল শুধু বলিল 'না। হাল্কা ভাবে নিইনি।'

প্রমীলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

'তুমি জান শান্তার না মরলে চলত না?'

'কার চলত না?' বিমল সচকিতে জিজ্ঞাসা করিল।

'শান্তার চলত না। মরে ও মুক্তি পেয়েছে। মরণ ওর সমাপ্তি নয়, সমাধান। ও ছিল খোঁটায় বাঁধা জীব, কিন্তু এমন অবস্থাই সৃষ্টি হ'ল সামনে হো'ক পিছনে হো'ক না চলে ওর উপায় রইল না। সেটা কি রকম ভয়ানক অবস্থা ভেবে ছাখো তো? মরে ওর সে সমস্যার মীমাংসা হয়েছে।'

'খোঁটা উপড়ে গেলে আরও ভাল মীমাংসা হ'ত।'

'অবুঝের মত কথা বোলো না দাদা। ওর জী[illegible] সে কি সম্ভব ছিল? না দাদা, শান্তার মৃত্যুকে তুমি মেনে নাও।'

'না মেনে পথ কোথায় রে?'

'এভাবে মানা নয়। মেনে নেও যে ও সহজ ভাবে মরেছে,—আর দশটী বৌ এর মত ওরও স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।'

'এটা মেনে নিলে কি হবে?'

'ওর জন্য তোমার শোক স্বাভাবিক হয়ে আসবে। জান দাদা, শান্তা তোমাকে ক্ষমা করে গেছে।'

বিমলের স্তিমিত চোখ দুটী অনেকখানি খুলিয়া গেল ক্ষুব্ধ কঠোর স্বরে সে বলিল 'বড় হয়ে তুই বড় অসুবিধায় ফেলেছিস মিলি,—তোকে ধমক দিতে বাধ' বাধ' ঠেকে। যা বুঝিস না তাই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিস না যা তুই।'

প্রমীলা উঠিয়া গিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

অথচ এসব আলোচনা অনাবশ্যক নয়। শান্[illegible] যে ভাবে মরিয়াছে, শান্তার কথা বলিতে তার ভাল লাগা উচিত। [illegible] উপড়ানোর কথা হইতে তাহারা অনায়াসে সমাজ সমস্যায় আসিয়া পা[illegible] পারিত। বিমল উত্তেজিত হইয়া তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যের সাহায্যে তার [illegible]নোবেদনা, তার নালিশ ব্যক্ত করিতে পারিত। মানুষ তো সকল অবস্[illegible]ই শিশু। যে চৌকাটে হোঁচট লাগিয়াছে সেটীকে আঘাত করিতে [illegible]লে মানুষ অনেকখানি তৃপ্তি পায়।

শান্তার সম্বন্ধে বিমলের এমন কঠোর বাক সংযম কেন?

কিন্তু প্রমীলা ছাড়িল না। বিকালে বিমল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে বলিল 'শান্তা ক্ষমা করে গেছে বলাতে তখন চটলে যে? ক্ষমা বললে অপরাধের কথা এসে পড়ে এই জন্য? তুমি বলতে চাও তোমার

কোন অপরাধ ছিল না ? নিজেকে ভুলিও না দাদা। খঁাচা ভাঙ্গবার ক্ষমতা নেই কিন্তু ঘেরাটোপ তুলে তুমি খঁাচার পাখীকে আকাশ দেখিয়েছিলে।'

'সেটা পাখীর সৌভাগ্য।'

'কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রনা দাদা,—কেঁদে ফেলব। মরুর পাখীকে তোমার সবুজ সম্পদটুকু দেখিয়ে ভোলাবার অধিকার কেউ তোমাকে দেয়নি। তুমি অন্যায় করেছিলে।'

বিমল বলিল 'অধিকারের কথাটা না বললে তোর উপমা জোরালো হো'ত।'

এবার প্রমীলা রাগ করিল।

'তাহ'লে স্পষ্ট কথা বলি তুমি ভেবোনা তোমার মনের কথাটা আমি বুঝতে পারছি না। যে কীর্ত্তি তুমি করেছ, সে বিষয়ে তোমার থিয়োরি আর প্রিনসিপ্‌ল্‌ তোমারি থাক,—ওরকম করার অধিকার তোমার ছিল না। যে শিশু তাপ চায়, পুড়তে চায় না, অভিজ্ঞতার অভাবে তাপের খোঁজে সে যদি আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়তে চায়, তুমি তাকে সেখানে পৌঁছে দেবে ? শান্তা কি চেয়েছিল সে তো তুমিও জান···আমিও জানি !'

বিমল ধীরে ধীরে বলিল 'দূর থেকে তাপ চেয়ে কাছে এসে শান্তা যে আগুনে পুড়তে চায়নি, এটা তুই কি করে জানলি ?'

বলিয়া বোনের উপর অভিমান করিয়াই সে যেন তার কথাটাকে আদালতের যুক্তি তর্কে টানিয়া নিয়া গেল।

'ও যে আমাকে পোড়াতে বাধ্য করেনি তাই বা তুই অনুমান করলি কিসে ?'

প্রমীলা থতমত খাইয়া গেল। বদমেজাজী বিমল যে তাহাকে এতক্ষণ বরদাস্ত করিয়াছে, এটাও এতক্ষণে তার খেয়াল হইয়াছে।

বিমলের যুক্তিটা প্রমীলা খানিকক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিল। তারপর একটু ভয়ে ভয়েই 'তবু, একজনের মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে—'

'মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা!' বিমল সিধা হইয়া গেল, 'বোকার মত কথা বলিস কেন? মুহূর্ত্তের দর্ব্বলতায় বড় জোর একটা কবিতা লেখা যায় তার বেশী কিছু হয় না।'

প্রমীলা আর কথা বলিবার সাহস পাইল না। [illegible]ার কাছে এখনো তার অনেক শিখিবার আছে, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় যা তার অনেক দিন আগে শেখা উচিত ছিল। বাস্তবিক দুর্ব্বল মানুষের আবার মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা কি?

বিমল বলিল 'আজ সজনীবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। একটা মজার খবর শুনলাম।'

'কি খবর?'

'তোর বিয়ে—সামনের শুক্রবার।'

'মানে?'

'মানে, নগেন কাকীমাকে একখানা চিঠি লিখেছে। চিঠির আসল খবরটা এই যে শুক্রবার অর্থাৎ কাল তোর বিয়ে হবে।'

প্রমীলার মুখ সাদা হইয়া গেল।

'একথা লেখার মানে কি দাদা?'

'আমিও কিছু তাই ভাবছি। বোধ হয় কিছু শুনে থাকবে।'

প্রমীলা অল্প একটু মাথা নাড়িল।

'কলকাতা থেকে তুচ্ছ প্রমীলার সম্বন্ধে উড়ো খবর লাক্ষৌ পর্য্যন্ত যায় না।'

'এটা ওর বানানো কথা।'

'লাবণ্যের চালও হতে পারে।'

'না। নিজে না জানলে কারো মুখ থেকে একথা শুনলে বিশ্বাস করবে না।

আমাদের বাড়ীর কেউ না বললে—'

বিমল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল 'একটা সামান্য কথা নিয়ে তুই যে ক্ষেপে গেলি মিলি !'

'প্রমীলা ম্লান মুখে বলিল 'না, ক্ষেপিনি।'

পরদিন মোটা টাকায় ইন্সিওর করা এক পার্শ্বেল আর দুখানা চিঠি আসিল। একখানা চিঠি আর পার্শ্বেলটী বিমলের নামে, অন্য চিঠিটা প্রমীলার। পার্শ্বেল খুলিতে সোনা আর হীরার ঝলকে ভাইবোনের চোখ ঝলসিয়া গেল।

প্রমীলার বিবাহে নগেন উপহার পাঠাইয়াছে।

বিমলের পত্রখানা সংক্ষিপ্ত, সুরটা অপমানিত বন্ধুর। নগেন লিখিয়াছে ঃ গোপনতার কি প্রয়োজন ছিল? যে প্রয়োজনই থাক, প্রমীলাকে সে স্নেহ করে। তার স্নেহের নিদর্শনটী ফেরত দিয়া তাকে যেন অবহেলার উপর অপমান করা না হয়।

প্রমীলার পত্রখানা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। সুরটা আহত অভিমানী প্রেমিকের।

শেষটুকু এই ঃ আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কি করলে তোমার পাথরের মত শক্ত বুকে একটু আঁচড় কাটা যাবে বসে বসে তাই ভাবছি। তুমি সুখী হও এ কামনা আমি করি কিন্তু তোমার জন্য আমি অসহ্য মনোবেদনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছি ভেবে সারাজীবন তুমি যে অতিরিক্ত সুখ পাবে আশা করছ সেটুকু তোমাকে দেবার মত উদারতা আমার নেই। আমার এ হীনতাকে তুমি ক্ষমা কোরো।'

বিমলের আজ ভয় হইয়াছিল।

'কি লিখেছে রে?'

প্রমীলা চিঠিখানা তার হাতে দিল। পড়িয়া শেষ করিয়া সে চাপা গলায় বলিল 'রাস্কেল'।

প্রমীলা কান্না চাপিয়া বলিল 'শেষটা পড়লে দাদা? আমি ওরকম হীন?'

বিমল নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করিল 'শোন্, নগেন একটা রাস্কেল।'

প্রমীলা এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

'এটা হ'ল লাবণ্যকে বিয়ে করার ভূমিকা।'

প্রমীলার ভাব দেখিয়া মনে হইল ইহা সে জানিত।

বিমল চকচকে গয়নাটা হাতে তুলিয়া নিল।

'আর এটা হ'ল আমার বোনের সঙ্গে খেলা করার দাম। আমার বোনকে পাঠাবার সাহস পায়নি, আমাকে পাঠিয়েছে। ওকে যে আমি রাস্তায় ধরে জুতোব না সে শুধু এই অনুগ্রহের জন্য মিলি। দামটা তোকে পাঠায় নি, আমায় পাঠিয়েছে।'

প্রমীলার মাথা ঘুরিতেছিল। কিন্তু সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'নগেন কেন রাস্কেল জানিস? লাবণ্যকে বিয়ে করার জন্য নয়। দুর্ব্বল মানুষ ওরকম করে। এইরকম চিঠি আর গয়না পাঠিয়েছে বলেও ওকে আমি রাস্কেল বলিনি মিলি। নিজের দুর্ব্বলতাকে ঢাকবার জন্য এরকম কাজ দুর্ব্বল মানুষ করে। ও রাস্কেল অন্য কারণে। আমরা ভূমিকাটা ধরতে পারব একথা জেনে ও এই চিঠি লিখেছে। গয়নাটা কিসের দাম বুঝতে পারব জেনে গয়না পাঠিয়েছে। ওর প্রকৃতি হ'ল এই। আর সেই জন্যেই ও রাস্কেল। চোখে ধূলো দিতে পারবে না জেনেও আমাদের চোখে ধূলো না ছুঁড়ে ও থাকতে পারেনি—ও এতবড় রাস্কেল!'

প্রমীলাকে বিমল নিজের ঘরে টানিয়া নিয়া গেল। দুই কাঁধ ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে বিছানায় বসাইয়া দিল।

'আজ তোর কোন কাজ নেই, কোন দায়িত্ব নেই। কেউ তোকে ডাকবে না। এখানে বসে রাস্কেলটার কথা ভাব আর ঘেন্না করতে শেখ। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তোর গরীব আর সাদাসিধে বর এনে দেব,—তাকে তোর ভালবাসতে হবে।'

প্রমীলা বলিল 'না।'

'না! না কেন?'

প্রমীলা চুপ করিয়া রহিল।

'না কেন শুনি? তুই কি নাটক করতে চাস নাকি? নগেনের জন্ম তোর মাথাব্যথা থাকতে পারে না। রাস্কেল মানুষের সম্বন্ধে লোকে ভুল করে, কিন্তু তাকে ভালবাসে না।'

প্রমীলা শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

'মন শক্ত কর। আমি তোকে কথা দিচ্ছি বিয়ের সাত দিনের মধ্যে রাস্কেলটাকে তুই ভুলে যাবি।'

প্রমীলা বলিল 'না'।

'না কি রকম? আমি তোকে ঠকাব না মিলি।'

'সে হয় না।'

বিমল নিঃশব্দে তার চেয়ারে বসিয়া পড়িল। একদিন আর একজনের মুখে সে এই কথা শুনিয়াছিল। শান্তা যেদিন তার সঙ্গে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে রাজী হয় নাই সেদিন।

নীচে রান্নাঘরে ভাত পোড়া লাগা পর্য্যন্ত দুইজনেই চুপচাপ বসিয়া রহিল। পোড়া গন্ধ নাকে লাগিতে প্রমীলা উঠিল।

বিমল বলিল 'বোস।···হয় না, না? বেশ! না হয় না হবে! একজন মরে বেঁচেছে তুই বেঁচে মরে থাক। কিন্তু নগেনকে আমি শাস্তি দেব মিলি।'

'কি লাভ হবে?'

'লাভ না হয় লোকসান হবে। কি এল গেল? কি করব জানিস? নগেনের ওপরে লাবণ্যকে জয় করব। নগেনের মাথা হেঁট করে দেব। শোন, লাবণ্যকে তুই চিনিস না, ডাকলে বাসর ঘর থেকেও বেরিয়ে আসবে।'

'ছিঃ দাদা, ওসব বুদ্ধি কোরোনা।'

বিমল ছিটকাইয়া আসিয়া বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া বলিল 'বুদ্ধি করা পর্য্যন্তই মিলি, পারব না। মেয়েদের আমি আর বিশ্বাস করি না। লাবণ্যও হয়ত ছাত থেকে ঝাঁপ দিতে জানে!'

বাজার করিয়া আসিয়া প্রমথ নীচে হাঁকাহাঁকি করিতেছিল। প্রমীলা বলিল, আমরা কিছুই করব না দাদা। চুপ করে থাকব।'

বিমল বলিল 'সেই ভাল। আমরা খেয়ালী আমরা বোকা আমরা ভীষণ ভুল করেছি—অন্যায়ও করেছি, কিন্তু আমরা রাস্কেল নই। মরলে আমাদের স্বর্গে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ব্যস্, আমরা আর কিছু চাই না'।

কিছুই তাহারা করিল না। বিমল গয়নাটা নগেনকে ফেরত পাঠাইতে যাইতেছিল, প্রমীলা বারণ করিল।

'কাজ কি দাদা? কোন মিশনে কি হাঁসপাতালে দিয়ে দাও।'

'তাহ'লে নগেন ভাববে আমরা নিয়েছি।'

'ভাবুক না?'

'ঠিক্!' বিমল প্যাকেটের উপর ঠিকানা লেখা কাগজটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। বলিল 'একটা কাজ কিন্তু করতে পারব না মিলি। ওর দয়ার চাকরীটা করা পোষাবে না।'

'নাইবা করলে? জগতে আরও ঢের চাকরী আছে।'

একটা মোটর দুর্ঘটনার কথা বিমল প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ সেই ছেলেটাকে বার বার মনে পড়িতে লাগিল। সেও নগেনের কীর্ত্তি।

একটা ছোট ছেলে মাসিক একশ' পঁচিশটা টাকার বিনিময়ে এই মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ রচনার স্বপ্ন দেখিতেছিল, হাতের মোয়াটী কাড়িয়া নিয়া নগেনই ছেলেটাকে বাসের সামনে ঠেলিয়া দিয়াছে।

পরদিন বিমল বলিল 'লাবণ্যর কপাল মন্দ মিলি।'

আবার বলিল 'নগেন সব নেবে—দাম দেবে টাকায়। তাও বেশী নয়। বাজারের একটা মেয়েমানুষের জন্য যা লাগে তার চেয়েও কম।'

কথাটা বলিয়া অনুতপ্ত হইতে তাহার দেরী লাগিল না। কারণ একেবারে নাটকীয় প্রথায় প্রমীলা মূর্চ্ছা গেল। তবে মূর্চ্ছাটা নাটকীয় নয়। সে সুস্থ হইলে বিমল বলিল 'আড়ালেও কাঁদিস না বুঝি? বোকা।'

দশম পরিচ্ছেদ

তারপর কিছুদিন কাটিয়া গেল। অনুরূপা পায়ে ভর দিয়া মিনিটখানেক দাঁড়াইতে পারার শক্তি অর্জ্জন করিল, ছেলের চাকরী যাওয়ার সংবাদে প্রমথ মুষড়াইয়া পড়িল, এবং বিমল ও প্রমীলার মানসিক বিপর্য্যয়গুলি সুনিশ্চিতভাবে ও দ্রুতবেগে ঘটিয়া চলিল। নতুন কিছু ঘটে না, তবু প্রত্যেকদিন জীবনটা যেন নবভাবে বোধগম্য হয়। দুঃখ বদলায় না, ভোগ করিবার প্রক্রিয়াটা বদলায়। বিমল শান্তার মৃত্যুর এক একটা নতুন দিক আবিষ্কার করে, প্রমীলার পোড়া কপালের এক একটা নতুন ফোস্কা ফাটিয়া যায়।

দাদার জন্য প্রমীলার কথনো কান্না পায়, বোনের জন্য বিমলের বুকের ভিতরটা কথনো পুড়িয়া যায়।

দুপুর রাত্রে বিমল ডাকে 'মিলি শোন,—আয় আমার ঘরে।'

প্রমীলা উঠিয়া যায়।

'আয় দাবা খেলি।'

দুজনেই চাল ভুল করে, কেন খেলিতেছে কি খেলিতেছে দুজনেই ভুলিয়া যায়, বিমলের শ্রান্ত চোখ জ্বালা করে, প্রমীলার নিদ্রাতুর দেহে সজাগ মস্তিষ্ক দপ্‌ দপ্‌ করিতে থাকে।

বিমল বলে 'খেলা থাক মিলি।'

প্রমীলা বলে 'থাক'।

'তোর ঘুম পাচ্ছে?'

'না। তোমার?'

'আমারও না।'

'তবেই মুস্কিল দাদা।'

'কি করা যায় বলত?'

প্রমীলা বলিতে পারে না। দুইজনে খানিকক্ষণ বোবার মত বসিয়া থাকে।

বিমল অপরাধীর মত বলে 'ছটফট করছিস দেখে ডেকে আনলাম, কিন্তু এযে আরও বিশ্রী হচ্ছে রে! এক ঘণ্টা তোকে ভুলিয়ে রাখার মত ক্ষমতা আমার নেই।'

তারপর বলে 'মরবি?'

'না।'

'বল্, দু'মিনিটে মেরে ফেলছি। টেরও পাবি না।'

'না, মরবার কিছু হয়নি।' প্রমীলা একটু হাসে।

'তবে কি করা যায় বল ত?'

আবার তাহারা অনেকক্ষণ বোবার মত বসিয়া থাকে।

শেষে প্রমীলা বলে 'যাই, শুইগে।'

'যা। তোকে আর ডাকব না মিলি। আজ যেন ঠাট্টা করলাম তোর সঙ্গে।'

প্রমীলা ফিরিয়া যায়।

তুজনের কেহই টের পায় না ও বাড়ীতে এক বোতল মদ গিলিয়া শান্তার একটা শাড়ী দিয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া অধর কত আরামে ঘরের মেঝেতে ঘুমাইয়া আছে।

একদিন কেদার আসিল। সম্পর্কে তিনি মামা হন, কিন্তু কতদূর সম্পর্কে বলা কঠিন।

কেদার সম্পাদক।

'বস্তা বার কর,—বাছি।'

ভাঙ্গা স্যুটকেশ খুলিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

'খালি যে রে!'

'যা ছিল পুড়িয়েছি।'

'সব?' কেদার স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

'ছেলেমানুষী লেখা সব, কি হবে রেখে?'

'যা হবার হ'ত, পোড়াতে গেলি কেন? আমাকে দিলি না কেন? না হয় আমি নিজের নামে ছাপতাম!'

'কি চাও বল না, কেদার মামা।'

'গল্প দে—ভাল আর ভদ্র অশ্লীল গল্প।'

'নেই।'

'টাকা দেব—দশ টাকা।'

'নেই মামা।'

'আচ্ছা ভাল হলে পনেরই দেব'খন, ডাকাত কোথাকার!'

বিমল মাথা নাড়িল।

'তবে সত্যি নেই। গাথা?'

'নেই।'

'কবিতা ? বল তাও নেই !'

'কবিতা দিতে পারি একটা ।'

কবিতার নূতন খাতাটা সে কেদারের সামনে [illegible] দিল। পাতা উল্টাইয়া কেদার বলিলেন 'মোটে একটা ?'

'ওই ছাপনা, আরও দেব ।'

কেদার নীরবে কবিতাটা পাঠ করিলেন। বিমলের গায়ে খাতাটা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন 'তুই গোল্লায় যা ।'

রাগে গর গর করিতে করিতে কেদার বাহির হইয়া গেলেন।

প্রমীলা বলিল 'একটা গল্প লেখো না ? এ [illegible] খরচের টানাটানি পড়বে ।'

'আমি ফরমাসী ফাঁকিবাজ সাহিত্যিক নই মিলি। তিনদিন সিগারেট না খেয়ে থেকেছি নির্লজ্জের মত টাকা ধার করেছি, কিন্তু বাজে লেখা একটা লিখি নি ।'

'তবু—'

বিমল একটু ভাবিল।

'আচ্ছা লিখব ।'

রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত বিমল লিখিল। সমস্ত সকালটা লেখা সংশোধন করিল এবং দুপুরবেলা টাকা আনিতে গেল।

কেদার বলিলেন 'সাংঘাতিক গল্প। দিস তো রে এরকম আর একটা দুটো। মাঝে মাঝে বড় বিপদে পড়ি ।'

প্রমীলা খুসী হইয়া বলিল 'লক্ষ্মী ছেলে ।'

খরচের টানাটানিতে তার দুর্ভাবনার সীমা ছিল না। অনুরূপা আঁতুড়ে ঢোকার পর প্রমথ সহসা প্রমীলার হাতে সংসার খরচের ভার ছাড়িয়া দিয়াছিল।

প্রমথর পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

একদিন অধর আসিল। বাড়ীর ভিতরে আসিয়া দাওয়ায় মাদুরে বসিয়া প্রমথের সঙ্গে কথা বলিতে তার কোন দ্বিধা দেখা গেল না।

'কাল আমার বোন আর দূরসম্পর্কের পিসীমা আসবে—কিন্তু কাজটা ওদের দ্বারা নির্ব্বাহ হবে কিনা সন্দেহ। অপঘাত মৃত্যু হ'ল, শ্রাদ্ধটা ভাল ভাবেই করব ভাবছি। প্রমীলাকে দুদিন ধার দিতে হবে, সরকার মশায়। দেখবে শুনবে গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে আসবে।'

প্রমথ বলিল 'বেশ।'

প্রমীলাকে ডাকিয়া অধর আবেদন জানাইল। প্রমীলা তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেল। যাওয়ার আগে অধর বলিল 'বিমলবাবু বাড়ী নেই?'

'দাদা ওপরে আছে। ডাকব?'

'থাক।' অধর বিদায় নিল।

খবর শুনিয়া বিমল বলিল 'তুই যাবি কি রকম?'

'শান্তার কাজটা ভালভাবে না হলে মন খুঁত খুঁত করবে দাদা।'

'ওর বাড়ী তোকে যেতে দিতে সাহস হয় না।'

'ভয়ের কি আছে? অধরবাবু গুণ্ডা নয়—ভদ্রলোক।

'ওকে দেখলে অবাক হয়ে যেতে। ভেতরে ভেতরে লোকটা মরে গেছে।'

বিমল চিন্তিত ভাবে বলিল 'সেটা ভাল লক্ষণ নয়। ভেতরে মরে যারা বাইরে বেঁচে থাকে তারা জীবন্ত ভূত। অনেক ভৌতিক কাণ্ড করতে ওরা ভালবাসে। কিন্তু আমাকে খুঁজছিল কেন?'

'কি করে বলব? কাজটার জন্য সাহায্য করতে বলবে হয়ত। কিন্তু তোমার গিয়ে কাজ নেই দাদা।'

পরদিন বিমল একটা খবরের কাগজের আপিসে চাকরীর খোঁজে যাইতেছিল, বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া অধর তাহাকে ডাকিল।

'বিমলবাবু, শুনুন।'

দরজার সামনে রাস্তায় দাঁড়াইয়াই বিমল বলিল 'বলুন।'

'রাগ রাখবেন না। মনের অবস্থা কিরকম ছিল বুঝতেই পারছেন, তখন যাই বলে থাকি তার কোন দাম নেই। বসুন না এসে?'

বিমল শান্তভাবে বলিল 'না, কাজে যাচ্ছি। আপনাকে স্পষ্ট করেই বলি অধরবাবু, রাগটা দমন করতে পারি, কিন্তু ঘৃণা তো কথা শুনবে না!'

অধর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'আপনি শান্তার বন্ধু ছিলেন, কিন্তু আপনাদের বন্ধুত্ব আমি ঠিক বুঝতে পারি নি, ভুল করেছিলাম। আপনার সঙ্গে বন্ধুতা করা ছাড়া শান্তার স্মৃতিকে সম্মান দেখানোর আর কোন উপায় নাই। কিন্তু ঘৃণা যে কথা শোনে না একথা সত্যি।'

'শান্তাকে আপনি বাঁচাতে পারতেন—আমাকে বাঁচাতে দিতে পারতেন।

'শান্তা বাঁচতে চায়নি। ও' আপনাকে ভালবাসত। ওকে বাঁচালে কি হ'ত জানেন? আবার ছাত থেকে ঝাঁপ দিত। মিছামিছি ওর যন্ত্রণা বাড়াতে চাইনি।'

এমনিভাবে, বিনা ভূমিকায় এবং সংক্ষেপে, একজন কৈফিয়ৎ দিল এবং শান্ত অবিচলিতভাবে আর একজন শুনিয়া গেল। শত্রুতা মানুষকে এমনি অন্তরঙ্গ করিয়া দেয়। এমন কি আর কিছু বলিবার প্রয়োজনও তারা বোধ করিল না। বিমল নীরবে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অধর আস্তে আস্তে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

চাকরীটা সে পাইল না, কারণ চাকরী খালি ছিল না। কিন্তু রাস্তায় সজনীর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

'তোমাকে খুঁজছিলাম বিমল।'

'আমাকে ? কেন ?'

'তোমাকে একদিন নেমন্তন্ন করার হুকুম আছে। খাবে আর কবিতা শুনবে।'

'বিমল একটু হাসিয়া বলিল 'বেশ তো।'

'কবে তোমার সুবিধা হবে ?'

বিমল সবিনয়ে বলিল 'সজনী কাকা, আমার সুবিধা অসুবিধার প্রশ্নই ওঠে না। তবে মঙ্গলবার হলে একটু উপকার হয়। বাড়ীর পাশে সেদিন একটা বিশ্রী শ্রাদ্ধ হবে, পাড়ায় থাকতে চাই না। কিন্তু আপনি যাচ্ছিলেন কোথায় ?'

'বেড়াতে,—গঙ্গার ধারে। যাবে ?'

বিমল মাথা নাড়িল,—'না।'

মোটরে চাপিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইবার সখ বিমলের ছিল না।

মঙ্গলবার সে সকাল সকাল নিমন্ত্রণ রাখিতে গেল, পেট ভরিয়া খাইল এবং কাণ ভরিয়া কাকীমার কবিতা শুনিল। কাকীমার প্রতিবেশিনী বি-এ ফেল একটী লাজুক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিল এবং আধঘণ্টার মধ্যে তাকে জানাইয়া দিল যে 'তুমি আমার বোন।' কেন জানাইল কে জানে! মেয়েটী অবাক হইয়া ভাবিল, কবিরা সত্যি অসাধারণ!

শেষে, কাকীমার গোটাকুড়ি কবিতা সঙ্গে নিয়া এবং সেগুলি মাসিকে ছাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে কথা দিয়া বিকালে বাড়ী ফিরিল। এবং বিছানায় শুইয়া সেই অবেলায় ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বপ্নে আসিল লাবণ্য। লাবণ্য দেখিতে অনেকটা শান্তার মত হইয়া গিয়াছে, তার কাণের দুল দুটী অনেকটা কাকীমার প্রতিবেশিনী সেই লাজুক মেয়েটীর দুলের মত। চারিদিকে কিসের একটা গোলমাল চলিতেছিল এবং কি কারণে যেন একেবারেই সময় ছিল না।

'ওসব বাজে কথা। আমি তোমায় ভালবাসি।'

লাবণ্যও সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষেপে বলিল 'আমি বাসি না।'

তারপর স্বপ্নটা ঝাপ্‌সা দুর্বোধ্য হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর প্রমীলা তার ঘুম ভাঙ্গাইল। বলিল 'একি? মরবে নাকি?' বিমল বলিল 'সারাদিনে আজ সাঁইত্রিশটা কবিতা শুনেছি,—সাধারণ লোকের সাঁইত্রিশ বছরের পরিশ্রম। ঘুমের দোষ কি?'

'মুখ ধোও, চা আনছি।'

কড়া চা পান করিয়া বিমলের ঘুমের জড়তা কাটিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল 'কি রকম শ্রাদ্ধ হ'ল? এখনো গোলমাল চলছে যে !'

'শ্রাদ্ধের বর্ণনা শুনে কাজ নেই দাদা।'

'শুনিই না। শান্তাকে স্বর্গে ঠেলে দেওয়ার মত হয়েছে তো?'

প্রমীলা চুপ করিয়া রহিল।

বিমল সহসা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।

'মরা মানুষের সঙ্গে ইয়ার্কি! শ্রাদ্ধ হচ্ছে! কেন, মরলে কি মানুষ অপরাধ করে নাকি? শরীরটা পচে যাবে পুড়িয়ে ফ্যালো,—শ্রাদ্ধ আবার কি? যত সব অমানুষিক কাণ্ড,—বর্ব্বরতা।'

গলা নামাইয়া বলিল 'হৈ-চৈ ভাল লাগে, কিন্তু ছুতো'র কি অভাব আছে? একটা বানিয়ে নিলেই হয়! জন্মালে উৎসব নেই, শাঁখটা শুধু একটু বাজে, মরলে সমারোহের সীমা থাকে না।'

অভিযোগটা সুস্পষ্ট কিন্তু মানে বোঝা দুঃসাধ্য। শ্রাদ্ধটা সমারোহ বটে কিন্তু উৎসব নয়। উৎসব হইলেই বা ক্ষতি কি? বুকে শোক থাকিলে মানুষ কি উৎসব করিতে পারে না? বিমলের নালিশ কিসের? কিন্তু কথাটা নিয়া সে ঘাঁটাঘাঁটি করিল না।

বলিল 'তোমার জন্য একটা জিনিষ এনেছি দাদা।'

'আমার জন্য ? কি জিনিষ ?'

'শান্তার একটা স্মৃতিচিহ্ন।'

'চাইনে।'

'চাইনে কেন ? কি চিহ্ন আর তোমায় আমি দিতে পারব—একটু চুলের জট। চুলে তো সাতজন্মে হাত দিত না, সব জট বেঁধেছিল। একটা জট বোধ হয় খোলে নি, কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলেছিল। সকালে গিয়েই দেখি ওর ড্রেসিং টেবিলে আয়নার টিপায় গোঁজা আছে। খুলে নিয়ে এলাম।' বিমল বলিল 'তোর কাছেই থাক।'

প্রমীলার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে আশা করিতেছিল শান্তার স্মৃতিচিহ্নের জন্য বিমল লুব্ধ হইয়া উঠিবে। চুলের জটা দেহেরই অংশ, অস্পষ্ট সুবাসের স্মৃতি নিয়া বহুকাল অবিকৃত থাকিবে। এর চেয়ে দামী স্মৃতিচিহ্ন আর কি হইতে পারে ? বিমলের নিস্পৃহ প্রত্যাখ্যান প্রমীলা বুঝিতে পারিল না। সন্দিগ্ধভাবে বলিল 'বাইরের স্মৃতিচিহ্নের দাম নেই বুঝি তোমার কাছে ?'

বিমল রাগ করিয়া বলিল 'কি যে বলিস তুই ! কবি হলেও আমার কবিত্বের সীমা আছে।'

'তবে নেবে না কেন ? দয়া করে নাও দাদা। জটাটা আমার অসহ্য হয়েছে। সকাল থেকে আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছি, কেবলি মনে হয়েছে কে যেন আমার আঁচল ধরে টানছে। এটা নিয়ে আমায় রেহাই দাও।'

বিমল মাথা নাড়িয়া বলিল 'না। আমার কাছে উপযুক্ত মর্য্যাদা পাবে না।'

প্রমীলা আশ্বস্ত হইয়া বলিল 'সে ভয় করোনা দাদা। শান্তা এখন বেঁচে নেই, ওর স্মৃতিচিহ্নের যোগ্য মর্য্যাদা তুমি দেবে।' কথাটায় আঘাত ছিল। নীরবে তাহা সহ্য করিয়া বোনকে বিমল ক্ষমা করিল।

'সে হয় না মিলি। আমার কাছে শান্তার যে স্মৃতিচিহ্ন আছে, তার কাছে আর সব স্মৃতিচিহ্ন তুচ্ছ হয়ে যাবে। আমি হয়ত ওটা হারিয়েই ফেলব।'

প্রমীলা ব্যগ্র হইয়া বলিল 'তোমার কাছে কি আছে দাদা? দেখাও।'

'থাক্। দেখে কাজ নেই। ভয় পাবি।'

'ভয় পাব? স্মৃতিচিহ্ন দেখে ভয় পাব? তুমি পাগল নাকি?'

বিমল একটু ভাবিল। তারপর বলিল 'আচ্ছা, ছাখ্ তবে?'

বলিয়া বিছানার বালিশটা সে তুলিয়া নিল। তলে শান্তার রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ। চাপ চাপ রক্ত কালো হইয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। উঁচু করিয়া ধরিয়া বিমল বলিল 'এর কাছে তোর চুলের জটা?'

প্রমীলা দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া বলিল 'ঢেকে দাও—ঢেকে দাও। আমি চাইনা দেখতে!' ব্যাণ্ডেজটা বিমল বালিশের তলে চাপা দিল। বলিল 'চোখ খোল্।'

চোখ খুলিয়া প্রমীলা পলকহীন দৃষ্টিতে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দাদার কপালটা যেন বেশী চওড়া হইয়া গিয়াছে। মুখে কতগুলি রেখা দেখা দিয়াছে আগে যার অস্তিত্ব ছিল না।

রুদ্ধশ্বাসে সে বলিল 'কোথায় পেলে?'

'চুরি করেছি,—ডাকাতিও বলতে পারিস। শান্তাকে তখন বাইরে এনেছে। কারা যেন কপালে সিঁদুর লেপছিল। সোজা গিয়ে ব্যাণ্ডেজটা খুলে আনলাম। সকলে হাঁ করে আমার কীর্তি দেখল।'

প্রমীলা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে কাঁদিয়া বলিল 'তোমার জন্য আমার ভয় করছে দাদা!'

বিমল বলিল 'ভয় কি?'

অধর আসে যায়, প্রমথের সঙ্গে দাবা খেলে, সাধারণ লোকের মত

সাধারণ কথা সাধারণ ভাবে বলে, শ্রান্ত অপরাধী মানুষের মত মাথা নীচু করিয়া থাকে। গম্ভীর লোকটার ভিতরটা যেন একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, তার সহজ কথাবার্ত্তা ওই স্তব্ধতার কল্যাণে যেন অসাধারণ হইয়া ওঠে। মনে হয় একটা অজানা সুর বাক্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, একটা অতিরিক্ত গভীর অর্থ অন্তরালে গোপন থাকিতে সুরু করিয়াছে।

তার যেন গোপন বৈরাগ্য। রাগ নাই, হিংসা নাই, শত্রু নাই, সকল মানুষ তাহার আত্মীয়, নিজের জীবনকে সে সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছে। যার এক হাত আজ তার বুকে ছুরি মারিবে, তার অন্য হাতে নিজের প্রাণকে সে সঁপিয়া দিবে। সে কারো ভালবাসা চাহিবে না, কিন্তু সকলকে ভালবাসিবে।

প্রমীলা মুগ্ধ হইয়া গেল। তার নিজের অবস্থা শোচনীয়, এক অদ্ভুত মানুষের অদ্ভুত খেয়াল তাকে শেষ করিয়া দিয়াছে, স্বামী থাকিতে সে কুমারী। দিন কাটিলে তার রাত কাটিতে চায় না, একটা নিষ্ঠুর ভোঁতা অশান্তি জীবনের স্বাদ নষ্ট করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তিক্ত ও বিস্বাদ করিয় দিতে পারে নাই। কঠিন অসুখে যেমন জীবনও থাকে না, মরণও থাকে না, একটা অকথ্য অবস্থায় দিন কাটিতে থাকে, প্রমীলার অবস্থাও অনেকট সেই রকম। তবু শান্তা যে দুটী মানুষকে ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে, তাদে একটু সুস্থ করিয়া তোলার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। পরে জীবনে মাধুর্য্য সঞ্চারিত করার শিক্ষা তাহার আদিম দিনের, মানুষে উপর শ্রদ্ধা নষ্ট হওয়ার সঙ্গে নিজেকে সে এ শিক্ষা ভুলিতে দিল না।

বিমল ও অধরের কাছে নিজেকে সে দুঃখের দিনের বান্ধবী করি রাখিল।

বিমল মাঝে মাঝে আপত্তি করে। বলে 'ও লোকটার সঙ্গে তো অত মেশবার দরকার কি ?'

'ও আমার কি করবে? যেরকম মনে করতাম সেরকম নয় দাদা,—লোকটা ভাল।'

'তুই তো খুব মানুষ চিনিস্।'

যাই হো'ক, বিমল আপত্তি করে কিন্তু বাধা দেয় না। নিজে সে অধরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

এমনি ভাবে শরৎকালটা কাটিয়া গেল। শীতের প্রথমে নগেন ফিরিয়া আসিল। বিমল খবর পাইল লাবণ্যের কাছে।

সে নিজেই লাবণ্যের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল।

লাবণ্য টেনিস খেলিতেছিল, খেলা ফেলিয়া আসিয়া বিমলকে ড্রয়িং রুমে বসাইল। বলিল 'কবিরা যেমন না বলে যায় তেমনি না বলে আসে। ব্যাপার কি?'

'নগেনটা রাস্কেল।'

'জানি।'

'ছমাস খেলা করে মেয়েদের ভুলে যাওয়া ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।'

'তাও জানি। তুমি আমাকে সাবধান করে দিতে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার জন্য তোমার ভাবনা হয়?'

'হয়।'

'ভাবনা হয়, কিন্তু ভালবাসা হয় না। লাবণ্যর মত মেয়ের কাছেও তুমি একটী রহস্য হয়ে রইলে বাবু।' লাবণ্য একটু হাসিল, 'কিন্তু আমার জন্য ভাবনা নেই। তোমার নগেন আমার কিছু করতে পারবে না।'

'তুমি ওকে জান না লাবণ্য।'

'জানি। খুব ভাল করে জানি। ওর ঢের টাকা।' লাবণ্য হাসিতে লাগিল।

বিমল আরও গম্ভীর হইয়া বলিল 'সেদিক দিয়ে তোমায় ঠকাবে না। নিজেই হাজার দুই দেবে—আদায় করতে পারলে আর কিছু বেশী হতে পারে।'

লাবণ্যর মুখ লাল হইয়া গেল।

'আমার দাম দু'হাজার টাকা?'

'নগেন ওই রকম দাম দেবে। ভালবাসাটুকু ফাউ।'

'নগেন নিজেকে দেবে। ওর জীবনে আমি শেষ বৈচিত্র্য?'

বিমল সংক্ষেপে বলিল 'ভালই।'

'আমি বড় খারাপ মেয়ে, না বিমল?'

বিমল বলিল 'না। তুমি একটু দুষ্টু, আর বুদ্ধিমতী।'

লাবণ্য আস্তে আস্তে বলিল 'প্রমীলার কথা আমি জানি। কিন্তু আমার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ না গেলে নগেন বিভার সঙ্গে দার্জ্জিলিং যেত। বিভাটা বোকা, ছমাস পরে আর কার সঙ্গে নগেন কোথায় যেত কে জানে! আমি একঢিলে দুই পাখী মোরছি। অনেকগুলি মেয়েকে বাঁচাচ্ছি, নিজের জীবনযাত্রাকে সহজ করছি।' বিমল চিন্তিত হইয়া বাড়ী ফিরিল।

অগ্রহায়ণের প্রথমে প্রমথ অসুখে পড়িল। পনের দিন পরে সে ভাল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সংসারের সমস্ত কাজের উপর রোগীর সেবা করাটা প্রমীলার সহিল না। প্রথম উঠিয়া দাঁড়াইতে সে বিছানা নিল।

কিছুদিন হইতে ছেলে মেয়েদের উপর প্রমথের আশ্চর্য্য টান দেখা যাইতেছিল, প্রমীলার অসুখের ক'দিন তার এই পরিবর্ত্তন অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সেবা সে করিতে জানে না, কিন্তু অপটু হাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখিল না। দুর্ব্বল শরীর নিয়া দিবারাত্রি মেয়ের শিয়রে বসিয়া কাটাইতে

আরম্ভ করিল। স্নেহ-প্রবণ দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষের মত মেয়ের অসুখের সামান্য বাড়াবাড়িতেই নার্ভাস হইয়া পড়িতে লাগিল।

বাবার একটী অনুপস্থিতির সুযোগে বিমলকে ডাকিয়া প্রমীলা বলিল 'বাবার হয়েছে কি?'

'কিছুই হয়নি। কারো কারো হৃদয়টা চাপা থাকে, বাবারও তাই ছিল। চাপাটা আস্তে আস্তে সরে গেছে।'

প্রমীলা বলিল 'বাবার শরীর মন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে।, খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল 'বাবা বোধ হয় বেশীদিন বাঁচবে না দাদা। মরবার আগে মানুষ এমনি বদলে যায়।'

'আবোল তাবোল কথা না ভাবলে কি তোর দিন যায় না?'

প্রমীলার অসুখের সময় একটা ঠাকুর আসিয়াছিল, সে ভাল হইয়া উঠিবার পরেও ঠাকুর রহিয়া গেল।

'অত তুই পারবি না মিলি। ঠাকুর থাক্।'

'চলবে কি করে বাবা?'

'যাবে যাবে—একরকম করে চলে যাবে। বিয়ের পর তুই শ্বশুরবাড়ী গেলে চল্‌বে কি করে?'

কিন্তু ঠাকুর রাখা চলিল না। ঠিকা ঝির পরিবর্ত্তে দিন রাত্রির একটা চাকর আনিয়া প্রথম ঠাকুরের অভাবটা পোষাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। রান্না ঘরে আগুনের কাছে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে বলিল 'শীতকালটা গরম পড়লে ঠাকুর রাখবই। তদ্দিনে বিমলের ও একটা চাকরী বাকরি হবে।'

খানিক তামাক টানিয়া—

'ও কি বলে রে?'

'কে? দাদা? কি বলবে?'